পিটিআই কর্মকর্তা/পারসোনেলগণের জন্য পরিমার্জিত ডিপিএড (প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য মৌলিক প্রশিক্ষণ-বিটিপিটি) এর

‘অভীক্ষাপদ প্রণয়ন’ বিষয়ক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল

প্রশিক্ষণ সহায়িকা

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

রচনায়

প্রফেসর ড. সালমা জহুরা, কারিকুলাম বিশেষজ্ঞ, জাতীয় শিক্ষাক্রম এবং পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি), ঢাকা
মো: আলী আহসান, বিশেষজ্ঞ (পরীক্ষা ও মূল্যায়ন), বাংলাদেশ পরীক্ষা উন্নয়ন ইউনিট (বেডু), ঢাকা
শুভাশিস চক্রবর্তী, প্রাক্তন সুপারিনটেনডেন্ট, মাগুরা পিটিআই
মোঃ মাজহারুল ইসলাম খান, সহকারী বিশেষজ্ঞ, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ)
মোঃ শাহ আলম সরকার, সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর (ডিপিই)
আবু বকর সিদ্দিক, ইন্সট্রাক্টর (সাধারণ), ঢাকা পিটিআই
মোঃ মাহমুদুল হাসান, সহকারী বিশেষজ্ঞ, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ)
মাহবুবুর রহমান, সহকারী বিশেষজ্ঞ, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ)

প্রধান সমন্বয়ক

আবু নূর মোঃ শামসুজ্জামান, মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

উপ-প্রধান সমন্বয়ক

মোহাম্মদ আতিকুর রহমান, অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পিইডিপি৪), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

মোঃ ইমামুল ইসলাম, পরিচালক (প্রশিক্ষণ), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

সম্পাদক

মাহবুবুর রহমান, সহকারী বিশেষজ্ঞ, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ), ময়

সহযোগী সম্পাদক

মোঃ আব্দুল আলীম, উপপরিচালক (প্রশিক্ষণ), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

রেজিনা আকতার, শিক্ষা অফিসার (প্রশিক্ষণ), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

কারিকুলাম সমন্বয়ক

মোঃ রায়েজীদ খান, সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

পরামর্শক

ফরিদ আহ্‌মদ, মহাপরিচালক, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

প্রকাশকাল

মে, ২০২৫

মুখবন্ধ

শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়ন ও প্রাথমিক শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রণীত হয়েছে নতুনভাবে পরিমার্জিত ডিপিএড (প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য মৌলিক প্রশিক্ষণ-বিটিপিটি) প্রশিক্ষণ। এই প্রশিক্ষণের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো কার্যকর ও মানসম্মত মূল্যায়নব্যবস্থা নিশ্চিত করা, যা পরবর্তীতে শিক্ষার্থীদের শিখন-ফলাফল নিরূপণ এবং শিক্ষকদের পাঠ পরিকল্পনা ও কৌশল নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

এই প্রেক্ষাপটে **পিটিআই কর্মকর্তা ও প্রশিক্ষণ সংশ্লিষ্ট পারসোনেলদের** জন্য প্রণীত হয়েছে **'অভীক্ষাপদ প্রণয়ন' বিষয়ক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল**। ম্যানুয়ালটি এমনভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছে যাতে অংশগ্রহণকারীরা মূল্যায়নের মূল ধারণা, অভীক্ষার ধরন, অভীক্ষাপদ প্রণয়নের কৌশল ও গুণগত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করতে পারেন এবং তা বাস্তবায়নের সক্ষমতা অর্জন করেন।

এই ম্যানুয়ালে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে:

- মূল্যায়নের ধারণা ও শ্রেণিবিন্যাস
- বিভিন্ন ধরনের অভীক্ষাপদ যেমন: শূন্যস্থান পূরণ, মিলকরণ, সত্য-মিথ্যা, সঠিক ক্রম, বহুনির্বাচনী, সংক্ষিপ্ত ও বিস্তৃত উত্তর প্রশ্ন ইত্যাদি
- গাঠনিক ও সামষ্টিক মূল্যায়নের জন্য অভীক্ষাপদ প্রণয়ন
- নির্দেশক ছক, মার্কিং স্কিম, চেকলিস্ট, রেটিং স্কেল ও রুব্রিক্স ব্যবহারের নির্দেশনা

ম্যানুয়ালটির প্রতিটি অধিবেশন কর্ম-উন্মুখ (activity-based) পদ্ধতিতে সাজানো হয়েছে যাতে অংশগ্রহণকারীগণ অনুশীলনের মাধ্যমে হাতে-কলমে শিখে নিজেদের সক্ষমতা গড়ে তুলতে পারেন। অংশগ্রহণকারীগণ আন্তরিক অংশগ্রহণ ও অনুশীলনই এই প্রশিক্ষণ কার্যক্রমকে ফলপ্রসূ করে তুলবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

আমরা আশা করি এই প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল পিটিআই কর্মকর্তাগণ ও প্রশিক্ষকদের মধ্যে মূল্যায়ন বিষয়ে আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি করবে এবং শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক ও দক্ষতাভিত্তিক মূল্যায়নচর্চার প্রসারে কার্যকর সহায়ক হবে।

এ প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল প্রণয়ন, উন্নয়ন ও পরিমার্জনে যাঁরা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন তাঁদের প্রতি আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। এই ম্যানুয়াল সম্পাদনা ও পরিমার্জনের কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গকে ধন্যবাদ জানাই।

(আবু নূর মোঃ শামসুজ্জামান)
মহাপরিচালক
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

১০ দিনের প্রশিক্ষণ: রুটিন

সময় →	৯.০০-৯.৩০	৯.৩০-১১.০০	১১.০০-১১.৩০	১১.৩০-১.০০	১.০০-২.০০	২.০০-৩.৩০	৩.৩০-৩.৪৫	৩.৪৫-৫.১৫
১ম দিন	রেজিস্ট্রেশন	১ম অধিবেশন		২য় অধিবেশন		৩য় অধিবেশন		৪র্থ অধিবেশন
২য় দিন		৫ম অধিবেশন		৬ষ্ঠ অধিবেশন		৭ম অধিবেশন		৮ম অধিবেশন
৩য় দিন		৯ম অধিবেশন		১০তম অধিবেশন		১১তম অধিবেশন		১২তম অধিবেশন
৪র্থ দিন		১৩তম অধিবেশন		১৪তম অধিবেশন		১৫তম অধিবেশন		১৬তম অধিবেশন
৫ম দিন		১৭তম অধিবেশন	হেল্থ ব্রেক	১৮তম অধিবেশন	দুপুরের বিরতি	১৯তম অধিবেশন	হেল্থ ব্রেক	২০তম অধিবেশন
৬ষ্ঠ দিন	রিক্যাপ	২১তম অধিবেশন		২২তম অধিবেশন		২৩তম অধিবেশন		২৪তম অধিবেশন
৭ম দিন		২৫তম অধিবেশন		২৬তম অধিবেশন		২৭তম অধিবেশন		২৮তম অধিবেশন
৮ম দিন		২৯তম অধিবেশন		৩০তম অধিবেশন		৩১তম অধিবেশন		৩২তম অধিবেশন
৯ম দিন		৩৩তম অধিবেশন		৩৪তম অধিবেশন		৩৫তম অধিবেশন		৩৬তম অধিবেশন
১০ম দিন		৩৭তম অধিবেশন		৩৮তম অধিবেশন		৩৯তম অধিবেশন		মুক্ত আলোচনা এবং পোস্ট-টেস্ট

অধিবেশন সূচি

ক্র. নং	অধিবেশন শিরোনাম	পৃষ্ঠা নম্বর
১.	প্রশিক্ষণ পরিচিতি	১
২.	মূল্যায়নের ধারণা এবং ধরণ	৬
৩.	শিখনক্ষেত্রসমূহ	১৩
৪.	অভীক্ষা ও অভীক্ষার ধরন	২০
৫.	অভীক্ষার আদর্শায়ন	২৯
৬.	শূন্যস্থানপূরণ অভীক্ষাপদ	৪২
৭.	মিলকরণ অভীক্ষাপদ	৫১
৮.	সত্য-মিথ্যা অভীক্ষাপদ	৫৭
৯.	সঠিক-ক্রম সাজানো অভীক্ষাপদ	৬৩
১০.	বহুনির্বাচনী অভীক্ষাপদের বৈশিষ্ট্য ও নিয়মাবলি	৬৯
১১.	বহুনির্বাচনী অভীক্ষাপদ যাচাই ও পরিমার্জন	৭৪
১২.	ডোমেইনভিত্তিক অভীক্ষাপদের বৈশিষ্ট্য	৮২
১৩.	ডোমেইনভিত্তিক বহুনির্বাচনী অভীক্ষাপদ শনাক্তকরণ	৮৯
১৪.	অনুশীলন-১: ডোমেইনভিত্তিক বহুনির্বাচনী অভীক্ষাপদ প্রণয়ন	৯৭
১৫.	প্রণীত অভীক্ষাপদ উপস্থাপন ও উন্নয়ন	৯৯
১৬.	অনুশীলন-২ : ডোমেইনভিত্তিক বহুনির্বাচনি অভীক্ষাপদ	১০০
১৭.	প্রণীত বহুনির্বাচনি অভীক্ষাপদ উপস্থাপন ও উন্নয়ন	১০২
১৮.	বর্ণনামূলক অভীক্ষাপদ (Descriptive Test)	১০৩
১৯.	সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন (Short answer questions)	১০৭
২০.	সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন অনুশীলন-১	১১২
২১.	সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন অনুশীলন-২	১১৫
২২.	বিস্তৃত/দীর্ঘ উত্তর প্রশ্ন (Extended response questions)	১১৮
২৩.	বিস্তৃত/দীর্ঘ উত্তর প্রশ্ন অনুশীলন-১	১২২
২৪.	বিস্তৃত/দীর্ঘ উত্তর প্রশ্ন অনুশীলন-২	১২৪
২৫.	কাঠামোবদ্ধ অভীক্ষাপদ	১২৭
২৬.	নির্দেশক ছক	১৩১
২৭.	উপ-মডিউলভিত্তিক বিভাজিত নম্বরের আলোকে গাঠনিক মূল্যায়নের অভীক্ষাপদ প্রণয়ন	১৩৫
২৮.	প্রণয়নকৃত গাঠনিক মূল্যায়নের অভীক্ষাপদ উপস্থাপন ও পরিমার্জন	১৪০
২৯.	প্রণয়নকৃত গাঠনিক মূল্যায়নের অভীক্ষাপদ উপস্থাপন ও পরিমার্জন (চলমান)	১৪১
৩০.	মডিউলভিত্তিক বিভাজিত নম্বরের আলোকে সামষ্টিক মূল্যায়নের অভীক্ষাপদ প্রণয়ন	১৪২
৩১.	মডিউলভিত্তিক বিভাজিত নম্বরের আলোকে সামষ্টিক মূল্যায়নের অভীক্ষাপদ প্রণয়ন (চলমান)	১৫৭
৩২.	প্রণয়নকৃত সামষ্টিক মূল্যায়নের অভীক্ষাপদ উপস্থাপন ও পরিমার্জন	১৫৮

৩৩.	প্রণয়নকৃত সামষ্টিক মূল্যায়নের অভীক্ষাপদ উপস্থাপন ও পরিমার্জন (চলমান)	১৫৯
৩৪.	মার্কিং স্কিম গাইডলাইন	১৬০
৩৫.	মূল্যায়নে চেকলিস্ট এর ব্যবহার ও অনুশীলন	১৬৫
৩৬.	মূল্যায়নে রেটিং স্কেল এর ব্যবহার ও অনুশীলন	১৬৯
৩৭.	মূল্যায়নে রুব্রিক্সের এর ব্যবহার ও অনুশীলন	১৭১
৩৮.	বিটিপিটি এর গাঠনিক মূল্যায়ন	১৮১
৩৯.	বিটিপিটি গাঠনিক মূল্যায়ন (...চলমান)	১৯১
৪০.	মুক্ত আলোচনা এবং সমাপনী	১৯৩

অধিবেশন-১	প্রশিক্ষণ পরিচিতি

শিখনফল: এ অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

১. পরস্পরের সাথে পরিচিত হবেন;
২. প্রশিক্ষণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

সময়: ০১.৩০ ঘন্টা

পদ্ধতি কৌশল: জোড়ায় কাজ, একক কাজ, মিলকরণ, মাইন্ড ম্যাপিং, আলোচনা এবং প্রদর্শন।

উপকরণ: শব্দ কার্ড, পিপিটি/পোস্টার পেপার।

কার্যাবলির বিবরণ

কাজ-ক: পরস্পরের সাথে পরিচিত হওয়া **সময়: ৩০ মিনিট**

১. অধিবেশনের শুরুতে অংশগ্রহণকারীগণকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সকলের সাথে কুশল বিনিময় করুন এবং প্রশিক্ষণ সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করুন।
২. অংশগ্রহণকারীগণের মাঝে লটারির মাধ্যমে নিম্নরূপ বিপরীত শব্দের কার্ড সরবরাহ করুন। বিপরীত শব্দ মিলকরণের মাধ্যমে জোড়া তৈরি করুন (প্রতিটি কার্ডে একটি করে শব্দ লেখা থাকবে, সহায়ক তথ্য: "ক")

গরম	আকর্ষণ	রাত	শেষ	সোজা
মুক্ত	গায়িকা	কান্না	ছোট	জোয়ার
নবীন	নিকট	গৃহী	প্রত্যক্ষ	প্রেম

ঠান্ডা	বিকর্ষণ	দিন	শুরু	বাঁকা
বন্দী	গায়ক	হাসি	বড়	ভাটা
প্রবীণ	দূর	সন্ন্যাসী	পরোক্ষ	বিরহ

৩. অংশগ্রহণকারীগণকে জোড়ায় বসতে বলুন।
৪. জোড়ায় একে অপরের নাম, পদবি, কর্মস্থল এবং জীবনে ঘটে যাওয়া একটি মজার ঘটনা বলতে বলুন। সবার আলোচনা শেষ হলে প্রত্যেক জোড়া সামনে এসে একে অপরের পরিচয় উপস্থাপন করতে বলুন।

কাজ-খ: প্রশিক্ষণার্থীগণের প্রত্যাশা **সময়: ১৫ মিনিট**

১. নিচের চিত্রটি স্ক্রিনে প্রদর্শন বা বোর্ডে আঁকুন।

২. অংশগ্রহণকারীগণ এই প্রশিক্ষণ থেকে কী প্রত্যাশা করেন তা নিয়ে সকলকে ১ মিনিট ভাবতে বলুন।

৩. অংশগ্রহণকারীগণকে প্রত্যাশাগুলো জিজ্ঞাসা করুন।

৪. একজন অংশগ্রহণকারী দ্বারা প্রত্যাশাগুলো সকলের দেখার জন্য বোর্ডে লিখুন এবং তালিকাবদ্ধ করুন।

কাজ-গ: প্রশিক্ষণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য **সময়: ১৫ মিনিট**

১. অংশগ্রহণকারীগণকে এই প্রশিক্ষণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কী হতে পারে তা কয়েকজন অংশগ্রহণকারীকে বলতে বলুন।

২. প্রশিক্ষণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কী কী তা পিপিটির মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীগণের সামনে প্রদর্শন করুন। **[সহায়ক তথ্য: "খ"]**

৩. অংশগ্রহণকারীগণের প্রত্যাশার সাথে প্রশিক্ষণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের যে মিল রয়েছে তা নিয়ে আলোচনা করুন।

৪. সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে এই অংশটি শেষ করুন।

কাজ-ঘ: প্রাক-মূল্যায়ন **সময়: ২৫ মিনিট**

১. 'প্রাক-মূল্যায়ন' শব্দটি বোর্ডে লিখুন বা স্ক্রিনে প্রদর্শন করুন।

২. অংশগ্রহণকারীগণের প্রাক-মূল্যায়ন শিট/প্রশ্নপত্র বিতরণ করুন। মূল্যায়ন শিট বিতরণের পর থেকে **২০** মিনিট সময় দিন। নির্ধারিত সময় শেষে উত্তরপত্র সংগ্রহ এবং সংরক্ষণ করুন।

৩. সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশন শেষ করুন।

অধিবেশনের সারসংক্ষেপ **সময়: ০৫ মিনিট**

১. এই অধিবেশন শেষে অর্জিত ধারণাগুলোর তালিকা করতে বলুন।

২. ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে অধিবেশন সমাপ্ত করুন।

সহায়ক তথ্য	অধিবেশন-১ প্রশিক্ষণ পরিচিতি

ক) পরস্পরের সাথে পরিচিত হওয়া: জোড়া গঠনের শব্দমালা

গরম	আকর্ষণ	রাত	শেষ	সোজা
মুক্ত	গায়িকা	কান্না	ছোট	জোয়ার
নবীন	নিকট	গৃহী	প্রত্যক্ষ	প্রেম

ঠান্ডা	বিকর্ষণ	দিন	শুরু	বাঁকা
বন্দী	গায়ক	হাসি	বড়	ভাটা
প্রবীণ	দূর	সন্ন্যাসী	পরোক্ষ	বিরহ

খ) প্রশিক্ষণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

প্রশিক্ষণের লক্ষ্য

মানসম্মত অভীক্ষাপদ প্রণয়ন ও কার্যকর ব্যবহারের মাধ্যমে বিটিপিটি প্রশিক্ষণের গুণগত মান উন্নয়ন করা।

প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য

১. মূল্যায়নের ধরন, গুরুত্ব ও ক্ষেত্র সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা অর্জন করা;
২. শিখনফল অনুযায়ী উপযুক্ত শিখনক্ষেত্র ও উপক্ষেত্র চিহ্নিত করে অভীক্ষাপদ প্রণয়নের দক্ষতা অর্জন করা;
৩. নির্দেশক সারণি ব্যবহার করে বিষয়ভিত্তিক অভীক্ষাপদ এবং প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও পরিমার্জনের দক্ষতা অর্জন করা।
৪. মার্কিং স্কিম, রেটিং স্কেল ও চেকলিস্ট তৈরি ও ব্যবহারের মাধ্যমে কার্যকর মূল্যায়ন নিশ্চিত করার সক্ষমতা অর্জন করা।

ঘ) প্রাক-মূল্যায়ন

পিটিআই ইন্সট্রাক্টরগণের অভীক্ষাপদ প্রণয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ

প্রাক -মূল্যায়ন

নাম- রেজিস্টেশন নম্বর-

১। একটি বহুনির্বাচনী অভীক্ষার বিভিন্ন অংশের নাম লিখুন।

২। চেকলিস্ট ও রুব্রিক্সের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য কী?

৩। "বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে আমাদের কী করা উচিত?"- এটি কোন বুদ্ধিবৃত্তিক স্তরের প্রশ্ন?

৪। আপনি এমন একটি অভীক্ষা তৈরি করলেন, একজন শিক্ষার্থীও এর সঠিক উত্তর দিতে পারেনি। তাহলে আপনার প্রস্তুতকৃত অভীক্ষাপদে কোন বৈশিষ্ট্যটি প্রতিফলিত হয়নি?

৫। বিটিপিটির উপমডিউলভিত্তিক গাঠনিক মূল্যায়নের মোট নম্বর কত?

৬। গাঠনিক মূল্যায়নের ২টি কৌশল লিখুন।

i)

ii)

৭। নির্দেশক ছক ব্যবহার করার ২টি কারণ লিখুন।

i)

ii)

৮। সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন প্রণয়নের ২টি নিয়ম লিখুন।

i)

ii)

৯। রচনামূলক অভীক্ষার নৈর্ব্যক্তিকতা বৃদ্ধি করার ২টি উপায় লিখুন।

i)

ii)

১০। সরবরাহধর্মী দুই ধরনের অভীক্ষার নাম লিখুন।

i)

ii)

বহুনির্বাচনি:

১১। প্রয়োগ দক্ষতার স্তর চিহ্নিত করুন-

ক) স্যালাইন কীভাবে বানাতে হয় বলতে পারবে খ) স্যালাইন বানাতে কী উপকরণ প্রয়োজন তা শনাক্ত করতে পারবে

গ) কখন স্যালাইন ব্যবহার করতে ব্যাখ্যা পারবে ঘ) প্রয়োজনীয় উপকরণ ব্যবহার করে স্যালাইন তৈরি করতে পারবে

১২। সত্য-মিথ্যা অভীক্ষাপদে "সর্বদা", "কখনও", "কোনটাই নয়" শব্দ ব্যবহারের মূল সমস্যা কী?

ক) প্রশ্ন সহজ হয়ে যায় খ) শিক্ষার্থীরা অনুমানভিত্তিক উত্তর দেয়

গ) সত্য বা মিথ্যার দিকে পক্ষপাত সৃষ্টি হয় ঘ) শিক্ষার্থীদের বিভ্রান্ত করা হয়

১৩। ব্যবহারিক দক্ষতা পরিমাপের জন্য কোন মূল্যায়ন পদ্ধতিটি সর্বোত্তম?

ক) বহুনির্বাচনি পরীক্ষা খ) পর্যবেক্ষণ ও কর্মক্ষমতা যাচাই

গ) রচনাধর্মী পরীক্ষা ঘ) স্ব-মূল্যায়ন জরিপ

১৪। সঠিক ক্রম সাজানো অভীক্ষায় শিক্ষার্থীর কোন দক্ষতা মূলত মূল্যায়িত হয়?

ক) শুধুমাত্র মুখস্থ দক্ষতা খ) বিশ্লেষণ ও বোধগম্যতা দক্ষতা

গ) অনুমান করার ক্ষমতা ঘ) অনুকরণ করার ক্ষমতা

১৫. দাগ টেনে মিল করুন

ডায়াগনোষ্টিক মূল্যায়ন	শেখার সময়
গাঠনিক মূল্যায়ন	শিক্ষাকাল শেষে
	শিক্ষণের আগে

অধিবেশন-২	**মূল্যায়নের ধারণা এবং ধরন**

শিখনফল: এ অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

ক. মূল্যায়নের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
খ. মূল্যায়নের উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে পারবেন;
গ. বিভিন্ন ধরনের মূল্যায়ন ব্যাখ্যা করতে পারবেন ।

সময়: ১.৩০ মিনিট

পদ্ধতি ও কৌশল: প্রশ্নোত্তর, প্রদর্শন, দলগত কাজ, প্লেনারী আলোচনা ।

উপকরণ: পোস্টার/মাল্টিমিডিয়া, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষাক্রমের সংশ্লিষ্ট অংশ ও অন্যান্য।

কার্যাবলির বিবরণ

কাজ-কঃ মূল্যায়নের ধারণা **সময়ঃ ২০ মিনিট**

১. অংশগ্রহণকারীগণকে শুভেচ্ছা জানিয়ে এবং শিখনফল অবগত করে অধিবেশন শুরু করুন।
২. অংশগ্রহণকারীগণকে প্রশ্ন করুন-
   - মূল্যায়ন বলতে কী বোঝায়?
   - আপনারা কীভাবে শিক্ষার্থী মূল্যায়ন করেন?
৩. একজন অংশগ্রহণকারী দ্বারা উত্তরগুলো বোর্ডে লিখুন এবং প্রাপ্ত উত্তরের সূত্রধরে তথ্যপত্রের আলোকে মূল্যায়নের ধারণা স্পষ্ট করুন।

মূল্যায়নের ধারণা
শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ায় মূল্যায়ন হলো একটি প্রক্রিয়া, যার দ্বারা শিক্ষার্থীরা প্রত্যাশিত শিখনফল কতটুকু অর্জন করতে পেরেছে তা নিরূপণ করা যায়। শিক্ষার্থীর শিখনফল যাচাইয়ের এই প্রক্রিয়াকেই মূল্যায়ন বলা হয়।

কাজ-খঃ মূল্যায়নের উদ্দেশ্য **সময়ঃ ২০ মিনিট**

১. অংশগ্রহণকারীগণকে ৫টি দলে বিভক্ত করে মূল্যায়নের উদ্দেশ্য দলে আলোচনা করতে বলুন। দলগত কাজ পোস্টার পেপারে উপস্থাপন করতে বলুন। সময় নির্ধারণ করে দিন।
২. প্রয়োজনীয় ফিডব্যাক (প্রয়োজনে সহায়ক তথ্য **"খ"** এর সহায়তায়) প্রদানের মাধ্যমে মূল্যায়নের উদ্দেশ্য স্পষ্ট করুন।

কাজ-গঃ বিভিন্ন ধরনের মূল্যায়ন **সময়ঃ ৪৫ মিনিট**

১. মাইন্ড ম্যাপিং এর মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীদের কাছ থেকে প্রচলিত বিভিন্ন ধরনের মূল্যায়নের নাম জানতে চাইবেন এবং প্রাপ্ত উত্তরগুলো বোর্ডে লিখুন। আলোচনার মাধ্যমে ধারণা স্পষ্ট করুন।
(সম্ভাব্য উত্তরঃ গাঠনিক মূল্যায়ন, সামষ্টিক মূল্যায়ন ইত্যাদি)

২. অংশগ্রহণকারীগণকে পূর্বের ৫টি দলে কাজ করতে বলুন। বিটিপিটি কোর্স সংশ্লিষ্ট মূল্যায়নগুলোকে নীচের ছকে লিপিবদ্ধ করতে বলুন। ছকটি পাওয়ার পয়েন্টে উপস্থাপন করুন। দলগত কাজ পোস্টার পেপারে উপস্থাপন করতে বলুন। সময় নির্ধারণ করে দিন।

প্রাক মূল্যায়ন	গাঠনিক মূল্যায়ন	সামষ্টিক মূল্যায়ন

৩. একটি দলের উপস্থাপনা শেষে অন্যান্য দলের মতামত গ্রহণ করুন। প্রয়োজনে ফিডব্যাক দিন।
৪. আলোচনার মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের মূল্যায়ন সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীগণের ধারণা স্পষ্ট করুন।
৫. কর্মপত্র -২ বিতরণ করুন এবং মনোযোগ সহকারে পড়তে বলুন।
৬. কর্মপত্র -২ পাঠ শেষে ছকের ডানপাশের ব্যাখ্যাগুলোর জন্য উপযুক্ত নাম বামপাশের ঘরে লিখে ছকটি পূরণ করতে বলুন। কয়েকজনের উত্তর শুনুন এবং ফিডব্যাকের মাধ্যমে ধারণা স্পষ্ট করুন।

কর্মপত্র -২

নাম	**তথ্য**
ডায়াগনস্টিক অ্যাসেসমেন্ট (diagnostic assesment)	এই টেস্টের মাধ্যমে শিক্ষার্থী কী জানে বা সেই জানা দিয়ে ভিন্ন পরিবেশে কতটুকু কাজ করতে পারে বা তার কোথায় কোথায় শিখন সমস্যা আছে, সেটি সম্পর্কে শিক্ষক ধারণা পেয়ে থাকেন।
সামষ্টিক মূল্যায়ন (summative assessment)	এই মূল্যায়নের মাধ্যমে একজন শিক্ষার্থী কতটা শিখতে পেরেছে সেটি পরিমাপ করা হয়। এটি একটি টার্ম শেষে বা বছর শেষে নেয়া হয়।
গাঠনিক মূল্যায়ন (formative assessment)	এ ধরনের মূল্যায়ন সারা বছরব্যাপী হয়ে থাকে এবং এখানে শিক্ষার্থীর শিখন সবলতা ও দুর্বলতা খুঁজে বের করে সে অনুযায়ী পরবর্তী ব্যবস্থা নেয়া হয়।
ধারাবাহিকমূল্যায়ন (continuous assessment)	এটি শিক্ষার্থী মূল্যায়নের নিরন্তর প্রক্রিয়া যেখানে গাঠনিক ও সামষ্টিক মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর পারঙ্গমতা, সবলতা, দুর্বলতা চিহ্নিত করা হয় এবং প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীর সক্ষমতা বৃদ্ধি ও তার জন্য করণীয় নির্ধারণ করা হয়।

৭. মূল্যায়ন সম্পর্কে অতিরিক্ত কিছু তথ্য সহায়ক তথ্যে দেওয়া হয়েছে। অংশগ্রহণকারীগণকে এটি এককভাবে নীরবে পাঠ করতে বলুন। পাঠ শেষে তাঁদের কোন প্রশ্ন আছে কিনা জানতে চান। কোন অস্পষ্টতা থাকলে সেটি নিরসন করুন।

অধিবেশনের সারসংক্ষেপ **সময়ঃ০৫ মিনিট**

১. আলোচনার মাধ্যমে অধিবেশনের সারসংক্ষেপ তুলে ধরুন।
২. কয়েকজন অংশগ্রহণকারীর কাছ থেকে জানতে চান।
- মূল্যায়ন কী?
- মূল্যায়ন কেন প্রয়োজন?

৩. গাঠনিক মুল্যায়ন ও সামষ্টিক মূল্যায়ন এর মধ্যে পার্থক্য জিজ্ঞেস করুন।
৪. ধন্যবাদ দিয়ে অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করুন।

সহায়ক তথ্য	অধিবেশন-০২: **মূল্যায়নের ধারণা এবং ধরন**

ক) মূল্যায়নের ধারণা:

শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়ায় মূল্যায়ন হলো একটি প্রক্রিয়া, যার দ্বারা শিক্ষার্থীরা প্রত্যাশিত শিখনফল কতটা ভালোভাবে অর্জন করতে পেরেছে তা নিরূপণ করা বা মাপা যায়। শিক্ষাক্রম অনুযায়ী একজন শিক্ষার্থীর শিখন পারদর্শিতা জানার অন্যতম উপায় হচ্ছে সে সংশ্লিষ্ট শ্রেণির শিখনফল কতটুকু অর্জন করতে পেরেছে তা যাচাই করা। শিক্ষার্থীর শিখনফল যাচাইয়ের এই প্রক্রিয়াকেই মূল্যায়ন বলা হয়। মূল্যায়নের সাথে সম্পর্ক রয়েছে এমন কতিপয় ধারণা নিচের ছকে প্রদত্ত হলো:

শিরোনাম	ব্যাখ্যা
মূল্যায়ন	এটি একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে শিক্ষার্থী, শিখন উপকরণ, শিখন প্রক্রিয়া ইত্যাদির সবলতা, দুর্বলতা ও শিক্ষার্থীর জন্য শিক্ষকের ভবিষ্যৎ করণীয় নির্ধারণ করা হয়। এর মাধ্যমে শ্রেণি বা শ্রেণির বাইরে শিক্ষার্থীর আচরণের পরিমাপ করা হয়ে থাকে।
পরীক্ষা	কোন একটি বিষয়ে একজন শিক্ষার্থীর জ্ঞান ও দক্ষতার বিধিবদ্ধ যাচাই কৌশল। এটি সব সময়েই পেপার-পেন্সিল নির্ভর হয়ে থাকে এবং এর জন্যে একটি ফর্মাল সিচুয়েশনের প্রয়োজন হয়। কখনও কখনও এটি তৃতীয় পক্ষ দ্বারা পরিচালিত হয়। এটি একটি টার্ম শেষে বা বছর শেষে সংঘটিত হয়ে থাকে।
অভীক্ষা	একগুচ্ছ প্রশ্নের সমাহার যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞানের মূল্যায়ন করা হয়। এটি পেপার-পেন্সিল নির্ভর হতে পারে; আবার নাও হতে পারে। ধরা যাক, একজন শিক্ষক গণিতের পরীক্ষা নিচ্ছেন। গণিতের শুদ্ধায়িত প্রশ্নপত্রটি এসেসমেন্টের ভাষায় একটি টেস্ট।
প্রশ্ন	একটি টেস্টে এক বা একাধিক প্রশ্ন বা টেস্ট আইটেম থাকে। একটি টেস্টে যতগুলি আইটেম থাকে তার প্রতিটিই একটি টেস্ট আইটেম।
মূল্যযাচাই	শিক্ষণ ও শিখনে গুণগত ও পরিমাণগত পরিমাপের জন্য নানা ধরনের কৌশল অবলম্বন করা হয়। এটি মূল্যায়নের একটি পদ্ধতি বা কৌশল। যেমন, কুইজ, বাড়ির কাজ, প্রকল্প ইত্যাদি।

খ) মূল্যায়নের উদ্দেশ্য:

মূল্যায়নের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীর শিখন সবলতা/ দুর্বলতা চিহ্নিত করে শিখন উন্নয়নে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা মূল্যায়নের উদ্দেশ্য। (Harris and Hodges, ১৯৯৫)

শিক্ষাক্ষেত্রে সাধারণত মূল্যায়ন করা হয় যেসব কারণে তার কয়েকটি এখানে উল্লেখ করা হল। মূল্যায়নের উদ্দেশ্য হলো-
১. কোন শিক্ষণ-শিখন কার্যাবলি ঠিকমত অগ্রসর হচ্ছে কিনা তা মনিটর বা পরিবীক্ষণ করা।

২. কোন শিক্ষণীয় বিষয়ে শিক্ষার্থীর অগ্রগতি, সাফল্য ও দুর্বলতা জেনে তা প্রতিবিধান বা নিরাময়ের জন্য তাকে পরামর্শ প্রদান করা।

৩. নির্ধারিত শিক্ষাক্রম অনুযায়ী শিক্ষার্থী কী পরিমাণ জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন এবং প্রয়োগ করতে সক্ষম হয়েছে তা নির্ধারণ করা।

৪. কোন কোর্স সমাপ্তির পর শিক্ষার্থীর কৃতিত্ব অনুসারে তাকে সনদপত্র প্রদান বা কোন উচ্চতর শ্রেণীতে প্রমোশন দান।

৫. কোন বিশেষ কাজে কোন শিক্ষার্থী কতটুকু পারদর্শী তা জেনে তাকে ঐ কাজে নিয়োগ করা।

৬. শিক্ষকের শিক্ষণ কার্য কতটুকু ফলপ্রসূ বা কার্যকর তাকে জানতে সহায়তা করা। শিক্ষকের সাফল্য ও ব্যর্থতা নিরূপণ করে, ব্যর্থতা বা দুর্বলতা কাটিয়ে ওঠার জন্য প্রচেষ্টা নিতে সহায়তা করা। প্রয়োজনবোধে শিক্ষণ পদ্ধতির পরিবর্তন ও পুনর্বিন্যাস করা।
৭. শিক্ষার উদ্দেশ্য কতটুকু অর্জিত হল তা জানতে শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের সহায়তা করা এবং শিক্ষা মূল্যায়ন পদ্ধতির উপর জনগণের আগ্রহ ও আস্থা সৃষ্টি করা।
৮. উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির যোগ্যতা নির্ণয়।
৯. শিক্ষাদানের মান নির্ণয় ও শিক্ষকের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হতে সহায়তা করা।
১০. শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যপুস্তকের ক্রমোন্নয়নে সহায়তাদান।
১১. শিক্ষার্থীর কৃতিত্বের মান নির্ধারণের মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মান নির্ণয় এবং দুর্বল প্রতিষ্ঠানগুলোর মান উন্নয়নের প্রচেষ্টা নেওয়া।
১২. বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এবং এসব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের মানের তুলনাকরণ।

গ) বিভিন্ন ধরনের মূল্যায়ন:

কর্মপত্র-০২

নাম	তথ্য
	এই টেস্টের মাধ্যমে শিক্ষার্থী কী জানে বা সেই জানা দিয়ে ভিন্ন পরিবেশে কতটুকু কাজ করতে পারে বা তার কোথায় কোথায় শিখন সমস্যা আছে, সেটি সম্পর্কে শিক্ষক ধারণা পেয়ে থাকেন।
	এই মূল্যায়নের মাধ্যমে একজন শিক্ষার্থী কতটা শিখতে পেরেছে সেটি পরিমাপ করা হয়। এটি একটি টার্ম শেষে বা বছর শেষে নেওয়া হয়।
	এ ধরনের মূল্যায়ন সারা বছরব্যাপী হয়ে থাকে এবং এখানে শিক্ষার্থীর শিখন সবলতা ও দুর্বলতা খুঁজে বের করে সে অনুযায়ী পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়া হয়।
	এটি শিক্ষার্থী মূল্যায়নের নিরন্তর প্রক্রিয়া যেখানে গাঠনিক ও সামষ্টিক মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর পারঙ্গমতা, সবলতা, দুর্বলতা চিহ্নিত করা হয় এবং প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীর সক্ষমতা বৃদ্ধি ও তার জন্য করণীয় নির্ধারণ করা হয়।

বিভিন্ন ধরনের মূল্যায়নঃ

- **উদ্দেশ্য ও সময়কাল এর ভিত্তিতে মূল্যায়ন-**

ক) প্রারম্ভিক মূল্যায়ন (Pre-assessment / Diagnostic Assessment) –
মূলত পাঠ শুরু হওয়ার আগে শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান ও দক্ষতা বোঝার জন্যই প্রারম্ভিক মূল্যায়ন করা হয়।
উদাহরণ বেসলাইন মূল্যায়ন, ভর্তি পরীক্ষা, পূর্ব অভিজ্ঞতা যাচাইয়ের প্রশ্নাবলি।

খ) গাঠনিক মূল্যায়ন (Formative Assessment)
শেখার অগ্রগতি নিরীক্ষণ ও প্রয়োজন অনুযায়ী সহায়তা দেওয়ার উদ্দেশ্যে পাঠের পূর্বে, পাঠ চলাকালীন এবং পাঠ শেষে করা হয় এবং প্রয়োজনীয় ফিডব্যাকের মাধ্যমে শিখন সম্পন্ন করা হয়। বিদ্যালয়ে শ্রেণি কার্যক্রম (শ্রেণিকক্ষ ও শ্রেণিকক্ষের বাহিরে) চলাকালীন করা হয়। প্রতিটি শিক্ষার্থীর নির্ধারিত জ্ঞান, দক্ষতা এবং দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ অর্জনের

জন্য তাকে সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে গাঠনিক মূল্যায়ন একটি অপরিহার্য কৌশল হিসেবে সর্বজন স্বীকৃত। গাঠনিক মূল্যায়ন একটি চলমান প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে শিক্ষক লিখিত, মৌখিক ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্রতিনিয়ত শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রগতি সম্পর্কে ধারণা পান তেমনি শিক্ষক নিজেরও শিখন শেখানো পদ্ধতির উন্নয়ন ঘটাতে পারেন। এটি শ্রেণিকক্ষ ও শ্রেণিকক্ষের বাহিরে শিখন শেখানো প্রক্রিয়া চলাকালীন একাডেমিক বছরের প্রায় সম্পূর্ণ সময় ধরে পরিচালিত হয়। তবে এটা কোর্স বা অ্যাকাডেমিক বছরের শেষে অনুষ্ঠিত হয় না। গাঠনিক মূল্যায়নের কয়েকটি কৌশলঃ পর্যবেক্ষণ, ক্লাস টেস্ট, মৌখিক প্রশ্নোত্তর, হোমওয়ার্ক যাচাই, অর্পিত কাজ, টার্ম পেপার, কুইজ, দৈনন্দিন উপস্থিতি বা ক্লাসের হাজিরা, শিক্ষার্থীদের ডায়রি লিখন, এনেকডোটাল রেকর্ড বা শিক্ষার্থীর বিশেষ বিশেষ কৃতকার্যের বিবরণের রেকর্ড, রেটিং স্কেল ও চেকলিষ্ট ব্যবহার।

গ) সামষ্টিক মূল্যায়ন (Summative Assessment)

সাধারণভাবে কোনো কাজের শেষে ওই কাজের সামগ্রিক ফলাফল, এর প্রভাব ও অর্জিত লক্ষ্যমাত্রা নির্ণয়ের জন্য যে মূল্যায়ন করা হয় তাই সামষ্টিক মূল্যায়ন। সামষ্টিক মূল্যায়ন একটি নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর ব্যবহার করা হয় । যেমনঃ বাংলাদেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রথম, দ্বিতীয় সাময়িক (তিন/চার মাস পর পর) এবং বছরের শেষে যে মূল্যায়ন অনুষ্ঠিত হতো সেটি সামষ্টিক মূল্যায়ন। সাধারণভাবে কোনো কোর্স, ইউনিট, অধ্যায়, সেমিস্টার বা টার্মের শেষে এই মূল্যায়ন অনুষ্ঠিত হয়। উদাহরণ: বার্ষিক পরীক্ষা, সমাপনী পরীক্ষা ,প্রকল্প উপস্থাপন, ফাইনাল রিপোর্ট।

- **কৌশলগত দিক থেকে মূল্যায়ন-**

ক) লিখিত মূল্যায়ন (Written Assesment)

এ ধরনের মূল্যায়নে শিক্ষার্থীকে যে সব প্রশ্ন করা হয়, শিক্ষার্থী সে সব প্রশ্নের উত্তর নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে লিখিতভাবে উপস্থাপন করে। পরে পরীক্ষক উত্তরপত্র যাচাই করে মান নির্ধারণ করেন। লিখিত মূল্যায়ন আবার দুই ধরনের হয়, রচনামূলক অভীক্ষা এবং নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষা।

খ) মৌখিক মূল্যায়ন (Oral Assesment)

এই ধরনের মূল্যায়নে পরীক্ষক পরীক্ষার্থীকে সামনা সামনি প্রশ্ন করেন। শিক্ষার্থীর উপস্থিত বুদ্ধি, বাচনভঙ্গি, উচ্চারণ ইত্যাদি যাচাই করা হয়।

গ) ব্যবহারিক মূল্যায়ন (Practical Assesment)

এ ধরনের মূল্যায়নে শিক্ষার্থীকে নির্দিষ্ট সময়ে কোনো কাজ সম্পাদন করতে দেয়া হয়। শিক্ষার্থী সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ করে কাজটি সম্পাদন করে কিনা পরীক্ষক তা পর্যবেক্ষণ করে তাৎক্ষণিকভাবে তার মূল্যায়ন করেন।

মুল্যায়ন এর আরও কয়েকটি ধরনঃ

- আত্নমূল্যায়ন (Self-assessment)
  - শিক্ষার্থীরা নিজের শেখা ও উন্নয়ন নিজেই মূল্যায়ন করে।
- সহপাঠী মূল্যায়ন (Peer-assessment)
  - শিক্ষার্থীরা একে অপরের কাজ মূল্যায়ন করে।
- নিরীক্ষণমূলক মূল্যায়ন (Criterion-referenced Assessment)
  - নির্দিষ্ট মানদন্ড বা লক্ষ্য অনুযায়ী শিক্ষার্থীর সাফল্য নির্ধারণ করা হয়।
    উদাহরণ: জাতীয় শিক্ষাক্রমে নির্ধারিত মানদন্ড অনুযায়ী মূল্যায়ন।
- মানসম্পন্ন ভিত্তিক মূল্যায়ন (Norm-referenced Assessment)
  - শিক্ষার্থীর সাফল্যকে অন্যদের সঙ্গে তুলনা করে নির্ধারণ করা হয়।
    উদাহরণ: প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা, মেধা তালিকা।
- প্রকল্পভিত্তিক মূল্যায়ন (Project-based Assessment)

- শিক্ষার্থীদের বাস্তব-ভিত্তিক বা দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্পে কাজের ভিত্তিতে মূল্যায়ন।
- পোর্টফোলিও মূল্যায়ন (Portfolio Assessment)
  - শিক্ষার্থীর নির্দিষ্ট সময় ধরে সংগৃহীত কাজের সংকলন বিশ্লেষণ করে মূল্যায়ন।
- অথেন্টিক মূল্যায়ন (Authentic/Performance-based Assessment)
  বাস্তব জীবনের মতো পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থীদের জ্ঞান ও দক্ষতা প্রয়োগের ভিত্তিতে মূল্যায়ন।
  উদাহরণ: ভূমিকাভিনয় (Role-play), উপস্থাপনা, বাস্তব সমস্যা সমাধান।
- মনস্তাত্ত্বিক মূল্যায়ন – শিক্ষার্থীর মনোভাব, আগ্রহ, ও মানসিক অবস্থা মূল্যায়নে ব্যবহৃত।
- দক্ষতা মূল্যায়ন (Skill-based Assessment) – ভাষা, গণিত, বা প্রযুক্তি ব্যবহার দক্ষতার উপর ভিত্তি করে।
- শেখার স্টাইল মূল্যায়ন (Learning style assessment) – কোন ধরনের পদ্ধতিতে শিক্ষার্থী ভালো শেখে তা নির্ধারণ।
- পর্যবেক্ষণমূলক মূল্যায়ন (Observation-based Assessment)
  - উদাহরণ: প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন।

মূল্যায়নে ব্যবহৃত কয়েকটি প্রচলিত টার্মঃ

- Assessment for Learning
- Assessment of Learning
- Assessment as Learning

Assessment for Learning

এটি মূলত শিক্ষার্থীর সারা বছর ব্যাপী চলমান শিখনের মূল্যায়ন। এটি প্রতিটি ক্লাসে হতে পারে, প্রতিটি অধ্যায় এর জন্য হতে পারে। শিক্ষক মূলত শিক্ষার্থীর শিখনের অবস্থান জেনে তাদের জন্য প্রয়োজনীয় ফিডব্যাক দেবার উদ্দেশ্যে এই জাতীয় মূল্যায়ন করেন। অর্থাৎ শিক্ষার্থীর কেমন উন্নতি হচ্ছে আর কোথায় ঘাটতি আছে সেগুলো নির্ধারণ করে তার প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করার জন্য গাঠনিক মূল্যায়ন করা হয়। যেমন- প্রতিদিন শ্রেণি পাঠদান শেষে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের যে মূল্যায়ন করেন।

Assessment of Learning

Assessment of Learning টার্মটি সামষ্টিক মূল্যায়ন এর সমার্থক। সামষ্টিক মূল্যায়ন বলতে ফরমাল সেটিং এ একটি নির্দিষ্ট সময় শেষে পূর্ব ঘোষিত সিলেবাস অনুসারে গৃহীত মুল্যায়নকে বুঝায়। শিক্ষক শিক্ষার্থীর পারদর্শিতা পরিমাপ করার উদ্দেশ্যে এ ধরনের মূল্যায়ন পরিচালনা করেন । বছর শেষে অন্য ক্লাসে উন্নয়নের জন্য বা সার্টিফিকেট প্রদানের জন্য এ জাতীয় মূল্যায়ন করা হয়।

যেমন - ষাণ্মাসিক, বা বার্ষিক পরীক্ষা যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের উপরের শ্রেণিতে গমন উপযোগী কিনা তা যাচাই করা হয়।

Assessment as Learning

শিক্ষার্থী যখন নিজেই নিজের মূল্যায়নকারী হিসেবে কাজ করেন তখন সেটিকে শিক্ষার্থীর স্ব-মুল্যায়ন বলে। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থী তার নিজের শিখনের অবস্থান তদারকি করতে সক্ষম হয় এবং পরবর্তীতে সে অনুযায়ী শিখনের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে। নিজের অবস্থা অনুধাবন করে সঠিক লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য করণীয় নির্ধারণ শিক্ষার্থী নিজে নিজে করতে পারে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ধরা যাক কোন শিক্ষার্থী গনিতে কাঁচা। সে নিজে নিজেই চিন্তা করল কেন সে গণিতে কাঁচা? তখন সে নিজের গণিত পারদর্শিতা মূল্যায়ন করে হয়ত বুঝতে পারলো, সে গণিতের সূত্র মুখস্থ রাখতে পারছে না, তাই সে সূত্র সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান করতে পারছে না। তাহলে এটি ঐ শিক্ষার্থীর জন্য স্ব-মুল্যায়ন বা (Assessment as Learning) সেক্ষেত্রে পরবর্তীতে সে সূত্র মুখস্ত করার জন্য চেষ্টা করে এবং সূত্র মুখস্থ করে সূত্র সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানে সক্ষম হতে পারে।

অধিবেশন-৩	**শিখনক্ষেত্রসমূহ**

শিখনফল: এ অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

ক. শিখনক্ষেত্রসমূহের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;

খ. বুদ্ধিবৃত্তিক শিখনক্ষেত্র ও উপক্ষেত্রসমূহ উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন;

গ. মূল্যায়নে বুদ্ধিবৃত্তিক শিখনক্ষেত্রের বিভিন্ন উপক্ষেত্রের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

সময়: ১.৩০ ঘন্টা

পদ্ধতি ও কৌশল: জোড়ায় কাজ, দলগত কাজ, প্রদর্শন, নীরব পাঠ, প্রশ্নোত্তর ও আলোচনা।

উপকরণ: পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইড, পোস্টার পেপার ও অন্যান্য:

কার্যাবলির বিবরণ

কাজ-কঃ শিখনক্ষেত্রের ধারণা **সময়: ২০ মিনিট**

১. প্রশিক্ষণার্থীদের শুভেচ্ছা জানিয়ে অধিবেশন শুরু করুন এবং অধিবেশনের প্রত্যাশিত শিখনফল মাল্টিমিডিয়ায় প্রদর্শন করুন।

২. ‘শিক্ষার্থীরা কীভাবে শেখে?’ অংশগ্রহণকারীগণকে এই প্রশ্নের ৫টি করে উত্তর খাতায় লিখতে বলুন।

৩. অংশগ্রহণকারীরগণের উত্তরগুলোকে একত্রিত করে একজন অংশগ্রহণকারী দ্বারা বোর্ডে একটি তালিকা তৈরি করতে বলুন।

৪. নিচের তিনটি ছবি প্রদর্শন করুন। কোন ছবির সাথে বোর্ডে লিখিত কোন কোন ধরনের শিখন সম্পর্কিত তা অংশগ্রহণকারীরগণের সহায়তায় চিহ্নিত করুন।

Head	Heart	Hand

৫. শিখনের উদ্দেশ্যভিত্তিক শিখন ক্ষেত্রগুলোর সাথে শেখার ধরনের বিভিন্নতার সংযোগ স্থাপন করুন। আলোচনার সূত্র ধরে পিপিটি এর মাধ্যমে সহায়ক তথ্যের সাহায্যে শিখনক্ষেত্রসমূহের ধারণা স্পষ্ট করুন।

কাজ-খঃ বুদ্ধিবৃত্তিক শিখনক্ষেত্রের উপক্ষেত্রসমূহ **সময়: ৪৫ মিনিট**

১. মাল্টিমিডিয়ার সাহায্যে নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলো উপস্থাপন করুন। জোড়ায় আলোচনা করে প্রদর্শিত প্রশ্নগুলোর উত্তর নোটবুকে লিখতে বলুন।

- বুদ্ধিবৃত্তিক শিখনক্ষেত্র বলতে কী বোঝায়?
- বুদ্ধিবৃত্তিক শিখনক্ষেত্রের উপক্ষেত্র কয়টি ও কী কী?

কয়েকটি উত্তর শুনুন। এরপর প্রয়োজনে সম্ভাব্য উত্তর ও সহায়ক তথ্যের আলোকে আলোচনার মাধ্যমে বিষয়টি স্পষ্ট করুন। **সম্ভাব্য উত্তর:**

- বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষেত্রের উৎস হচ্ছে মস্তিষ্ক। মানুষ বিভিন্ন উৎস থেকে (যেমন- বই/পত্রিকা পড়ে, সিনেমা/নাটক দেখে, কোনো অনুষ্ঠান বা আলোচনা শুনে) নিজের মধ্যে যে জ্ঞানমূলক দক্ষতা তৈরি করে তাকে বুদ্ধিবৃত্তিক শিখনক্ষেত্র বা চিন্তন দক্ষতার ক্ষেত্র বলে।
- ৬টি উপক্ষেত্র- জ্ঞান, অনুধাবন, প্রয়োগ, বিশ্লেষণ, সংশ্লেষণ এবং মূল্যায়ন

২. প্রশিক্ষণার্থীদের তথ্যপত্রের **“খ” অংশের** বুদ্ধিবৃত্তিক শিক্ষনক্ষেত্র এবং এর উপক্ষেত্র নীরবে পাঠ করতে বলুন ও পড়া শেষে নিচের প্রশ্নগুলো করুনঃ

- বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষেত্রের উৎস কি?
- বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষেত্রের ভিত্তি স্তর কোনটি?

৩. ৪/৫ জনের উত্তর শুনুন। ব্লুম-এর ট্যাক্সোনমির পরিমার্জনের ক্ষেত্রগুলো সম্পর্কে জানতে চান। পরিমার্জনগুলো পিপিটির মাধ্যমে উপস্থাপন করুন ।

৪. অংশগ্রহণকারীগণকে ৫টি দলে ভাগ করে সহায়ক তথ্যে প্রদত্ত কেসস্টাডির হার্ডকপি প্রদান করুন।

৫. প্রদত্ত কেস এর আলোকে জ্ঞান, অনুধাবন, প্রয়োগ, বিশ্লেষণ, সংশ্লেষণ এবং মূল্যায়ন উপক্ষেত্র সংশ্লিষ্ট ১টি করে প্রশ্ন তৈরি করতে বলুন।

৬. দলগত উপস্থাপনা শেষে আলোচনার মাধ্যমে স্পষ্ট ধারণা গঠনে সহায়তা প্রদান করুন।

কাজ-গ: শিক্ষার্থী মূল্যায়নে বুদ্ধিবৃত্তিক উপক্ষেত্রসমূহের প্রয়োজনীয়তা **সময়: ২০ মিনিট**

১. অংশগ্রহণকারীদের পূর্বের ৫টি দলে নিচের কাজটি করতে দিন।

"শিক্ষার্থীদের অগ্রগতি যাচাই করার জন্য এই উপক্ষেত্রসমূহ জানা কেন প্রয়োজন?"

২. দলগত কাজ পর্যবেক্ষণ করুন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করুন।

৩. দলগত কাজ উপস্থাপনা শেষে তথ্যপত্রের সাহায্যে বিষয়টি স্পষ্ট করুন এবং প্রয়োজনে ফিডব্যাক দিন।

অধিবেশনের সারসংক্ষেপ সময়: ০৫ মিনিট

৩. এই অধিবেশন শেষে অর্জিত ধারণাগুলোর তালিকা করতে বলুন।

৪. ফিডব্যাক নিন এবং শিখনফলের সাথে মিলিয়ে দেখুন।

৫. ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে অধিবেশন সমাপ্ত করুন।

সহায়ক তথ্য	**অধিবেশন-৩: মূল্যায়নের ক্ষেত্র এবং উপক্ষেত্র (বুদ্ধিভিত্তিক)**

ক) শিখনক্ষেত্রের ধারণা

ব্রিটিশ শিক্ষাবিদ বেঞ্জামিন স্যামুয়েল ব্লুম (Benjamin Samuel Bloom) এবং তাঁর সহকর্মীরা ব্যক্তি কীভাবে শেখে সে বিষয়ে দীর্ঘদিন গবেষণা করেন। তাঁদের মতে ব্যক্তি যেভাবে শেখে তা নির্ধারণ করা অত্যন্ত কঠিন কাজ। তবে শিখনের উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্যবস্তু (Objectives and Goal) নির্ধারণ করা গেলে তার পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তির শিখন পারদর্শিতা (Performance) পরিমাপ করা সম্ভব। বিষয়টির ওপর বেঞ্জামিন স্যামুয়েল ব্লুম ১৯৫৬ সালে 'Taxonomy of Education Objectives' নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তাঁর মতে একটি বিষয়বস্তু থেকে শিক্ষার্থী শুধু জ্ঞানই অর্জন করে না বরং ঐ জ্ঞান সংশ্লিষ্ট আরও অনেক দক্ষতা অর্জন করে থাকে। শিখন শেখানো প্রক্রিয়ায় (Teaching learning process) শিখনের উদ্দেশ্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে শিক্ষকদের এই বহুমুখী দক্ষতাগুলো বিবেচনা করা অপরিহার্য। ব্লুম শিক্ষার্থীদের এই দক্ষতাগুলোকে শিখনের ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচনা করেন। শিক্ষা বিজ্ঞানী বেঞ্জামিন ব্লুম এর গ্রন্থে শিক্ষার্থীর শিখনকে তিনটি ক্ষেত্রে (Domain) ভাগ করেছেন।

১. বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষেত্র (Cognative Domain)

২. আবেগীয় ক্ষেত্র (Affective Domain)

৩. মনোপেশিজ ক্ষেত্র (Psychomotor Domain)

১. বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষেত্র (Cognitive Domain): এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর জ্ঞান ও সামর্থ্য অর্জনের ওপর জোর দেয়া হয় যাতে স্মরণ, চিন্তন এবং যুক্তি প্রক্রিয়ার প্রয়োজন হয়।

২. আবেগীয় ক্ষেত্র (Affective Domain): এক্ষেত্রে উপলব্ধি, আবেগ, আগ্রহ, দৃষ্টিভঙ্গি, মনোভাব ও অনুধাবন পরিস্থিতির ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়।

৩. মনোপেশিজ ক্ষেত্র (Psychomotor Domain): এক্ষেত্রে মন, পেশি সঞ্চালনী শৈলী ও অনুধাবন প্রক্রিয়ার ওপর জোর দেয়া হয়।

খ) বুদ্ধিবৃত্তিক শিখনক্ষেত্রের উপক্ষেত্রসমূহ

বুদ্ধিবৃত্তিক/চিন্তন দক্ষতার ক্ষেত্র (Cognitive Domain): জ্ঞান এবং এর বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা বুদ্ধিবৃত্তিক/ চিন্তন ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত। বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষেত্রের উৎস হচ্ছে মস্তিষ্ক। বিভিন্ন উৎস থেকে যেমন: মানুষ বই/পত্রিকা

পড়ে, সিনেমা-নাটক দেখে, কোনো অনুষ্ঠান বা আলোচনা শুনে নিজের মধ্যে যে জ্ঞানমূলক দক্ষতা তৈরি করে তাকে বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষেত্র বা চিন্তন দক্ষতার ক্ষেত্র বলে।

জ্ঞান: এটি হলো বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষেত্রের ভিত্তি স্তর। এর অর্থ হচ্ছে পূর্বে জানা কোনো কিছু স্মরণ করা। এর মধ্যে যে সব বিষয় অন্তর্ভুক্ত সেগুলো হলো: সাধারণ শব্দসমূহ, বিশেষ তথ্য, তত্ত্ব, পদ্ধতি, প্রক্রিয়া, ধারণা এবং নীতিমালা ইত্যাদি স্মরণ করা বা চিনতে পারা। জ্ঞান স্তরের প্রশ্নের উত্তর সরাসরি পাঠ্যপুস্তকে পাওয়া যায়। এই স্তরটি শিক্ষার্থী মুখস্থ করে অর্জন করে। যেমন:- কবিতা বা ছড়া মুখস্থ বলতে পারা, কবির নাম, লেখকের নাম, জন্ম তারিখ, গড় নির্ণয়ের সূত্র মনে রাখা হলো জ্ঞান।

অনুধাবন: অনুধাবন হলো কোনো বিষয়ের অর্থ বোঝার দক্ষতা। তা হতে পারে তথ্য, নীতি, সূত্র, নিয়ম, পদ্ধতি, প্রক্রিয়া ইত্যাদি বুঝতে পারা। বুঝতে পারলে নিজের ভাষায় ব্যাখ্যা করা যায়, যা লিখিত বা মৌখিকভাবে বা প্রতীক, গ্রাফ, সারণি ও চিত্রের সাহায্যে উপস্থাপন করা সম্ভব হয়।

প্রয়োগ: পূর্বের শেখা বিষয়কে নতুন কোনো পরিস্থিতিতে ব্যবহার করার দক্ষতাকে বলা হয় প্রয়োগ। তথ্য, তত্ত্ব, নীতি, সূত্র, নিয়ম, পদ্ধতি, ধারণা, বিধি ইত্যাদি নতুন পরিস্থিতিতে ব্যবহার করতে পারাই হলো প্রয়োগ। এ স্তরে অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে চার্ট ও গ্রাফ তৈরি করা।

বিশ্লেষণ: কোনো সমগ্র বস্তু বা ধারণাকে বিভিন্ন অংশে পৃথক করা বা ভেঙে ফেলার প্রক্রিয়াকে বিশ্লেষণ বলে। চিন্তন দক্ষতার এ স্তরে বিভাজিত অংশগুলোকে শনাক্ত করা, তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয় করা, তুলনা করা, পার্থক্য করা এবং যুক্তিসহ ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করার সক্ষমতা তৈরি হয়।

সংশ্লেষণ: সংশ্লেষণ হলো বিশ্লেষণের ঠিক বিপরীত প্রক্রিয়া। কোনো বস্তুর পৃথককৃত অংশগুলোকে একত্রিত করে বস্তুটির সমগ্র রূপদান করার ক্ষমতা হলো সংশ্লেষণ। এটি একটি যৌক্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া এবং একটি সৃজনশীল ধারণা।

মূল্যায়ন: মূল্যায়ন হলো সমগ্র বিষয়ের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ, ব্যক্তিক বা নৈর্ব্যক্তিক ধারণা, সমাধান পদ্ধতি, উপকরণ ব্যবহার ও অন্যান্য বিষয়ের মূল্যমান বিচার ও যৌক্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

ব্লুম-এর ট্যাক্সোনমির পরিমার্জিত রূপ (Revised Bloom Taxonomy)

ব্লুমের প্রাক্তন কিছু শিক্ষার্থী এবং শিক্ষা বিশেষজ্ঞগণ সম্মিলিতভাবে ২০০১ সালে ব্লুমের শ্রেণিবিন্যাসের পরিমার্জন করে এর নামকরণ করেন ‘A Taxonomy for Teaching ,Learning and Assessment’। শিখন উদ্দেশ্যের শ্রেণিবিন্যাসকে একুশ শতকের উপযোগী করে বিন্যস্ত এবং পারিভাষিক শব্দ (Terminology) সহ গঠনগত দিকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনয়ন করা হয়। এই সংস্করণে শিক্ষার্থীদের জ্ঞান পরিমাপের জন্য ‘বিশেষ্য’ (Noun)-এর পরিবর্তে ‘ক্রিয়াবাচক শব্দ’ (Action word) বা ‘ক্রিয়াপদ’ (verb) ব্যবহারের রীতি প্রণয়ন করা হয়। এছাড়া বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষেত্রের তিনটি উপক্ষেত্রের নাম এবং শেষ দু’টি উপক্ষেত্রের বিন্যাসে পরিবর্তন করা হয়।

পরিমার্জিত এই শ্রেণিবিন্যাসে শিখন প্রক্রিয়ার ওপর অধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়। পূর্বের ন্যায় শিখনক্ষেত্রের পরিমার্জিত শ্রেণিবিন্যাসের পর্যায়গুলোও নিম্নতর স্তর হতে উচ্চতর স্তর পর্যন্ত পর্যায়ক্রমিকভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছে।

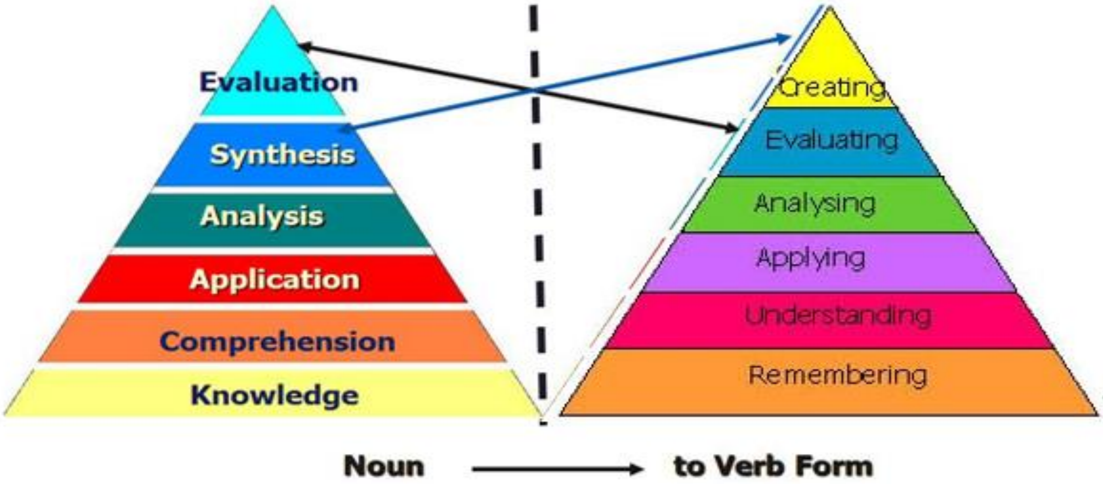

১. স্মরণ বা মনে রাখা (Remember): স্মৃতি থেকে কোনো বিষয় মনে করা, চিনতে পারা বা স্মরণ করা।
২. বুঝতে পারা (Understand): ব্যাখ্যা, উদাহরণ, শ্রেণিকরণ, সারসংক্ষেপকরণ, অনুমান বা তুলনার মাধ্যমে মৌখিক বা লিখিতভাবে কোনো বিষয়ের অর্থ গঠন করা।
৩. প্রয়োগ করা (Apply): প্রাপ্ত তথ্য বা অর্জিত জ্ঞানকে কোনো নতুন পন্থায় বা নতুন পরিস্থিতিতে ব্যবহার করা বা সাদৃশ্যপূর্ণ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা।
৪. বিশ্লেষণ করা (Analyze): কোনো বিষয়কে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে অর্থপূর্ণভাবে বিভক্ত করা এবং অংশগুলো কীভাবে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত তা পার্থক্যকরণ বা সংগঠনের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা।
৫. মূল্যায়ন করা (Evaluate): নির্দিষ্ট মানদন্ড বা আদর্শের ভিত্তিতে পরীক্ষণ-নিরীক্ষণ এবং সমালোচনার মাধ্যমে কোনো বিষয়ের মূল্য যাচাই করা।
৬. সৃজন করা (Create): পরস্পর সম্পর্কযুক্ত বিভিন্ন ধারণা বা উপাদান একত্রিত করার মাধ্যমে কোনো ধারণার সামগ্রিক রূপ দেওয়া, অর্জিত জ্ঞানের সমন্বয়ে নতুন জ্ঞান বা ধারণার সৃষ্টি, কোনো নতুন উৎপাদন বা সামগ্রীর ডিজাইন করা এবং সমস্যা সমাধানের জন্য নতুন প্রস্তাব/সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

কেসস্টাডি:

সাবিহা পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ে। তারা পলাশপুর গ্রামে থাকে। সে তার ছোট ভাই তমালকে খুব ভালোবাসে। প্রতিদিন সে বিদ্যালয় থেকে ফিরে তার ভাইয়ের সাথে খেলা করে। আজ বিদ্যালয় থেকে ফিরে দেখে তার ভাই ডায়রিয়া আক্রান্ত হয়ে শুয়ে আছে। একটু পর পর টয়লেটে যাচ্ছে। তার মা দিশেহারা হয়ে এদিক সেদিক করছে। সে তার মাকে জিজ্ঞাসা করে জানলো যে তমাল সকালে নাস্তা করার পর কাঠি আইসক্রীম খেয়েছে। সাবিহা তার মাকে ডায়রিয়া হওয়ার কারণ বুঝিয়ে বলল যা সে গত ক্লাসে শিখেছে। ডায়রিয়া হলে কী কী করতে হবে তাও মাকে বুঝিয়ে বলল। তার ধারণা কাঠি আইসক্রীম যে পানি দিয়ে তৈরি তা হয়ত বিশুদ্ধ পানি ছিল না। এছাড়া তারা প্রায়ই বিভিন্ন উৎসের পানি সরাসরি পান করে। এসব কারণেই তমাল ডায়রিয়া আক্রান্ত হয়েছে।

সে তার মাকে জিজ্ঞেস করল যে বাড়িতে চিনি আছে কিনা। বাড়িতে চিনি থাকায় সে চিনি, পানি ও লবণ দিয়ে স্যালাইন তৈরি করে ভাইকে খাওয়ালো। একটু পর পর সে তার ভাইকে ঘরে তৈরি এই স্যালাইন খাওয়ালো। তার মা অবাক হয়ে দেখলেন যে কয়েক ঘন্টার মধ্যেই তমাল উঠে বসেছে। মা তাদেরকে জানালো যে এখন থেকে তিনি পানি ফুটানোর ব্যবস্থা করবেন। তমাল তার বোনকে জানালো যে এখন থেকে সে হাত ধুয়ে খাবার খাবে আর বাইরের খাবার খাবে না।

গ) শিক্ষার্থী মূল্যায়নে বিভিন্ন উপক্ষেত্র সম্পর্কে ধারণা লাভের প্রয়োজনীয়তা ও উপক্ষেত্রভিত্তিক অভীক্ষা পদ প্রণয়নের গুরুত্ব:

শিক্ষার্থী মূল্যায়নে শিক্ষকের চিন্তন ক্ষেত্রের বিভিন্ন উপক্ষেত্র সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন। বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি শিশু পাঠ্যবই বা অন্যকোনো শিখন উৎস থেকে কোনো কিছু মুখস্থ করে, বুঝে পড়ে এবং কোনো ধারণা, তত্ত্ব, পদ্ধতি, প্রক্রিয়া প্রভৃতি নিজের মতো করে ব্যাখ্যা করে। আবার কোনো ধারণা, তত্ত্ব, সূত্র, পদ্ধতি, প্রক্রিয়ার জ্ঞান বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে। কখনো বা প্রয়োজনে এগুলোকে বিশ্লেষণ করে। বিশ্লেষণী বিষয়কে সারসংক্ষেপ করে এবং ভাল-মন্দ বিচার করে মূল্যায়ন করে। এই কাজগুলো সব মস্তিষ্কপ্রসূত কাজ। শিক্ষার্থী শিখনকালীন সময়ে কোনটি স্মৃতিতে ধরে রাখে, কোনটি বুঝে পড়ে ও লিখিত আকারে প্রকাশ করে, কোনটি বুঝতে পারলে বাস্তবজীবনের সাথে মিলিয়ে প্রয়োগ করতে পারে। আবার কোনটির বিস্তৃত বর্ণনা থেকে সারসংক্ষেপ করে এবং কোনটি বিস্তৃত বর্ণনা থেকে ভালো ও মন্দ বিচার করে সিদ্ধান্ত প্রদান করতে পারে। এসবগুলোই বুদ্ধিবৃত্তিক শিখনক্ষেত্রের সাথে ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কিত। কাজেই বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষেত্রের বিভিন্ন উপক্ষেত্র সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভের মাধ্যমে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের অগ্রগতি যাচাইয়ে যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে পারবেন। শিক্ষার্থীভেদে যোগ্যতা পরিমাপের জন্য উপযুক্ত পদ্ধতি ও কৌশল নির্বাচন করতে পারবেন। শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনায় শিক্ষক বিভিন্ন উপক্ষেত্রভিত্তিক দক্ষতার আলোকে শিক্ষার্থী মূল্যায়নে পারদর্শী হয়ে উঠবেন। বিভিন্ন উপক্ষেত্রভিত্তিক অভীক্ষাপদ প্রণয়নের সক্ষমতা অর্জন করবেন।

অধিবেশন-৪	**অভীক্ষা ও অভীক্ষার ধরন**

শিখনফল: এ অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

ক. অভীক্ষার ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
খ. সু-অভীক্ষার বৈশিষ্ট্য বলতে পারবেন;
গ. বিভিন্ন ধরনের অভীক্ষার ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
ঘ. বিভিন্ন ধরনের অভীক্ষার সুবিধা এবং অসুবিধা বলতে পারবেন।

সময়: ১.৩০ মিনিট

পদ্ধতি ও কৌশল: প্রশ্নোত্তর, দলগত কাজ, আলোচনা ও অভিজ্ঞতা বিনিময়।
উপকরণ: পোস্টার পেপার, মার্কার ও মাল্টিমিডিয়া ।

কার্যাবলির বিবরণ

কাজ-ক: অভীক্ষার ধারণা **সময়: ১০ মিনিট**

১. অংশগ্রহণকারীগণকে শুভেচ্ছা জানিয়ে অধিবেশনের শিখনফল সম্পর্কে অবগত করুন।
২. বোর্ডে লিখুন, "আমরা সাধারণত শিক্ষার্থীদের শিখন অগ্রগতি কীভাবে মূল্যায়ন করি?"
৩. অংশগ্রহণকারীগণের উত্তরগুলো বোর্ডে লিখুন এবং সম্ভাব্য উত্তরের সাথে মিলিয়ে নিন।

সম্ভাব্য উত্তর - মৌখিকভাবে বলতে দিয়ে, কোনো কাজ করতে দিয়ে, ব্যবহারিক কাজ দিয়ে, প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে উত্তর লিখতে দিয়ে প্রভৃতি।

৪. তাদের উত্তরগুলো থেকে প্রত্যাশিত উত্তর 'অভীক্ষা' এই শব্দটি বেছে নিন।
৫. এবারে প্রশ্ন করুন- 'অভীক্ষা কী?' অংশগ্রহণকারীগণের কাছ থেকে তাদের উত্তর জেনে নিন এবং বোর্ডে লিখুন।

সম্ভাব্য উত্তর - যা দিয়ে পরীক্ষা নেওয়া হয়/ শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে যা দিয়ে জানতে চাওয়া হয়।

৬. অংশগ্রহণকারীগণের উত্তর নিয়ে আলোচনা শেষে স্লাইড প্রদর্শনের মাধ্যমে ধারণা স্পস্ট করুন।

কাজ-খ: সু-অভীক্ষার বৈশিষ্ট্য **সময়: ২৫ মিনিট**

১. "সু-অভীক্ষার বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী?" অংশগ্রহণকারীদের কাছে জানতে চান।
২. কয়েকজনের উত্তর শুনুন ও বোর্ডে লিখুন।
৩. অংশগ্রহণকারীগণকে ৫টি দলে বিভক্ত করে সু-অভীক্ষার কর্মপত্র-১ সরবরাহ করুন।
৪. এবার অংশগ্রহণকারীগণকে কর্মপত্রের ডানপাশের প্রদত্ত বিবরণের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সু-অভীক্ষার বৈশিষ্ট্যসমূহ মিল করতে বলুন।
৫. লটারির ভিত্তিতে একটি দলকে দলগত কাজ উপস্থাপন করতে বলুন এবং অন্য দলগুলোকে তা মিলিয়ে দেখতে বলুন। প্রয়োজনে আলোচনা শেষে স্লাইড প্রদর্শনের মাধ্যমে সকলের ধারণা স্পস্ট করুন।

সুঅভীক্ষার বৈশিষ্ট্যসমূহ:

কর্মপত্র- ১

নৈর্ব্যক্তিকতা (Objectivity)	আদর্শায়ন (Standardization)	যথার্থতা (Validity)	পরিমিততা (Economy)	নির্ভরযোগ্যতা (Reliability)

সু-অভীক্ষার বৈশিষ্ট্য	বিবরণ
	যে গুণ বা বৈশিষ্ট্য পরমিাপ করার জন্য অভীক্ষাটি তৈরি করা হয়েছে প্রকৃতপক্ষে অভীক্ষাটি নিখুঁতভাবে সেই গুণ বা বৈশিষ্ট্য পরিমাপ করতে পারছে।
	একটি অভীক্ষা একাধিকবার প্রয়োগে নির্ভুল ও সঙ্গাতিপূর্ণ ফলাফল প্রদান করতে পারে। গাণিতিক পদ্ধতিতে নির্ণয় করা হয়।
	অভীক্ষার প্রস্তুতি, প্রয়োগ ও নম্বর প্রদানের ক্ষেত্রে পরীক্ষকের ব্যক্তিগত প্রভাব পড়বে না। অর্থাৎ অভীক্ষাটি নিরপেক্ষভাবে পরিমাপ করতে সমর্থ হবে।
	অভীক্ষার গঠন, প্রয়োগ ও ফলাফল ব্যাখ্যার মধ্যে সঙ্গাতি ও সামঞ্জস্য বিধান করা হয়। একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো এর একটি আদর্শ মান বা নর্ম নির্ণয় করা হয় এবং এ মানের নিরিখে ফলাফলের ব্যাখ্যা করা হয়।
	অভীক্ষার গঠন, প্রয়োগ এবং নম্বর প্রদানের ব্যাপারে যতটা সম্ভব কম সময়, অর্থ ও পরিশ্রম ব্যয় হয় ।

৬. প্রশ্নোত্তরে সু-অভীক্ষার বৈশিষ্ট্যসমূহের ধারণা স্পষ্ট করে আলোচনার সারসংক্ষেপ করুন ।

কাজ-গ: শিক্ষার্থীরা শিখন মূল্যায়নে ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের অভীক্ষা **সময়: ৩০ মিনিট**

১. বোর্ডে লিখুন, "শিক্ষার্থী মূল্যায়নের ক্ষেত্রে কোন কোন ধরনের অভীক্ষা ব্যবহার করা হয়?"
২. অংশগ্রহণকারীগণের উত্তরগুলো বোর্ডে লিখুন।
   - সম্ভাব্য উত্তর - রচনামূলক উত্তর অভীক্ষা, সংক্ষিপ্ত উত্তর অভীক্ষা, বহুনির্বাচনি অভীক্ষা, শূন্যস্থান পূরণ অভীক্ষা, মিলকরণ অভীক্ষা প্রভৃতি।
৩. অংশগ্রহণকারীগণকে পূর্বের ৫ টি দলে কাজ করার নির্দেশনা প্রদান করুন। প্রত্যেক দলকে রচনামূলক উত্তর অভীক্ষা, সংক্ষিপ্ত উত্তর অভীক্ষা, বহুনির্বাচনি অভীক্ষা, শূন্যস্থান পূরণ অভীক্ষা, মিলকরণ অভীক্ষা এ ৫টি শিরোনাম ভাগ করে দিবেন।
৪. প্রত্যেক দল নিজেদের প্রাপ্ত বিষয়ে ২/৩ করে অভীক্ষাপদ তৈরি করে পোস্টার পেপারে লিখবেন।
৫. প্রত্যেক দলকে কাজ উপস্থাপনের সুযোগ দিয়ে এবং অন্যদলের মতামত নিয়ে দলীয় কাজকে সমৃদ্ধ করুন।
৬. সহায়ক তথ্য হতে পিপিটিতে প্রদর্শনের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের অভীক্ষার ধারণা স্পষ্ট করুন।

কাজ-ঘ: বিভিন্ন ধরনের অভীক্ষাপদ ব্যবহারের সুবিধা এবং অসুবিধা **সময়: ২০ মিনিট**

১. অংশগ্রহণকারীগণকে এবার ৪ টি দলে ভাগ করে ২টি দলকে নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষা (**Objective Type test**) এবং অপর ২টি দলকে **বর্ণনামূলক অভীক্ষা** (Subjective Type test) **এর** সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ পোস্টার পেপারে লিখতে দিন।
২. প্রত্যেক দলকে কাজ উপস্থাপনের সুযোগ দিন এবং অন্যদলের মতামত নিয়ে দলীয় কাজকে সমৃদ্ধ করুন।
৩. অংশগ্রহণকারীগণকে ধন্যবাদ দিয়ে এ অংশের কাজ সমাপ্ত করুন।

অধিবেশনের সারসংক্ষেপ **সময়: ০৫ মিনিট**

১. এই অধিবেশন শেষে অর্জিত ধারণাগুলোর তালিকা করতে বলুন।
২. ফিডব্যাক নিন এবং শিখনফলের সাথে মিলিয়ে দেখুন।
৩. কাজ শেষে সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে অধিবেশন সমাপ্ত করুন।

সহায়ক তথ্য	**অধিবেশন-৪:** অভীক্ষা ও অভীক্ষার ধরন

ক) অভীক্ষা

অভীক্ষা (Test) হলো সাধারণভাবে কতগুলো প্রশ্নের সমষ্টি যার মাধ্যমে নির্দিষ্ট কোনো বিষয়ে কারো জ্ঞান, দক্ষতা **বা** সামর্থ্য যাচাই করা যায়। অভীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থী ও প্রশিক্ষণার্থীদের দক্ষতা মূল্যায়ন করা হয়।

সহজ কথায়, শিক্ষার্থীর শিখন মূল্যায়নে অভীক্ষাপদ (Test item) হলো এমন সব প্রশ্ন বা কাজ, যা শিক্ষার্থীর জ্ঞান, দক্ষতা, ও মনোভাব যাচাই করার জন্য ব্যবহৃত হয়। প্রাথমিক শিক্ষায় অভীক্ষা পদগুলো শিশুবান্ধব, বোধগম্য ও কার্যকর হতে হয়।

খ) সু-অভীক্ষার বৈশিষ্ট্য

<u>সু-অভীক্ষার বৈশিষ্ট্য</u>

যেকোন আদর্শ বা উত্তম অভীক্ষার কতকগুলো গুণ বা বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন। এগুলোর যদি অভাব থাকে তবে অভীক্ষাটিকে পরিমাপের উপকরণ হিসেবে নিখুঁত বা নির্ভরযোগ্য বলা যায় না। অভীক্ষার এই উপাদান বা শর্তগুলোকে বলা হয় সু-অভীক্ষার বৈশিষ্ট্য। নিম্নে প্রধান পাঁচটি বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হলো:

১. যথার্থতা (Validity): কোন অভীক্ষার যথার্থতা বলতে বুঝায়, যে গুণ বা বৈশিষ্ট্য পরিমাপ করার জন্য অভীক্ষাটি তৈরি করা হয়েছে প্রকৃতপক্ষে অভীক্ষাটি সেই গুণ বা বৈশিষ্ট্য পরিমাপ করতে পারছে। অর্থাৎ কোন অভীক্ষার দ্বারা যা পরিমাপ করতে চাওয়া হয়, অভীক্ষাটি যদি তা সঠিকভাবে পরিমাপ করে, তবে অভীক্ষাটি যথার্থ বলা যায়। বিজ্ঞানের একটি অভীক্ষা যদি শিক্ষার্থীর হাতের লেখা বা ভাষাজ্ঞান পরিমাপ না করে শুধু বিজ্ঞানের জ্ঞান ও দক্ষতা পরিমাপ করে তবে অভীক্ষাটির যথার্থতা রয়েছে বলা যাবে। অভীক্ষার যথার্থতা যুক্তিনির্ভর পদ্ধতিতে নির্ণয় করা হয়। American Education and Psychological Association Ges National Council On Measurent and Evaluation যৌথভাবে যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তা হলো-কোন অভীক্ষালব্ধ স্কোর থেকে সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তগ্রহণের যথোপযুক্ততা, অর্থপূর্ণতা ও কার্যোপযোগিতা হল যথার্থতা।

২. নির্ভরযোগ্যতা (Reliability): অভীক্ষার নির্ভরযোগ্যতা বলতে বোঝায় একটি অভীক্ষা কতটা নির্ভুল ও সঙ্গাতিপূর্ণ ফলাফল প্রদান করতে পারে। যদি একটি অভীক্ষা একদল শিক্ষার্থীর উপর কিছুদিনের ব্যবধানে পর পর দুবার প্রয়োগ করা হয় এবং যদি দেখা যায় যে, শিক্ষার্থীদের দুই বারের ফলাফলের মধ্যে মিল আছে, তাহলে বলা যাবে অভীক্ষাটির নির্ভরযোগ্যতা রয়েছে। অভীক্ষার নির্ভরযোগ্যতা গাণিতিক পদ্ধতিতে নির্ণয় করা যায়।

৩. নৈর্ব্যক্তিকতা (Objectivity): কোন অভীক্ষার নৈর্ব্যক্তিকতা বলতে বোঝায় যে, অভীক্ষাটির প্রস্তুতি, প্রয়োগ ও নম্বর প্রদানের ক্ষেত্রে পরীক্ষকের ব্যক্তিগত প্রভাব পড়বে না। অর্থাৎ অভীক্ষাটি নিরপেক্ষভাবে পরিমাপ করতে সমর্থ হবে।

৪. আদর্শায়ন (Standardization): কোন অভীক্ষার গঠন, প্রয়োগ ও ফলাফল ব্যাখ্যার মধ্যে সঙ্গাতি ও সামঞ্জস্য বিধানের ক্ষেত্রে যে কৌশল অনুসরণ করা হয়, তাকে বলা হয় আদর্শায়ন। আদর্শায়িত অভীক্ষার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো এর একটি আদর্শ মান বা নর্ম নির্ণয় করা হয় এবং এ মানের নিরিখে ফলাফলের ব্যাখ্যা করা হয়।

৫. পরিমিততা (Economy): অভীক্ষার পরিমিততা বলতে বোঝায় অভীক্ষাটির গঠন, প্রয়োগ এবং নম্বর প্রদানের ক্ষেত্রে যেন কম সময়, অর্থ ও পরিশ্রম ব্যয় হয়। যে অভীক্ষার প্রয়োগে ও ফলাফল প্রদানে অনেক সময় ও অর্থ ব্যয় হয় সে অভীক্ষার পরিমিততা কম বলা চলে।

কর্মপত্র -১ (উত্তর)

সুঅভীক্ষার বৈশিষ্ট্য	বিবরণ
যথার্থতা	যে গুণ বা বৈশিষ্ট্য পরমিাপ করার জন্য অভীক্ষাটি তৈরি করা হয়েছে প্রকৃতপক্ষে অভীক্ষাটি কতটা কার্যকরভাবে সেই গুণ বা বৈশিষ্ট্য পরমিাপ করতে পারছে।
নির্ভরযোগ্যতা	একটি অভীক্ষা একাধিকবার প্রয়োগে নির্ভুল ও সঙ্গাতিপূর্ণ ফলাফল প্রদান করতে পারে। গাণিতিক পদ্ধতিতে নির্ণয় করা হয়।
নৈর্ব্যক্তিকতা	অভীক্ষার প্রস্তুতি, প্রয়োগ ও নম্বর প্রদানের ক্ষেত্রে পরীক্ষকের ব্যক্তিগত প্রভাব পড়বে না। অর্থাৎ অভীক্ষাটি নিরপেক্ষভাবে পরিমাপ করতে সমর্থ হবে।
যথার্থতা	অভীক্ষার গঠন, প্রয়োগ ও ফলাফল ব্যাখ্যার মধ্যে সঙ্গাতি ও সামঞ্জস্য বিধান করা হয়। একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো এর একটি আদর্শ মান বা নর্ম নির্ণয় করা হয় এবং এ মানের নিরিখে ফলাফলের ব্যাখ্যা করা হয়।
পরিমিততা	অভীক্ষার গঠন, প্রয়োগ এবং নম্বর প্রদানের ব্যাপারে যতটা সম্ভব কম সময়, অর্থ ও পরিশ্রম ব্যয় হয় ।

গ) শিখন মূল্যায়নে বিভিন্ন ধরনের অভীক্ষা

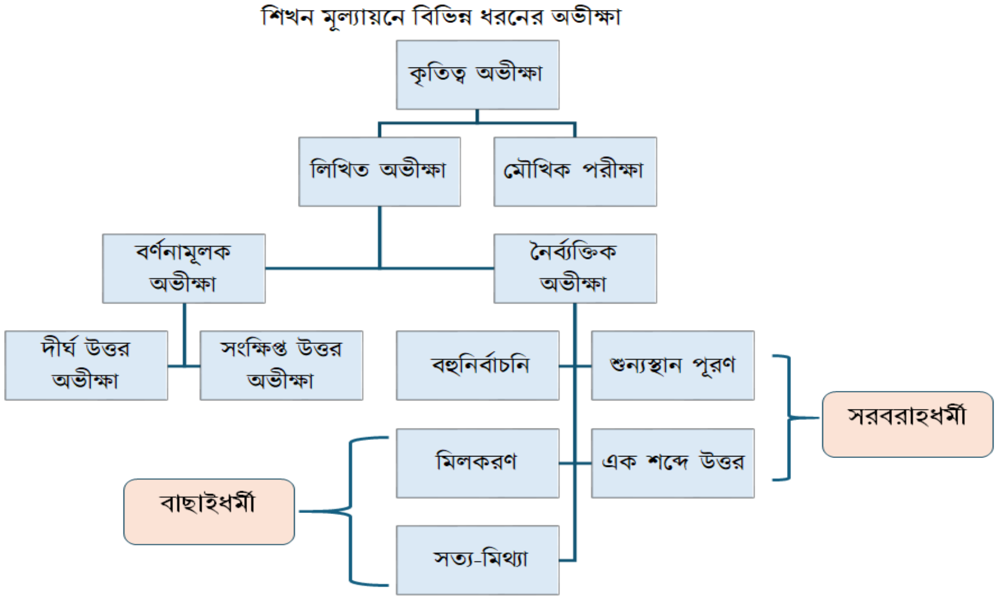

বর্ণনামূলক অভীক্ষা:

এসব প্রশ্নে শিক্ষার্থীর চিন্তাভাবনা ও ভাষার দক্ষতা প্রকাশের সুযোগ থাকে।

- দীর্ঘ উত্তর অভীক্ষা
- সংক্ষিপ্ত উত্তর অভীক্ষা

দীর্ঘ উত্তর অভীক্ষা: রচনাধর্মী প্রশ্ন (অভীক্ষা) হচ্ছে শিক্ষার্থীর বিষয় জ্ঞান, ভাষা জ্ঞান ও বিষয়বস্তু সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে উপস্থাপনের পরিমাপ কৌশল। সাধারণভাবে, যে প্রশ্ন শিক্ষার্থীকে উত্তরের বিষয়বস্তু নির্বাচনে, বিষয়বস্তুর যথাযথ বিন্যাসে এবং উপস্থাপনের স্বাধীনতা প্রদান করে তাকে বলা হয় রচনাধর্মী প্রশ্ন। যেমন-

- তুমি কীভাবে তোমার জন্মদিন উদযাপন করেছিলে, লিখ।
- **অনুচ্ছেদ লেখা**

'আমার প্রিয় ফল' বিষয়ে ৫টি বাক্যে লিখ।

- **ছবির ভিত্তিতে গল্প লেখা**

একটি ছবি দিয়ে শিক্ষার্থীকে গল্প তৈরি করতে বলা।

সংক্ষিপ্ত উত্তর অভীক্ষা:

এ ধরনের অভীক্ষায় উত্তরের পরিসর হবে ছোট।

- বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে তিনটি বাক্য লিখ।

নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষা:

এসব প্রশ্নে একটি নির্দিষ্ট সঠিক উত্তর থাকে। শিক্ষার্থীর চিন্তাভাবনা ও ভাষার দক্ষতা প্রকাশের সুযোগ থাকে না। যা সহজে মূল্যায়নযোগ্য এবং দ্রুত ফলাফল নির্ধারণ সম্ভব। বিভিন্ন ধরনের নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষাপদ রয়েছে।

উদাহরণ: বহুনির্বাচনী প্রশ্ন (MCQ):

প্রশ্ন: সুষম খাদ্যের উপাদান কয়টি?

ক) ৩টি   খ) ৪টি   গ) ৫টি   ঘ) ৬টি

- সত্য-মিথ্যা প্রশ্ন (True/False)

ব্যাঙ একটি উভচর প্রাণী। (সত্য / মিথ্যা)

- মিলকরণ (Matching):

বামের জাতীয় দিবসগুলোর সাথে ডানের সঠিক তারিখটি মিল করে লিখুন।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস	১৬ ডিসেম্বর
স্বাধীনতা দিবস	২১ ফেব্রুয়ারি
বিজয় দিবস	১৪ এপ্রিল
	২৬ মার্চ

- **শূন্যস্থান পূরণ (Fill in the blanks):**

  ব্যাঙ একটি --------------- প্রাণী।   (উভচর)

- **এক শব্দে উত্তর:**
  রংধনুতে কয়টি রং আছে ?
- **সঠিক ক্রমে সাজানো**

এছাড়াও উদ্দেশ্য ও ব্যবহারভেদে আরও কয়েক ধরনের অভীক্ষাঃ

- **মৌখিক অভীক্ষাপদ**
- **ব্যবহারিক / কর্মমুখী অভীক্ষাপদ**
- **উদ্ভাবনী/সৃজনশীল অভীক্ষাপদ**
- **প্রকল্পভিত্তিক কাজ**
- **Rearrange**
- **Information chart**

মৌখিক অভীক্ষাপদ:

প্রশ্ন করে বা কথোপকথনের মাধ্যমে মূল্যায়ন।
উদাহরণ:

- শিক্ষক প্রশ্ন করলেন: "শিক্ষকমানের প্রধান ক্ষেত্র কয়টি?"
- শিক্ষার্থী উত্তর দিলো: "শিক্ষকমানের প্রধান ক্ষেত্র তিনটি।"

ব্যবহারিক / কর্মমুখী অভীক্ষা:

শিক্ষার্থী কীভাবে কাজ করে সেটা দেখে মূল্যায়ন।

উদাহরণ:

- ছবি আঁকা
- শ্রুতিলিপি লেখা
- ভূমিকা পালন (Role Play)
- গান/কবিতা আবৃতি
- বিজ্ঞান পরীক্ষণ (Experiment)

উদ্ভাবনী/সৃজনশীল অভীক্ষা:
শিক্ষার্থীর কল্পনাশক্তি, উদ্ভাবনী চিন্তা এবং সমস্যা সমাধান দক্ষতা যাচাই করা হয়।
উদাহরণ:

- নতুন একটি গল্প লিখুন
- একটি 'প্রদত্ত' সমস্যা সমাধানের উপায় লিখুন
- পরিবেশ রক্ষায় শিক্ষক হিসেবে আপনি কী কী করতে পারেন?

উপযোগী শ্রেণি: ৩য়-৫ম

☑ **ধরন ও উদাহরণ:**

- একটি গল্প শুরুর দিকে ৩/৪ টি বাক্য দিয়ে বাকিটা শেষ করতে বলা।
- একটি পরিবেশবান্ধব কাজ নিয়ে ছোট রচনা।
- নতুন খেলার নিয়ম বানানো।

প্রকল্পভিত্তিক কাজ:
ছাত্রছাত্রীদের একাধিক দিনের কাজ সংরক্ষণ করে, তা বিশ্লেষণ করে মূল্যায়ন করা হয়।
ধরন ও উদাহরণ:

- **প্রকল্প:** একটি গাছ লাগানো ও পরিচর্যার অভিজ্ঞতা লিখে জমা দেয়া।
- **পোর্টফোলিও:** শিক্ষার্থীর আঁকা ছবি, লেখা রচনা, শ্রুতিলিপি ইত্যাদি সংরক্ষণ করে নিয়মিত মূল্যায়ন।

Rearrange: এলোমেলো শব্দগুলো সাজিয়ে বাক্য তৈরি কর - Example: class are do what in you?

Information chart: Present your personal information in the following chart.

Example

Personal information	
Name	
Father Name	
Mother Name	
Age	
Class	

ঘ) বিভিন্ন ধরনের অভীক্ষাপদ ব্যবহারের সুবিধা এবং অসুবিধা

নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষা সুবিধাসমূহ:

- নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষা হলো লিখিত মূল্যায়নের একটি ধরন, যেখানে ব্যক্তিগত মতামতের প্রভাব থাকে না এবং স্বল্প সময়ে নিরপেক্ষভাবে শিক্ষার্থীদের অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতা যাচাই করা যায়।
- এই অভীক্ষায় প্রশ্নের সংখ্যা বেশি থাকায়, এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীর জ্ঞানস্তর থেকে উচ্চতর চিন্তন দক্ষতার স্তর পর্যন্ত মূল্যায়ন করা যায়।
- সাধারণত, প্রতিটি প্রশ্নের জন্য নির্দিষ্ট নম্বর বরাদ্দ করা হয়, তবে অভীক্ষার উদ্দেশ্য ও প্রশ্নের ধরন অনুযায়ী নম্বর বণ্টনে পার্থক্য হতে পারে।

নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার অসুবিধাসমূহ

- এসব প্রশ্নে শিক্ষার্থীর চিন্তাভাবনা ও ভাষার দক্ষতা প্রকাশের সুযোগ থাকে না।
- শিক্ষার্থীর কল্পনাশক্তি, উদ্ভাবনী চিন্তা এবং সমস্যা সমাধান দক্ষতা যাচাই করা যায় না।

রচনামূলক অভীক্ষার সুবিধাসমূহ

- রচনামূলক পরীক্ষায় উত্তর লেখার ব্যাপারে শিক্ষার্থীদের স্বাধীনতা থাকে।
- রচনামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের চিন্তাধারা, বিষয়বস্তু উপস্থাপন এবং সংগঠনের দক্ষতা পরীক্ষা করা যায়।
- কল্পনাশক্তি, উদ্ভাবনী চিন্তা এবং সমস্যা সমাধান দক্ষতা যাচাই করা যায়।
- রচনামূলক পরীক্ষার প্রশ্ন তৈরিতে খরচ এবং শ্রম কম লাগে।

রচনামূলক অভীক্ষার অসুবিধাসমূহ

- রচনামূলক পরীক্ষায় প্রশ্নের সংখ্যা সীমিত হওয়ায় শিক্ষার্থীর কোন বিষয়ের সামগ্রিক জ্ঞান পরীক্ষা করা সম্ভব হয় না।
- এ ধরনের পরীক্ষায় পরীক্ষকের মনোভাব, ধ্যানধারণা, পছন্দ-অপছন্দ ইত্যাদি দ্বারা ফলাফল প্রভাবিত হয়।
- এ ধরনের পদ্ধতিতে পরীক্ষার ফলাফলের নির্ভরযোগ্যতা কম। কারণ দেখা যায় একই উত্তরপত্রে একই পরীক্ষক বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকম নম্বর দেন।
- এ ধরনের পরীক্ষার যথার্থতাও কম। কারণ যে উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্নপত্র তৈরি করা হয়, দেখা যায় প্রশ্নপত্রের সাহায্যে সে উদ্দেশ্য পরিমাপ করা যায় না।
- রচনামূলক পরীক্ষায় উত্তরপত্র মূল্যায়নে বেশি সময় লাগে।
- এ ধরনের পরীক্ষায় শিক্ষার্থীরা সীমিত সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর মুখস্থ করে উত্তর দেয়ার চেষ্টা করে।
- এ ধরনের পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর সামগ্রিক বিকাশের পরিমাপ করা সম্ভব হয় না।

অধিবেশন-০৫	অভীক্ষার আদর্শায়ন

শিখনফল- এ অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

ক. অভীক্ষা আদর্শায়ন এর ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
খ. আদর্শায়নের বিবেচ্য বিষয়সমূহ বলতে পারবেন;
গ. অভীক্ষা আদর্শায়ন প্রক্রিয়ার ধারাবাহিকতা বর্ণনা করতে পারবেন;
ঘ. আদর্শ অভীক্ষাপদ চিহ্নিত করতে সক্ষম হবেন।

সময়: ১.৩০ ঘন্টা

পদ্ধতি ও কৌশল: প্রশ্নোত্তর, অভিজ্ঞতা বিনিময়, দলগত কাজ, আলোচনা, নিরব পাঠ, প্রদর্শন।

উপকরণ: প্রিন্টেড তথ্যপত্র, মাল্টিমিডিয়া, হোয়াইটবোর্ড, মার্কার, ভিপকার্ড, পুশপিন বোর্ড, পোস্টার পেপার ইত্যাদি।

কার্যাবলির বিবরণ

কাজ-ক: অভীক্ষা আদর্শায়নের ধারণা **সময়: ১৫ মিনিট**

১. অংশগ্রহণকারীদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করুন। কোন একটি আনন্দদায়ক কাজের মাধ্যমে উপযুক্ত শিখন পরিবেশ তৈরি করুন।
২. অংশগ্রহণকারীদের ‘অভীক্ষা আদর্শায়ন’ বলতে কী বুঝায় তা প্রশ্ন করুন। উত্তরগুলো পয়েন্ট আকারে বোর্ডে লিখুন। প্রয়োজনে সঠিক উত্তর নিয়ে আসতে সহায়তা করুন।
৩. অভীক্ষার আদর্শায়ন এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানতে চান। কয়েকজনের উত্তর শুনুন। প্রাপ্ত উত্তরের আলোকে পিপিটির সাহায্যে তথ্যপত্রের বিষয়বস্তু উপস্থাপনার মাধ্যমে সকলের ধারণা স্পষ্ট করুন ।
৪. অভীক্ষার আদর্শায়ন কেন প্রয়োজন সে বিষয়ে অংশগ্রহণকারীদের কাছে জানতে চান। তথ্যপত্রের আলোকে বিষয়টি উপস্থাপন করুন।

কাজ-খ: অভীক্ষা আদর্শায়নে বিবেচ্য বিষয়সমূহ **সময়: ৩৫ মিনিট**

১. অংশগ্রহণকারীদের কোন একটি আকর্ষণীয় পদ্ধতি ব্যবহার করে ৬টি দলে ভাগ করুন।
২. ১ম থেকে ৫ম দলকে যথাক্রমে ১ম ৫টি এবং ৬ষ্ঠ দল কে শেষের দুইটি অভীক্ষা আদর্শায়নের বিবেচ্য বিষয় (তথ্যপত্র খ অংশ) ভাগ করে দিন। তাদের আলোচনা করার জন্য তথ্যপত্রের কেবল ঐ অংশ নিজ নিজ দলে (Elicitation) সরবরাহ করুন।
৩. ১৫ মিনিট সময় দিন। দলে আলোচনা করে বিষয়গুলো সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা তৈরির সুযোগ করে দিন। এরপর প্রতিদল থেকে একজনকে তথ্যপত্রের বিষয়গুলো সরবরাহকৃত উদাহরণ ও ব্যাখ্যাসহ দলের কাজ প্লেনারিতে উপস্থাপন করতে বলুন।
৪. প্রতিটি দলীয় উপস্থাপনের পর আলোচনার মাধ্যমে বিষয়সমূহের ধারণা পরিষ্কার করুন।
৫. সকলকে ধন্যবাদ দিয়ে এই অংশের কাজ শেষ করুন।

কাজ-গ: অভীক্ষা আদর্শায়ন প্রক্রিয়া **সময়: ২০ মিনিট**

১. অংশগ্রহণকারীগণকে পূর্বের ৬ টি দলে কাজ করতে দিন।
২. অভীক্ষা আদর্শায়নের প্রক্রিয়ার ফ্লোচার্টটির ধাপগুলোকে আলাদা করে কেটে প্রতি দলে একটি করে সেট সরবরাহ করুন।
৩. ধারাবাহিকতা বজায় রেখে সকল দলে ফ্লোচার্টটি সম্পন্ন করতে নির্দেশনা দিন এবং উপস্থাপন করতে বলুন।
৪. দ্রুততম সময়ের মধ্যে ফ্লোচার্টটি সম্পন্নকারী দলকে অভিনন্দন জানান।
৫. পিপিটিতে সম্পূর্ণ ফ্লো-চার্টটি প্রদর্শন করুন, কারও কোন অস্পষ্টতা থাকলে আলোচনার মাধ্যমে ধারণা পরিষ্কার করুন। তথ্যপত্র এর গ অংশ প্রতিদলে সরবরাহ করুন। নিরব পাঠের মাধ্যমে এই অংশ পড়ার নির্দেশনা দিন।
৬. দলগুলোর পড়া শেষে এই অংশের কাজ সমাপ্ত করুন।

কাজ-ঘ: আদর্শ অভীক্ষাপদ চিহ্নিতকরণ **সময়: ১৫ মিনিট**

১. অংশগ্রহণকারীদের পূর্বের দলেই কর্মপত্র -২ সরবরাহ করুন। তারা দলে কাজ করে প্রদত্ত প্রশ্ন বা সমস্যাসমূহের কোনটি কোন ধরণের তা নির্ধারণ করবেন এবং ব্যাখ্যা তৈরি করবেন।
২. কাজ শেষে যে কোন একটি দলের কাজ উপস্থাপন করতে বলুন। অন্যদের উত্তর মিলিয়ে নিতে বলুন। প্রয়োজনে ব্যাখ্যা করতে বলুন এবং আপনার নিজের ফিডব্যাক দিন।

অধিবেশনের সারসংক্ষেপ **সময়: ০৫ মিনিট**

১. অংশগ্রহণকারীদের আজকের সেশনের চুম্বক অংশ উপস্থাপন করতে বলুন।
২. কারও কোন অস্পষ্টতা আছে কিনা প্রশ্ন করুন। কেউ কোন বিষয়ে প্রশ্ন করলে নিজে উত্তর না দিয়ে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে থেকে উত্তর নিয়ে আসার চেষ্টা করুন। প্রয়োজনে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।
৩. সকলকে ধন্যবাদ দিয়ে সেশন শেষ করুন।

সহায়ক তথ্য	অধিবেশন-০৫ অভীক্ষার আদর্শায়ন

ক) অভীক্ষার আদর্শায়ন এর ধারণা

অভীক্ষার আদর্শায়ন (Standardization of Test) বলতে একটি নির্দিষ্ট কাঠামো, নিয়ম এবং মান অনুসরণ করে অভীক্ষা তৈরি, প্রয়োগ, মূল্যায়ন ও বিশ্লেষণ করার পদ্ধতিকে বোঝায়, যাতে অভীক্ষাটি সবার জন্য নিরপেক্ষ, বৈজ্ঞানিক এবং বিশ্বাসযোগ্য হয়।

আদর্শায়িত অভীক্ষা বলতে এমন অভীক্ষা বোঝায় যা:

- বিশেষজ্ঞ দ্বারা সতর্কতার সাথে তৈরি;
- যার ট্রাই-আউট করা হয়েছে;
- ফলাফল বিশ্লেষণ করে পুনঃপরীক্ষণ ও সংশোধন করা হয়েছে;
- যার প্রয়োগ ও নম্বর প্রদান পদ্ধতির সুষম নীতি রয়েছে;
- যার জন্য নর্ম তৈরি করা হয়েছে।

অভীক্ষার আদর্শায়নের উদ্দেশ্য:

- অভীক্ষার মান ও গ্রহণযোগ্যতা নিশ্চিত করা
- শিক্ষার্থীদের প্রকৃত দক্ষতা নির্ধারণ করা
- নিরপেক্ষতা ও সুবিচার বজায় রাখা
- তুলনামূলক বিশ্লেষণ সহজ করা

অভীক্ষার আদর্শায়নের প্রয়োজনীয়তা:

১. **নিরপেক্ষতা ও সুবিচার নিশ্চিত করতে** — সকল শিক্ষার্থী যেন সমানভাবে মূল্যায়িত হয়
২. **ফলাফলের বিশ্বাসযোগ্যতা বৃদ্ধিতে** — যেন অভীক্ষার ফলাফলের উপর নির্ভর করে সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়।
৩. **শিক্ষার্থীর অবস্থান যাচাই করতে** — কোন অংশে শিক্ষার্থীরা দুর্বল বা দক্ষ তা চিহ্নিত করা যায়।
৪. **শিক্ষণ ও পাঠ পরিকল্পনায় দিকনির্দেশনা পেতে** — শিক্ষকরা জানতে পারেন পাঠদানের ক্ষেত্রে কোন দিকটিতে গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন।
৫. **জাতীয় বা আন্তর্জাতিক মানের সাথে সামঞ্জস্য রাখতে** — পরীক্ষার গুণগতমান যেন জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক মানের হয়।

খ) অভীক্ষা আদর্শায়ন এর বিবেচ্য বিষয়

অভীক্ষার আদর্শায়ন এর বিবেচ্য বিষয়

একটি অভীক্ষাকে আদর্শায়িত করার জন্য কিছু নির্ধারিত বিষয় নিশ্চিত করা প্রয়োজন হয়। বিষয়গুলো হল-

- Validity **(বৈধতা) নিশ্চিত করা:**
- Reliability **(নির্ভরযোগ্যতা) নিশ্চিত করা:**
- Practicality **(ব্যবহারিকতা) নিশ্চিত করা:**
- Authenticity **(বাস্তবধর্মীতা) নিশ্চিত করা**:
- Scoring System **সুনির্দিষ্টকরণ**:
- Pilot Testing **সম্পন্ন করা:**
- Uniform Instructions & Timing; **সকলের জন্য অভিন্ন সময় এবং নির্দেশনা নিশ্চিত করা:**

Validity (বৈধতা) নিশ্চিত করা:

প্রশ্নগুলো লক্ষ্য অনুযায়ী কি না, তা যাচাই করা। অভীক্ষা যে লক্ষ্য বা বুদ্ধিবৃত্তিক দক্ষতা মূল্যায়নের জন্য তৈরি করা হয়েছে, তা কতটা সঠিকভাবে মূল্যায়ন করছে।

- একটি টেস্ট যেভাবে তৈরি করার কথা, যেখান থেকে তৈরি করার কথা এবং তার জন্য যে মানদন্ড অনুযায়ী থাকার কথা যদি তা করা হয়ে থাকে তবে সেটি Valid Test।
- আমি যা পড়াইনি বা শেখাইনি সেরূপ কোনকিছু থেকে যদি টেস্ট ডিজাইন করা হয় তবে সেটি Valid Test হবে না।
- যদি একটি এমসিকিউ আইটেম প্রণয়ন করতে গিয়ে এমসিকিউ প্রণয়নের নীতিমালা অনুসরণ করা না হয়, তবে যা পড়ানো হয়েছে সেখান থেকে টেস্ট ডিজাইন করলেও সেটি গ্রহণযোগ্য হবে না।
- জ্ঞান ও অনুধাবন পরিমাপ করতে গিয়ে যদি এমন প্রশ্ন করা হয় যেটির উত্তর শিক্ষার্থী সাধারণ জ্ঞান থেকে দিতে পারে, এর জন্য ভাবনা বা বিশ্লেষণের প্রয়োজন হয়না তবে সেটিও Valid Test হবে না।
- যা শেখানো হয়েছে সেখান থেকেই টেস্ট আইটেম ডিজাইন করা হলো, আইটেমটি যেভাবে প্রণয়ন করার কথা সেটিও অনুসরণ করা হলো কিন্তু মূল্যায়ন নির্দেশিকা অনুসরণ করা হলো না বা ক্রুটিপূর্ণ নির্দেশিকা অনুসরণ করা হলো - তাহলে সেটিও Valid Test হবে না।

উদাহরণ: যদি অভীক্ষার উদ্দেশ্য হয় কোন বিষয়ের বোধগম্যতা যাচাই, তাহলে প্রশ্নগুলো অবশ্যই পাঠের মর্ম অনুধাবনের উপর ভিত্তি করে হতে হবে, শুধুমাত্র তথ্য মুখস্থের উপর নয়।

Reliability (নির্ভরযোগ্যতা):

অভীক্ষা বারবার ব্যবহারেও একই ধরনের ফলাফল দিতে হবে। কতটা ধারাবাহিকভাবে ও নির্ভরযোগ্যতার সাথে কোনো একটি টেস্ট একজন শিক্ষার্থীর কোন দক্ষতাকে পরিমাপ করতে পারছে সেটির বিবেচনা এর অর্ন্তভুক্ত। যদি একজন শিক্ষার্থী একাধিক পরীক্ষকের কাছে একটি নির্দিষ্ট টেস্টে একই ধরনের স্কোর করে থাকে তবে বুঝতে হবে টেস্টটি নির্ভরযোগ্য।

অভীক্ষা পুনরায় গ্রহণ করলে একই ফলাফল পাওয়ার সম্ভাবনা থাকলে সেটিকে নির্ভরযোগ্য বলে।

উদাহরণ: একই অভীক্ষা একাধিক শিক্ষার্থী বা বিভিন্ন সময়ে একই শিক্ষার্থীকে দিলে ফলাফল প্রায় একই রকম হওয়া উচিত।

Practicality (ব্যবহারিকতা):

Test Practicality বোঝায় অভীক্ষার এমন একটি বৈশিষ্ট্য, যা পর্যাপ্ত সময়, অর্থ, জনবল ও অন্যান্য প্রশাসনিক সুবিধা বিবেচনায় রেখে সহজে ডিজাইন, পরিচালনা এবং মূল্যায়নযোগ্য হয়। একটি টেস্ট যত বেশি ব্যবহারযোগ্য ও পরিচালনাযোগ্য হবে, তার practicality তত বেশি।

Test Practicality-এর গুরুত্বপূর্ণ উপাদানসমূহ (Key Components):

ক) সময় (Time Efficiency):

- অভীক্ষা কত সময় নিচ্ছে তা বাস্তবসম্মত কিনা।

  যেমন: ১ ঘণ্টার পরীক্ষার প্রশ্ন যদি ৩০ মিনিটে শেষ করা যায় অথবা ১ ঘণ্টায় অধিকাংশ শিক্ষার্থীর শেষ না হয়, তবে সেটি টেস্টের ভুল পরিকল্পনার ইঙ্গিত।

খ) অর্থনৈতিক দিক (Cost Efficiency):

- অভীক্ষা আয়োজন করতে কত অর্থ খরচ হচ্ছে? এটি বাজেটের মধ্যে পড়ছে কিনা?
- যদি প্রশ্নপত্র তৈরিতে বিশেষ সফটওয়্যার, মুদ্রণ বা প্রযুক্তিগত সহায়তা লাগে, সেটি সাশ্রয়ী কিনা?

গ) মানবসম্পদ ও প্রশিক্ষণ (Human Resources):

- পরীক্ষার জন্য পর্যাপ্ত প্রশিক্ষিত পরীক্ষক বা অবজারভার আছে কিনা।

ঘ) প্রশাসনিক সক্ষমতা (Administrative Feasibility):

- অভীক্ষার সময়সূচি, কেন্দ্র নির্ধারণ, পরীক্ষকের মনোনয়ন ইত্যাদি সহজে বাস্তবায়নযোগ্য কিনা।

ঙ) মূল্যায়ন ও ফলাফল প্রকাশ (Scoring & Reporting):

- পরীক্ষার ফলাফল মূল্যায়ন সহজে করা যায় কিনা এবং যথাসময়ে রেজাল্ট দেওয়া সম্ভব কিনা।
- সময়, খরচ ও প্রশাসনিক দিক থেকে যেন সহজ ও বাস্তবসম্মত হয়।
- অভীক্ষা নেওয়া, উত্তরপত্র মূল্যায়ন এবং প্রশাসন কতটা সহজ ও বাস্তবসম্মত তা বুঝায়।

উদাহরণ: একটি ৩০ মিনিটের পরীক্ষায় কয়েকটি দীর্ঘ-উত্তর প্রশ্ন অভীক্ষার টুলস হিসেবে

ব্যবহারযোগ্য নয়।

আরও দুই একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি পরিষ্কার করার চেষ্টা করা যেতে পারে-

উদাহরণ ১:

প্রশ্ন: একটি বিদ্যালয়ে ২০০ জন শিক্ষার্থীকে দিয়ে ইংরেজি শ্রুতিলিপি (dictation) পরীক্ষা নেওয়া হলো। প্রশ্নগুলো শিক্ষক নিজেই পাঠ করলেন শিক্ষার্থীরা উত্তর লিখল এবং তা ৩০ মিনিটে শেষ হলো।

বিশ্লেষণ:

- প্রশ্ন তৈরি, পরীক্ষা পরিচালনা ও মূল্যায়ন – সবই সহজে সম্পন্ন হয়েছে।
- কম সময় ও জনবল ব্যবহার হয়েছে।
- এটি একটি **practical test**।

উদাহরণ ২:

প্রশ্ন: শিক্ষার্থীদের একটি ভিডিও দেখিয়ে প্রতিক্রিয়া লিখতে বলার আইটেম অভীক্ষার প্রশ্ন হিসেবে নির্ধারণ করা হল। কিন্তু স্কুলে পর্যাপ্ত কম্পিউটার বা প্রজেক্টর নেই।

বিশ্লেষণ:

- প্রযুক্তিগত সরঞ্জামের অভাবে টেস্টটি **অব্যবহারযোগ্য**।
- এটি **practical নয়**, কারণ এটি প্রশাসনিক ও প্রযুক্তিগতভাবে বাস্তবায়নযোগ্য নয়।

Authenticity :

অভীক্ষার বাস্তবধর্মিতা (Test Authenticity) হলো পরীক্ষা বা পরীক্ষার আইটেমগুলোর বাস্তব জীবনের পরিস্থিতির সাথে সম্পর্কিত হওয়া। অর্থাৎ, পরীক্ষাটি যেভাবে তৈরি হয়, সেটি শিক্ষার্থীর বাস্তব জীবনের দক্ষতা ও পরিস্থিতির সঙ্গে কতটা মিল রেখে তৈরি করা হয়, সেই বিষয়টির উপর এটি নির্ভর করে। যদি একটি পরীক্ষা শিক্ষার্থীর বাস্তব জীবনের প্রয়োজনীয় দক্ষতা যাচাই করে, যেমন – **মৌখিক যোগাযোগ, সমস্যা সমাধান, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, এবং আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক কাজের ক্ষেত্রে দক্ষতা** – তাহলে তাকে **বৈধ** বা **অথেনটিক (authentic)** বলা হয়।

উদাহরণ: শিক্ষার্থীদের রেলস্টেশনে টিকিট কেনার একটি সংলাপ লিখতে বলা, যা বাস্তব জীবনের সাথে সম্পর্কিত।

Test Authenticity কেন গুরুত্বপূর্ণ:

১. শিক্ষার্থীরা **বাস্তব জীবনের সমস্যার** সমাধান করতে শেখে।

২. তারা শুধু মুখস্থ নয়, **অনুভব ও প্রয়োগভিত্তিক জ্ঞান** অর্জন করে।

৩. শিক্ষার্থীর **সমালোচনামূলক চিন্তা, সৃজনশীলতা** ও **যোগাযোগ দক্ষতা** বিকশিত হয়।

৪. মূল্যায়ন **সহজাত ও বাস্তব পরিস্থিতির কাছাকাছি** হওয়ায় শেখার গুণগত মান বাড়ে।

Test Authenticity কীভাবে কাজ করে?

অথেনটিক পরীক্ষার উদ্দেশ্য হলো শিক্ষার্থীরা যা শিখছে তা **বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করার জন্য প্রস্তুত**। অর্থাৎ, পরীক্ষাটি এমনভাবে ডিজাইন করা হয় যাতে শিক্ষার্থীরা তার শ্রেণিকক্ষে অর্জিত জ্ঞান বা দক্ষতা ব্যবহার করে নতুন ও বাস্তব পরিস্থিতিতে সমস্যার সমাধান করতে পারে।

অথেনটিক পরীক্ষার মূল লক্ষ্য:

- শিক্ষার্থীরা যখন পরীক্ষা দেয়, তখন এটি যেন তাদের সাধারণ জীবন ও পেশাগত জীবনে প্রয়োগ করতে পারে।
- পরীক্ষা বা পরীক্ষার আইটেমগুলি যেন শিক্ষার্থীর *কগনিটিভ স্কিলস* (যেমন চিন্তা, বিশ্লেষণ, সমাধান ক্ষমতা) এবং *প্র্যাকটিক্যাল স্কিলস* (যেমন মৌখিক ও লিখিত দক্ষতা) পরিমাপ করে।

উদাহরণ ১: সামাজিক বিজ্ঞান বা পরিবেশ শিক্ষা

প্রশ্ন: "আপনার এলাকায় যেকোনো একটি পরিবেশগত সমস্যা (যেমন জলাবদ্ধতা বা বনায়ন) বেছে নিয়ে একটি সচেতনতামূলক লিফলেট তৈরি করুন।"

ব্যাখ্যা:
এই অভীক্ষা বাস্তব জীবনের সমস্যা ও তার সমাধান নিয়ে শিক্ষার্থীকে ভাবতে শেখায় এবং সামাজিক অংশগ্রহণে উৎসাহিত করে।

উদাহরণ ২: গণিতে বাস্তব প্রয়োগ

প্রশ্ন:
"আপনার এলাকায় একটি রাস্তা নির্মাণ করতে হবে। যদি রাস্তার দৈর্ঘ্য ৫০০ মিটার হয় এবং প্রতি মিটারে নির্মাণ খরচ ২০০০ টাকা হয়, তবে মোট খরচ কত হবে? খরচ কমানোর জন্য কী কী পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে?"

ব্যাখ্যা:
এই প্রশ্নটি গণিতের **গুন, যোগফল ও সমস্যা সমাধান** দক্ষতার বাস্তব প্রয়োগ। এতে সরকারিভাবে রাস্তা নির্মাণে বাজেট ভাবনার মতো বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি শেখা যায়।

অথেনটিক টেস্টের দুইটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা আছে, যেগুলো হল-

i) High-Stake Test (উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ অভীক্ষা):

এমন অভীক্ষা যার ফলাফলের উপর শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ বা প্রমোশন নির্ভর করে।
উদাহরণ: বোর্ড পরীক্ষা বা বৃত্তি পরীক্ষা।

ii) Washback (প্রভাব বা প্রতিফলন):

অভীক্ষা শিক্ষার্থীদের শেখা ও শিক্ষকের পাঠদানে কীভাবে প্রভাব ফেলে।

- **উদাহরণ:** যদি একটি অভীক্ষায় শুধুমাত্র ব্যাকরণ থাকে, তবে শিক্ষকেরা ব্যাকরণেই বেশি গুরুত্ব দেবেন, ফলে ভাষার অন্যান্য দিক উপেক্ষিত হবে।

Scoring System সুনির্দিষ্টকরণ:

Scoring system নির্ধারণ হলো কোনো পরীক্ষার প্রতিটি প্রশ্নের জন্য কীভাবে নম্বর দেওয়া হবে, তার একটি নির্দিষ্ট নিয়ম বা কাঠামো তৈরি করা। অর্থাৎ নম্বর প্রদানের জন্য একটি নির্দিষ্ট রুব্রিক নির্ধারণ করা। এতে অভীক্ষার নম্বর প্রদান স্বচ্ছ, যুক্তিসঙ্গত ও নির্ভরযোগ্য হয়।

এর উদ্দেশ্য:

ক) নিরপেক্ষতা বজায় রাখা (avoid biasness)

খ) সুস্পষ্ট মূল্যায়ন নিশ্চিত করা

গ) শিক্ষার্থীর প্রকৃত দক্ষতা/জ্ঞান প্রতিফলন ঘটানো

ঘ) পরীক্ষক/মূল্যায়নকারীদের জন্য নির্দেশনা নির্ধারণ করা

Scoring System এর ধরণ:

১. **Objective Scoring (বস্তুনিষ্ঠ মূল্যায়ন):**
   যেমন – বহু নির্বাচনী (MCQ), সত্য-মিথ্যা প্রশ্ন
   ✓সঠিক উত্তর = নির্দিষ্ট/নির্ধারিত নম্বর
   ✗ভুল উত্তর = নম্বর কাটা (যদি applicable হয়)

২. **Analytical or Rubric-based Scoring (রুব্রিক/বিশ্লেষণভিত্তিক):**
   যেমন – রচনা, প্রতিবেদন লেখা, সংলাপ তৈরি সংক্রান্ত একটি রচনামূলক প্রশ্নের নিম্নরূপ রুব্রিক থাকতে পারে-
   - ভাষা ব্যবহার (৩ নম্বর)
   - গঠন ও ধারাবাহিকতা (৪ নম্বর)
   - বিষয়বস্তুর উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ (৩ নম্বর)

৩. **Holistic Scoring (সম্পূর্ণ মূল্যায়ন):**

এক্ষেত্রে কোন রুব্রিক অনুসরণ না করে মোট ১০ নম্বর ভিত্তিক প্রশ্নের উত্তরে একটি সামগ্রিক ধারণা অনুসারে নম্বর প্রদান করা হয় ।

উদাহরণ: একটি ইংরেজি সংলাপ লেখার প্রশ্নে (১০ নম্বর) যথাযথ ভাষা ও ব্যাকরণ, প্রাসঙ্গিকতা ও বাস্তবতা এবং উপস্থাপনার ধরণ ও সৃজনশীলতা ইত্যাদি বিষয় মাথায় রেখে শিক্ষার্থীর উত্তর বিবেচনায় মোটের উপর নম্বর প্রদান করা হয়।

এই বিষয়সমুহ বিবেচনায় **Scoring System নির্ধারণ** করা হলে, শিক্ষক সহজে এবং যথাযথভাবে শিক্ষার্থীর উত্তর মূল্যায়ন করতে পারবেন।

Pilot Testing করা:

অভীক্ষা বা প্রশ্নপত্র তৈরি হওয়ার পর সেটি সরাসরি সব শিক্ষার্থীর ওপর প্রয়োগ করার আগে, কিছু নির্বাচিত শিক্ষার্থীর ওপর পরীক্ষামূলকভাবে চালিয়ে দেখা হয়। এতে বোঝা যায়:

- প্রশ্নগুলো সহজ না কঠিন?
- সময় যথাযথ দেওয়া হয়েছে কিনা?

- কোনো প্রশ্ন বিভ্রান্তিকর কিনা?
- উত্তর মূল্যায়নের পদ্ধতি কার্যকরী কিনা?

উদ্দেশ্য (Purpose):

১. প্রশ্নের **বোধগম্যতা ও উপযোগিতা** যাচাই করা

২. **সময়ের হিসাব** মিলিয়ে দেখা

৩. **ব্যবহারিক সমস্যা** (যেমন – নির্দেশনা অস্পষ্ট, প্রশ্ন পুনরাবৃত্তি, ভুল বানান ইত্যাদি) চিহ্নিত করা

৪. প্রশ্নের **মান ও গুণগত দিক** যাচাই করা (validity, reliability)

উদাহরণ: ধরা যাক, প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য একটি নতুন বাংলা ব্যাকরণ অভীক্ষা তৈরি করা হয়েছে। সেটি চূড়ান্তভাবে ব্যবহার করার আগে একটি বিদ্যালয়ের ২০ জন শিক্ষার্থীর উপর প্রয়োগ করা হলো।

ফলাফল বিশ্লেষণ করে দেখা গেল:

- ৪ নম্বর প্রশ্নটি অধিকাংশ শিক্ষার্থী বুঝতে পারেনি;
- ৭ নম্বর প্রশ্নের উত্তরের একাধিক সম্ভাব্য উত্তর হতে পারে;
- শিক্ষার্থীদের ৪০ মিনিটের পরিবর্তে ৫০ মিনিট লেগেছে।

এক্ষেত্রে চূড়ান্ত পরীক্ষা নেয়ার পূর্বে এসব সমস্যা সমাধান করে **টেস্টটি চূড়ান্তভাবে প্রয়োগ** করা হবে।

সুতরাং পাইলটিং এর উদ্দেশ্য হল মূলত মূল অভীক্ষা প্রয়োগের আগে কিছু শিক্ষার্থীর ওপর পরীক্ষামূলকভাবে প্রয়োগ করে অভীক্ষাপত্রের দুর্বলতা চিহ্নিত করা এবং পরিমার্জনের মাধ্যমে চূড়ান্ত করা।

Uniform Instructions & Timing: সকলের জন্য অভিন্ন সময় এবং নির্দেশনা নিশ্চিত করা

সব শিক্ষার্থী যেন অভিন্ন নির্দেশনা ও সময় পায়। সকল শিক্ষার্থীর জন্য সমান সময় প্রদান একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সেকারণে একই সময়ে পরীক্ষা শুরু করা এবং নির্ধারিত সময় শেষে একযোগে পরীক্ষা শেষ করা জরুরি। একাধিক পরীক্ষার্থীর জন্য সময় বরাদ্দ কম বেশি হলে তাদের প্রাপ্ত নম্বরের মধ্যে তারতম্য তৈরি হবে ফলে টেস্টটি আর আদর্শ থাকবে না। একই কথা পরীক্ষা সংক্রান্ত নির্দেশনা প্রদানের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। সকলের জন্য অভিন্ন নির্দেশনা প্রদান এবং সে অনুসারে অভীক্ষা গ্রহণের প্রয়োজনীয় ভৌত সহায়তা প্রদান করা প্রয়োজন।

উদাহরণ: একাধিক কক্ষে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হলেও সকলের জন্য অভিন্ন সময়, ভৌত সুবিধাদি নিশ্চিত করা এবং অভিন্ন নির্দেশনা প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

গ) অভীক্ষা আদর্শায়ন প্রক্রিয়া

অভীক্ষা আদর্শায়নের ধারাবাহিক প্রক্রিয়া-

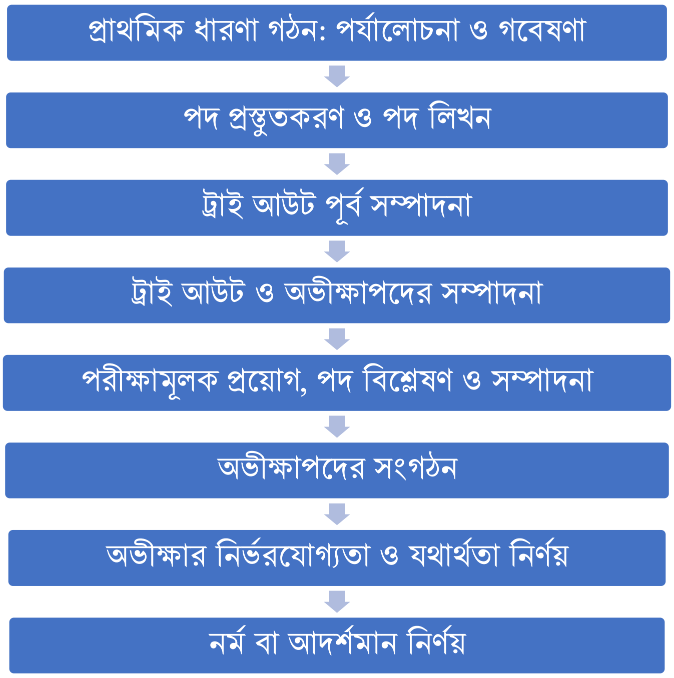

১. প্রাথমিক ধারণা গঠন: পর্যালোচনা ও গবেষণা

অভীক্ষা আদর্শায়নের শুরুতে যে বিষয়ের উপর অভীক্ষা গঠন করা হবে, সেই বিষয়বস্তু সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা গঠন করতে হবে। কোন শ্রেণি বা স্তরের শিক্ষার্থীদের উপর অভীক্ষা প্রয়োগ করা হবে তা নির্ধারণ করতে হয়।

অভীক্ষা প্রণয়নকারী দল শিক্ষাক্রম নির্দেশিকা (Curriculum Guide), পাঠ্যই, সর্বশেষ পেশাগত জার্নাল পর্যালোচনা করেন এবং যে বৈশিষ্ট্য বা দক্ষতা যাচাই করতে হবে তা এবং এগুলো যাচাইয়ের নতুন পদ্ধতি কী হবে সে সম্পর্কে গবেষণা করেন।

২. পদ প্রস্তুতকরণ ও পদলিখন

শিক্ষার্থীর স্তর, বয়স ও মানসিক পরিপক্কতার উপর ভিত্তি করে যে প্রাথমিক ধারণা তৈরি করা হয়, তার ভিত্তিতেই পদ প্রস্তুত করতে হয়। যতটি পদ অভীক্ষায় ব্যবহৃত হবে তার চারগুণ পদ তৈরি করতে হয়। কোন পদের দ্বারা শিক্ষার্থীদের কোন ধরনের শিখন পরিমাপ করা হবে, পদের উত্তর সুনির্দিষ্ট এবং সুস্পষ্ট আছে কিনা; নির্বাচিত পদগুলো শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নের জন্য যথার্থ, নির্ভরযোগ্য এবং নৈর্ব্যক্তিক কিনা ইত্যাদি দিকগুলো লক্ষ্য রাখতে হবে। প্রস্তুতকৃত পদ শিক্ষার্থীদের মানসিক ক্ষমতা, অভিজ্ঞতা ও প্রদত্ত সময়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা এবং নির্বাচিত পদের সংখ্যা পর্যাপ্ত কিনা ইত্যাদি দিকগুলোর উপর সতর্ক দৃষ্টি রেখে প্রস্তুত করতে হয়।

৩. ট্রাই-আউট পূর্ব সম্পাদনা

সাময়িকভাবে প্রস্তুতকৃত অভীক্ষা পদের কার্যকারিতা যাচাইয়ের লক্ষ্যে পদের দৈর্ঘ্য, গঠনস্তর (reading level), শব্দ (Vocabulary), বিন্যাসশৈলী ইত্যাদির জন্য প্রয়োজনীয় সম্পাদনা করা হয়। প্রয়োজনে কোন পদ পরিবর্তন করা হয় বা বাদ দেয়া হয়।

৪. ট্রাই-আউট ও অভীক্ষা পদের সম্পাদনা

তৈরিকৃত অভীক্ষা পদের কার্যকারিতা বিচার অভীক্ষার আদর্শায়নের জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কোন একটি নমুনাদল (যে ধরনের স্তর/বয়স বুদ্ধিমত্তার শিক্ষার্থীদের জন্য তৈরি, তাদের নিয়ে গঠিত দল) নির্বাচন করে সেই দলের উপর প্রস্তুতকৃত অভীক্ষা প্রয়োগ করে, এটি শিক্ষার্থীদের জন্য কতটা উপযোগী অর্থাৎ শিক্ষার্থীরা উত্তরদানে স্বতঃস্ফূর্ত কিনা, কোন রকম সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে কিনা, পদের কাঠিন্যের মাত্রা (difficulty level) বা বিভেদীকরণ ক্ষমতা (discriminating power) ঠিক আছে কিনা ইত্যাদি বিষয়গুলো যাচাই করা হয়।

৫. পরীক্ষামূলক প্রয়োগ, পদ বিশ্লেষণ ও সম্পাদনা

অভীক্ষা পদের কার্যকারিতা প্রাথমিক যাচাইয়ের মাধ্যমে পদের ভুলত্রুটি সংশোধন করে কিংবা পরিমার্জন করে পরীক্ষামূলকভাবে পুনরায় প্রয়োগ করা হয়। এর মাধ্যমে চূড়ান্তভাবে প্রতিনিধিত্বমূলক দলের উপর এর প্রয়োগের পদ্ধতি নির্দেশাবলী, পদের বন্টন, নম্বর প্রদান পদ্ধতি, সময়সীমা চূড়ান্ত সম্পাদনা করা হয়। পরীক্ষামূলক প্রয়োগের পর চূড়ান্ত সম্পাদনের পূর্বে পদ বিশ্লেষণ করতে হয়।

ট্রাই-আউটের পর প্রাপ্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করে তৈরিকৃত অভীক্ষার প্রত্যেকটি পদ বিশ্লেষণ করা হয়। এজন্য অভীক্ষা পদের কাঠিন্যমান, বিভেদীকরণ ক্ষমতা, অভ্যন্তরীণ সংগঠন ঠিক আছে কিনা তা নির্ণয় করা হয়। নির্ণয়ের এই পদ্ধতিকে পদবিশ্লেষণ বলা হয়।

৬. অভীক্ষা পদের সংগঠন

অভীক্ষা পদগুলোকে বিষয়বস্তুর ক্রম যেমন সহজ থেকে কঠিন, উদ্দেশ্যের সামঞ্জস্যতা ও সমন্বয়, বুদ্ধিবৃত্তিক উপলব্ধি এবং প্রয়োগমূলক, বিশ্লেষণ, সংশ্লেষণ ও মূল্যায়ন বিষয়ক অভীক্ষা পদের ধারাবাহিকতানুযায়ী এবং অভীক্ষা পদের সাধারণ কাঠিন্যমানের ভিত্তিতে অভীক্ষাপদ সাজানো হয়।

৭. অভীক্ষার নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতা নির্ণয়

একটি অভীক্ষা যথার্থ এবং এর নির্ভরযোগ্যতার মান উচ্চ না হওয়া পর্যন্ত একে কখনোই আদর্শায়িত অভীক্ষা বলা যাবে না। তাই অভীক্ষা আদর্শায়নে অভীক্ষার যথার্থতার সহগাঙ্ক এবং নির্ভরযোগ্যতা নির্ণয় অতি গুরুত্বপূর্ণ।

৮. নর্ম বা আদর্শমান নির্ণয়

অভীক্ষার আদর্শায়নের জন্য অভীক্ষাপদ এমনভাবে তৈরি করতে হবে যাতে তা সমাজ, স্থান, স্তর এবং সময়ভেদে সকলের কাছে সমানভাবে গ্রহণযোগ্য ও তাৎপর্যপূর্ণ হয়। এ জন্যই অভীক্ষার আদর্শমান নির্ণয় করা হয়। প্রতিনিধিত্বমূলক দলের উপর অভীক্ষা প্রয়োগ ও পুনঃপ্রয়োগের মাধ্যমে আদর্শমান নির্ণয় করা হয়।

ঘ আদর্শ অভীক্ষাপদ নির্ণয় / চিহ্নিত করণ

কর্মপত্র-২

উপরোক্ত আলোচনার আলোকে নিচের সমস্যাগুলি/সম্ভাবনাগুলি কোনটি কোন ধরনের, নির্দেশ করুন।

১. একটি টেস্টে ২০টি এমসিকিউ দিয়ে ৫ মিনিট সময়ে উত্তর দিতে বলা হলো। এতে অর্ধেক শিক্ষার্থী প্রায় অর্ধেক প্রশ্নের উত্তরে আন্দাজে টিক দিতে বাধ্য হলো।

২. ভাষা বিষয়ক একটি টেস্টে শিক্ষার্থীর বোধগম্যতা পরিমাপ করা হবে। কিন্তু সেটি করতে গিয়ে শিক্ষার্থীকে যোগ বিয়োগ করে উত্তর বের করতে হচ্ছে।

৩. শিক্ষক একটি টেস্ট নিলেন। শিক্ষার্থীর কাছে টেস্টটি একটি খেলার মতো মনে হলো। তারা খুব মজা পেলো। শিক্ষক সেখান থেকে তার প্রয়োজনীয় ডেটা বের করলেন; এ ধরনের টেস্টে শিক্ষার্থী শিখনে আরো আগ্রহী হয়ে উঠলো।

৪. লিসার একটি টেস্ট আছে এক সপ্তাহ পরে। সে এই টেস্ট নিয়ে খুবই দুঃশ্চিন্তাগ্রস্থ। তার খেতে ইচ্ছে করে না। রাতে ঘুম হয় না। পত্র পত্রিকায় সে দেখেছে অনেকে এ ধরনের টেস্টে খারাপ করে আত্মহত্যা করেছে। এটি দেখে তার টেস্ট নিয়ে তার দুঃশ্চিন্তা আরো বেড়ে যায়।

৫. কোন একটি টেস্টে শিক্ষার্থী দেখলো যে টেস্ট আইটেমটির উত্তর দেবার জন্য যে জ্ঞান ও দক্ষতা প্রয়োজন সেটি শ্রেণিতে চর্চা করা হয়নি।

৬. কোন একটি টেস্টে পিতার কাছে অর্থ চেয়ে পুত্রকে একখানা পত্র লিখতে বলা হলো।

৭. টিপু ইংরেজিতে একটি টেস্টে ১০০ এর ভিতরে ৯০ পেলো। এই টেস্টের অংশ হিসাবে তাকে ইংরেজিতে একটি ফর্মাল লেটার লিখতে হয়েছিলো। লেটার রাইটিং-এ সে ১০ এর ভিতরে ৯ পেয়েছিল। পত্রটি অন্য একজন শিক্ষক দেখে বললেন টিপুকে বেশি মার্কস দেয়া হয়েছে। আসলে সে ৬ পাবার যোগ্য। অন্য আরেকজন শিক্ষক টিপুকে একই ধরনের আরেকটি ফর্মাল লেটার লিখতে দিলে সে লিখতে পারলো না কারণ সেটি তার পড়া নেই।

সঠিক উত্তর:

১. একটি টেস্টে ২০টি এমসিকিউ দিয়ে ৫ মিনিট সময়ে উত্তর দিতে বলা হলো। এতে অর্ধেক শিক্ষার্থী প্রায় অর্ধেক প্রশ্নের উত্তরে আন্দাজে টিক দিতে বাধ্য হলো। (প্রাকটিক্যালিটির সমস্যা। ২০ টি এমসিকিউ যে ৫ মিনিটে চিন্তাভাবনা করে উত্তর দেয়া যায় না, সেটি টেস্ট ডিজাইনারের আগেই বুঝতে পারা উচিত ছিলো।)

২. ভাষা বিষয়ক একটি টেস্টে শিক্ষার্থীর বোধগম্যতা পরিমাপ করা হবে। কিন্তু সেটি করতে গিয়ে শিক্ষার্থীকে যোগ বিয়োগ করে উত্তর বের করতে হচ্ছে। (এটি ভ্যালিড টেস্ট নয়। এই টেস্টটি ভাষার, গণিতের নয়। টেস্টটি যেভাবে ডিজাইন করার কথা, সেভাবে করা হয়নি। এখানে ভাষার বোধগম্যতার পরিবর্তে গাণিতিক বোধগম্যতার পরিমাপ করা হচ্ছে এবং এর মাধ্যমে টেস্ট অবজেক্টিভ অর্জিত হবে না।

৩. শিক্ষক একটি টেস্ট নিলেন। শিক্ষার্থীর কাছে টেস্টটি একটি খেলার মতো মনে হলো। তাঁরা খুব মজা পেলো। শিক্ষক সেখান থেকে তাঁর প্রয়োজনীয় ডেটা বের করলেন; এ ধরনের টেস্টে শিক্ষার্থী শিখনে আরো আগ্রহী হয়ে উঠলো। (এটি পজেটিভ ওয়াশব্যাকের একটি নমুনা। এটি লো স্টেক টেস্ট যা শিক্ষার্থীকে শিখনে আগ্রহী করে তুলেছে।)

৪. লিসার একটি টেস্ট আছে এক সপ্তাহ পরে। সে এই টেস্ট নিয়ে খুবই দুশ্চিন্তাগ্রস্থ। তার খেতে ইচ্ছে করে না, রাতে ঘুম হয়না। পত্র পত্রিকায় সে দেখেছে অনেকে এধরনের টেস্টে খারাপ করে আত্মহত্যা করেছে। এটি দেখে তার টেস্ট নিয়ে তার দুশ্চিন্তা আরো বেড়ে যায়। (এটি নেগেটিভ ওয়াসব্যাকের একটি নমুনা। এটি একটি হাই স্টেক টেস্ট যা শিক্ষার্থীর ভিতরে ভীতি ও দুশ্চিন্তার সৃষ্তি করেছে। এধরনের টেস্ট শিক্ষার্থীকে শিখনে আগ্রহী করে তুলতে ব্যর্থ হয়।)

৫. কোন একটি টেস্টে শিক্ষার্থী দেখলো যে টেস্ট আইটেমটির উত্তর দেবার জন্য যে জ্ঞান ও দক্ষতা প্রয়োজন সেটি শ্রেণিতে চর্চা করা হয়নি। (এটি একটি ইনভ্যালিড টেস্ট। ক্লাসে যা আলোচনা করা হয়নি, তা পরীক্ষায় দেয়া যাবে না)

৬. কোন একটি টেস্টে পিতার কাছে অর্থ চেয়ে পুত্রকে একখানা পত্র লিখতে বলা হলো। (এটি অথেনটিক টেস্ট নয়। বাস্তব জীবনে এখন আর কোনো শিক্ষার্থী অভিভাবকের কাছে এধরনের চিঠি লেখেনা। এটি শিক্ষার্থীর জ্ঞান, দক্ষতা যাচাই করতেও অপারগ।)

৭. টিপু ইংরেজিতে একটি টেস্টে ১০০ এর ভিতরে ৯০ পেলো। এই টেস্টের অংশ হিসাবে তাকে ইংরেজিতে একটি ফর্মাল লেটার লিখতে হয়েছিলো। সেই পত্রের জন্যেও সে ১০ এর স্কেলে ৯ পেয়েছিলো। পত্রটি অন্য একজন শিক্ষক দেখে বললেন টিপুকে বেশি মার্কস দেয়া হয়েছে। আসলে সে ৬ পাবার যোগ্য। অন্য আরেকজন শিক্ষক টিপুকে একই

ধরনের আরেকটি ফর্মাল লেটার লিখতে দিলে সে লিখতে পারলো না কারণ সেটি তার পড়া নেই। (এটি রিলায়েবিলিটির সমস্যা। কারণ এই টেস্টে শিক্ষার্থী একেকজন টেস্ট গিভারের কাছে একক রকম মার্কস পাচ্ছে। এর কোনটি তাহলে শিক্ষার্থীর সত্যিকারের পারফর্মেন্স ইনডিকেটর?)

তথ্যসূত্র-

১। ধারাবাহিক মূল্যায়ন প্রশিক্ষণার্থী ম্যানুয়াল, প্রশিক্ষণ বিভাগ, প্রাশিঅ। (ফেব্রুয়ারি- ২০২৪)

২। শিক্ষায় পরিমাপ ও মূল্যায়ন, ড. শাহজাহান তপন ও আব্দুর রশিদ, মেট্রো পাবলিকেশন। (অক্টোবর-২০২৩)

৩। শিখন ও শিখনযাচাই, মো. আহসান হাবিব ও সুমেরা আহসান, মিতা ট্রেডার্স। (জানুয়ারি - ২০২০)

অধিবেশন-৬	শূন্যস্থানপূরণ অভীক্ষাপদ

শিখনফল : এ অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

ক. শূন্যস্থান পূরণ অভীক্ষাপদের ধারণা ও বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
খ. শূন্যস্থান পূরণ অভীক্ষাপদ প্রণয়নের নিয়মাবলি বর্ণনা করতে পারবেন;
গ. শূন্যস্থান পূরণ অভীক্ষাপদ প্রণয়ন করতে পারবেন।

সময়: ১.৩০ ঘন্টা

পদ্ধতি ও কৌশল : একক কাজ, প্রশ্নোত্তর, আলোচনা, প্রদর্শন, দলগত কাজ ও অন্যান্য

উপকরণ : পোস্টার পেপার, পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইড কর্মপত্র, তথ্যপত্র ও অন্যান্য

কার্যাবলির বিবরণ

কাজ-ক : শূন্যস্থান পূরণ অভীক্ষাপদ প্রণয়নের ধারণা **সময় : ১৫ মিনিট**

১. অংশগ্রহণকারীগণকে শুভেচ্ছা জানিয়ে অধিবেশন শুরু করুন।

২. অংশগ্রহণকারীদের বলুন, আমরা ছোট একটি কাজের মাধ্যমে অধিবেশনের বিষয়বস্তু সম্পর্কে জানব। সহায়ক তথ্যে প্রদত্ত কর্মপত্র -১ পাওয়ার পয়েন্টে/ পোস্টারপেপারে প্রদর্শন করে একাকী চিন্তাকরে সমাধান করতে বলুন এবং ২/৩ মিনিট শেষে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে থেকে উত্তর শুনুন। আলোচনা শেষে পাওয়ার পয়েন্টে শিখনফল প্রদর্শন করুন।

২. শূন্যস্থানপূরণ অভীক্ষাপদের বৈশিষ্ট্য সংক্রান্ত কর্মপত্র -২, প্রতি দুইজনে একটি করে সরবরাহ করে জোড়ায় আলোচনা করে তাদের মতামত লিখতে বলুন। ২/৩ মিনিট শেষে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে থেকে উত্তর শুনুন। আলোচনার মাধ্যমে তাদের ধারণা সুস্পষ্ট করুন।

কাজ-খ : শূন্যস্থান পূরণ অভীক্ষাপদ প্রণয়নের নিয়মাবলি **সময় : ২৫ মিনিট**

১. অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন, আমরা শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নের জন্য এই ধরনের অভীক্ষাপদ প্রণয়নের সময় কিছু নিয়ম অনুসরণ করে থাকি। তাদের ধারনা থেকে কী নিয়ম অনুসরণ করা প্রয়োজন তা ২/৩ জনকে বলতে বলুন।
২. পোস্টারে / পাওয়ার পয়েন্টে নিয়মাবলি কর্মপত্র-৩ প্রদর্শন করে নমিনেশন স্টিক ব্যবহার করে নির্দেশনা অনুসারে একটি করে শূন্যস্থান পূরণ অভীক্ষাপদ প্রণয়নের নিয়মাবলি বলতে বলুন।
৩. অন্যদের মনযোগ দিয়ে শুনতে বলুন এবং সঠিক উত্তর মিলিয়ে ভিন্নরকম উত্তর থাকলে তাও বিনিময় করতে দিন।

৪. সবগুলো শূন্যস্থানের নিয়মাবলি পাওয়ার পয়েন্ট/ পোস্টার পেপার এ প্রর্দশন করুন। প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে বিষয়টি স্পষ্ট করুন এবং প্রয়োজনে ফলাবর্তন দিন।

কাজ-গ : উপমডিউল ভিত্তিক শূন্যস্থান পূরণ অভীক্ষাপদ প্রণয়ন করা   সময় : ৪৫ মিনিট

১. অংশগ্রহণকারীগণের উদ্দেশ্যে বলুন, আমরা পূর্ব অধিবেশনে শূন্যস্থান পূরণ অভীক্ষাপদের বৈশিষ্ট্য এবং প্রণয়নের নিয়মাবলি উদাহরণসহ জেনেছি । এখন আমরা নির্ধারিত বিষয়ের উপর নিয়মাবলি অনুসরণ করে শূন্যস্থান পূরণ অভীক্ষাপদ প্রণয়ন করব।
২. অংশগ্রহণকারীদের ৫টি দলে ভাগ করুন , প্রতি দলে নিম্নের বিষয়গুলো থেকে (একটি দলকে একটি বিষয়) ০৫টি করে শূন্যস্থান অভীক্ষা পদ প্রণয়ন করতে বলুন।
৩. ২০ মিনিটের মধ্যে কাজটি সম্পন্ন করতে বলবেন। শূন্যস্থান পূরণ অভীক্ষাপদ এর নিয়মাবলি সরবরাহ করুন।

<table>
<tr><th>দল</th><th>বিষয় / উপমডিউল</th><th>কাজ</th></tr>
<tr><td>১</td><td>১.৪ নেতুত্ব</td><td rowspan="5">□□□□□□□□□ দল
নিয়মাবলি অনুসরণ ০৫টি
শূন্যস্থান পূরণ অভীক্ষাপদ
প্রণয়ন করা ।
২০ মিনিট</td></tr>
<tr><td>২</td><td>২.১ শিশুর বিকাশ ও শিখন আচরন</td></tr>
<tr><td>৩</td><td>১.৩ শিখনক্ষেত্র, শিক্ষাক্রম এবং মূল্যায়ন: অভীক্ষাপদ</td></tr>
<tr><td>৪</td><td>৩.৯ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি)</td></tr>
<tr><td>৫</td><td>৪.২ শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য শিক্ষা</td></tr>
</table>

৩. দলগত কাজ শেষে পর্যায়ক্রমে সকল দলের কাজ উপস্থাপন □□□ □□□□□ □□□□□□ করুন ।
৪. প্রতি দলের কাজ উপস্থাপন শেষে ধন্যবাদ দিয়ে কার্যক্রমের সার সংক্ষেপ করুন।

৫. তথ্যপত্রে প্রদত্ত উদাহরণসহ কয়েকটি অভীক্ষাপদ প্রদর্শন করে আলোচনার মাধ্যমে ধারণা সমৃদ্ধ করুন।

অধিবেশনের সারসংক্ষেপ   সময় : ৫ মিনিট

১. এই অধিবেশনের অর্জিত ধারণা বলতে বলুন।
২. তাদের উত্তরের সাথে মিল করে অধিবেশনের সার সংক্ষেপ করুন।
৩. সময় হলে কতিপয় শূন্যস্থানপূরণ অভীক্ষাপদের নমুনা প্রদর্শণ করুন।
৪. অংশগ্রহণকারীগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে এই অধিবেশন সমাপ্ত করুন।

সহায়ক তথ্য	অধিবেশন-৬ : শূন্যস্থান পূরণ অভীক্ষাপদ

ক) কর্মপত্র -১

উপযুক্ত শব্দ ব্যবহার করে শূন্যস্থান পূরণ করুন ।

ক.গাঠনিক মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর শিখন দূর্বলতা চিহ্নিত করে .... দেওয়া যায়।
খ. There are five stages of teaching .... ।
গ. বিয়োগ হল --------- বিপরীত প্রক্রিয়া ।
ঘ. কোন কিছু মনোযোগ দিয়ে দেখাকে বলি .... ।
ঙ. বর্ষাকালে .... ফোটে ।
চ. সূর্য আমাদের .... দেয় ।

[কর্মপত্র- ১ এর উত্তর: ক) ফলাবর্তন খ) Vocabulary গ) ভাগের ঘ) পর্বেক্ষণ ঙ) শাপলা ফুল চ) আলো]

কর্মপত্র-২:

	বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা করে আপনার মতামত দিন	একমত	একমত নই
১	শূন্যস্থানপূরণ হল নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষাপদ, যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের অর্জিত জ্ঞান বা পারদর্শিতা যাচাই করা হয়ে থাকে।		
২	শূন্যস্থান অভীক্ষা মূল্যায়নকারীর ব্যক্তিগত ইচ্ছা, পছন্দ, মতামত ইত্যাদির প্রভাব মুক্ত।		
৩	এ ধরনের অভীক্ষা সম্পূর্ণভাবে শিখনফল ও বিষয় নির্ভর কিন্তু ব্যক্তি নির্ভর নয়।		
৪	সঠিক উত্তরে জন্য পূর্ণ নম্বর প্রদান করা হয় এবং ভুল উত্তরের জন্য কোন নম্বর প্রদান করা হয় না।		
৫	শূন্যস্থান অভীক্ষার উত্তর প্রদানের জন্য নিয়ন্ত্রিত এবং অনিয়ন্ত্রিত নির্দেশনা ব্যবহার করা হয়। ❖ যেমন; উপযুক্ত শব্দ বসিয়ে বাক্য পূর্ণ কর। (অনিয়ন্ত্রিত) সূর্য আমাদের .... দেয়। এখানে বাক্যের শুদ্ধতার জন্য উপযুক্ত শব্দ বসিয়ে অর্থপূর্ণ বাক্য লিখলে সঠিক হবে এবং উত্তর দাতার স্বাধীনতা রয়েছে। (কিরণ, আলো, তাপ যে কোন উত্তরের জন্য বাক্য সঠিক হবে।) ❖ যেমন: নিচের শব্দগুলো থেকে শব্দ বসিয়ে বাক্য পূর্ণ কর । (নিয়ন্ত্রিত) গোলাপ, শাপলা, টগর বর্ষাকালে .... ফোটে । (এখানে শুধু শাপলা শব্দটি প্রযোজ্য, উত্তর দাতার স্বাধীনতা নেই)		
৬	শূন্যস্থান পূরণ একটি সরবরাহধর্মী অভীক্ষাপদ হলেও স্মৃতি নির্ভর। শিক্ষার্থী মুখস্ত করে উত্তর প্রদান করে । এখানে চিন্তা বা সৃজনশীলতার সুযোগ খুব কম থাকে।		

শূন্যস্থান পূরণ অভীক্ষাপদের বৈশিষ্ট্য:

১. শূন্যস্থানপূরণ হলো নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষাপদ, যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের অর্জিত জ্ঞান বা পারদর্শিতা যাচাই করা হয়ে থাকে।

২. শূন্যস্থান অভীক্ষা মূল্যায়নকারীর ব্যক্তিগত ইচ্ছা, পছন্দ, মতামত ইত্যাদির প্রভাব মুক্ত।

৩. এ ধরনের অভীক্ষা সম্পূর্ণভাবে শিখনফল ও বিষয় নির্ভর কিন্তু ব্যক্তি নির্ভর নয়।

৪. সঠিক উত্তরে জন্য পূর্ণ নম্বর প্রদান করা হয় এবং ভুল উত্তরের জন্য কোন নম্বর প্রদান করা হয় না।

৫. শূন্যস্থান অভীক্ষার উত্তর প্রদানের জন্য যথাযথ নির্দেশনা প্রদান / ব্যবহার করা হয়।

❖ যেমন; উপযুক্ত শব্দ বসিয়ে শূন্যস্থান পূরণ কর।

সূর্য আমাদের .... দেয়। এখানে বাক্যের শুদ্ধতার জন্য উপযুক্ত শব্দ বসিয়ে অর্থপূর্ণ বাক্য লিখলে সঠিক হবে এবং উত্তর দাতার স্বাধীনতা রয়েছে। (কিরণ, আলো, তাপ যে কোন উত্তরের জন্য বাক্য সঠিক হবে।)

❖ যেমন: নিচের শব্দগুলো থেকে শব্দ বসিয়ে বাক্য পূর্ণ কর ।

গোলাপ, শাপলা, টগর

বর্ষাকালে .... ফোটে । (এখানে শুধু শাপলা শব্দটি প্রযোজ্য, উত্তর দাতার স্বাধীনতা নেই)

৬. শূন্যস্থান পূরণ করতে বলা একটি সরবরাহধর্মী অভীক্ষাপদ হলেও স্মৃতি নির্ভর। শিক্ষার্থী মুখস্ত করে উত্তর প্রদান করে । এখানে কোন চিন্তা বা সৃজনশীলতার সুযোগ খুব কম থাকে।

(নিয়ন্ত্রিত শূন্যস্থানপূরণ অভীক্ষাপদ প্রণয়নের ক্ষেত্রে সঠিক উত্তরের শব্দগুলো এলোমেলোভাবে দিতে হবে, ক্রমানুসারে নয়)

খ) শূন্যস্থান পূরণ অভীক্ষাপদ প্রণয়নের নিয়মাবলি :

১.উত্তরগুলো সংক্ষিপ্ত ও দৃঢ়বদ্ধ/ সংগত হওয়া আবশ্যক।
২.শূন্যস্থান যাচাই করার ক্ষেত্রে দীর্ঘ এবং জটিল বাক্য পরিহার করতে হবে।
৩.একটি অভীক্ষার জন্য একাধিক শূন্যস্থান না রাখা ভালো।
৪.অবিকল পাঠ্য বইয়ের ভাষা ব্যবহার না করা ভালো।
৫.এ ধরনের অভীক্ষা তৈরির সময় যথোপযুক্ত একটি বাক্য বা বিবৃতি গঠন/নির্বাচন করে তা থেকে প্রধান একটি শব্দ বাদ দিয়ে শূন্যস্থান বের করতে হবে।
৬.শূন্যস্থান বাক্যের শুরুতে না রাখা ভাল।
৭.নির্ধারিত শব্দ, শব্দার্থ সরবরাহ করে বা বক্সে প্রদান করে বাছাই করার মাধ্যমে শূন্যস্থান পূরণ অভীক্ষাপদ তৈরী করা যেতে পারে।
৮.নির্ধারিত ছক পূরণের নিমিত্তে শূন্যস্থান পূরণ অভীক্ষাপদ ব্যবহার করা যেতে পারে।
৯.প্রদত্ত অনুচ্ছেদ/ টেক্সট পাঠ করার পর শূন্যস্থান পূরণ করবে এরূপ ভাবেও শূন্যস্থান অভীক্ষাপদ ব্যবহার করা যেতে পারে।

১০. নিয়ন্ত্রিত শূন্যস্থানপূরণ অভীক্ষাপদ প্রণয়নের ক্ষেত্রে সঠিক উত্তরের শব্দগুলো ক্রমানুসারে না দিয়ে এলোমেলোভাবে দিতে হবে।

<u>শূন্যস্থান পূরণ অভীক্ষাপদের কতিপয় নমুনা:</u>

(১) উপযুক্ত শব্দ ব্যবহার করে শূন্যস্থান পূরণ কর (প্রাথমিক বিজ্ঞান-৪র্থ ও ৫ম)

ক. জীব তার প্রয়োজনীয় সকল বস্তু------------- থেকে পেয়ে থাকে।

খ. উদ্ভিদ নিজের খাদ্য----------- তৈরি করে।

গ. উট তার পিঠের কুঁজে---------জমিয়ে রাখে।

ঘ. ডায়রিয়া হলে আমাদের ----------গ্রহণ করা উচিত।

ঙ. পাখি, মৌমাছি উত্যাদি উদ্ভিদের---------সাহায্য করে।

চ. একাধিক খাদ্য শৃঙ্খল একত্রিত হয়ে------------তৈরি করে।

ছ. বাষ্প থেকে তরলে পরিণত হওয়াকে-----------বলে।

জ. পদার্থ হলো অসংখ্য----------সমষ্টি।

(২) উপযুক্ত শব্দ ব্যবহার করে শূন্যস্থান পূরণ কর (বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়-৪র্থ ও ৫ম)

ক. পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে-------------রয়েছে।

খ. ভালো আচরণ করাই হলো--------।

গ. বৃষ্টি মাটির জন্য---------।

ঘ. আমাদের দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায়------------নারী ও ----------পুরুষ।

ঙ. মারমারা----------পদ্ধতিতে চাষ করেন।

চ. নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা-------------যুদ্ধে পরাজিত হয়েছিলেন।

ছ. লালবাগ দুর্গটি সম্পূর্ণ-----------তৈরি।

জ. মুক্তিবাহিনীকে তিনটি----------ফোর্সে ভাগ করা হয়েছিল।

ঝ. সোনারগাঁও---------নদীর তীরে অবস্থিত।

ঞ.কাগজ তৈরি হয়---------থেকে

(৩) উপযুক্ত শব্দ ব্যবহার করে শূন্যস্থান পূরণ কর (ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা-৪র্থ ও ৫ম)

ক. আকাঈদ হলো------------শব্দের বহুবচন।

খ. যার ঈমান আছে তাকে বলে-----------।

গ. শিরক হলো----------বিপরীত শব্দ।

ঘ.ওযু ছাড়া --------আদায় হয় না।

ঙ.সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত হলো----------।

চ. আরবি হরফ উচ্চারণের------------স্থান রয়েছে।

ছ. ---------ইমানের অঙ্গা।

জ. সালাত-----------চাবি।

ঝ. সাওমের মূল উদ্দেশ্য--------অর্জন করা।

ঞ. -----------সন্তুষ্টি লাভের লক্ষ্যে আকিকা করতে হয়।

(৪) Read the text and answer the questions (English-Class-4).

It was a hot summer day. A crow was very thirsty. He flew from one place to another place in search of water. But there was not a drop of water anywhere. All the ponds and ditches had dried up.

The crow flew a long distance and was tired. Suddenly he saw a pitcher under a tree. The crow flew down and sat on the pitcher. He looked into the pitcher. The pitcher had a little water. But the crow could not reach it.

He looked around and saw some pebbles. He picked up the pebbles one by one with his beak.

He dropped them into the pitcher. Soon the water came up to the mouth of the pitcher. The crow drank the water and flew away happily.

Complete the sentences by using the following words:

water	sat	not	search	pitcher	pebbles

a) The crow was looking---------.
b) He flew here and there in -------- of water.
c) He found---------a drop of water.
d) The crow-------on the pitcher.
e) He was ----------able to drink.

(৫) মনে কর তোমার বিদ্যালয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে তুমি গানে অংশগ্রহণ করতে চাও, তোমার নাম সুলতানা, তুমি ৪র্থ শ্রেণিতে পড়, রোল নম্বর ২, তোমার পিতার নাম মো: রফিক মিয়া, মাতার নাম সালেহা বানু। প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে নিচের ছকটি পূরণ কর (বাংলা-৪র্থ শ্রেণি) **সদস্য ফরম পূরণ**

১. শিক্ষার্থীর নাম------------
২. পিতার নাম----------
৩. মাতার নাম----------
৪. শ্রেণি---------- রোল------------
৫. যে বিষয়ে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক----------

তথ্যপত্র – শূন্যস্থানপূরণ

<u>শূন্যস্থান পূরণ অভীক্ষা পদের বৈশিষ্ট্য :</u>

১. শূন্যস্থানপূরণ হল নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষাপদ, যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের অর্জিত জ্ঞান বা পারদর্শিতা যাচাই করা হয়ে থাকে।

২. শূন্যস্থান অভীক্ষা মূল্যায়নকারীর ব্যক্তিগত ইচ্ছা, পছন্দ, মতামত ইত্যাদির প্রভাব মুক্ত।

৩. এ ধরনের অভীক্ষা সম্পূর্ণভাবে শিখনফল ও বিষয় নির্ভর কিন্তু ব্যক্তি নির্ভর নয়।

৪. সঠিক উত্তরে জন্য পূর্ণ নম্বর প্রদান করা হয় এবং ভুল উত্তরের জন্য কোন নম্বর প্রদান করা হয় না।

৫. শূন্যস্থান অভীক্ষার উত্তর প্রদানের জন্য যথাযথ নির্দেশনা প্রদান / ব্যবহার করা হয়।

- ❖ যেমন; উপযুক্ত শব্দ বসিয়ে শূন্যস্থান পূরণ কর।

সূর্য আমাদের .... দেয়। এখানে বাক্যের শুদ্ধতার জন্য উপযুক্ত শব্দ বসিয়ে অর্থপূর্ণ বাক্য লিখলে সঠিক হবে এবং উত্তর দাতার স্বাধীনতা রয়েছে। (কিরণ, আলো, তাপ যে কোন উত্তরের জন্য বাক্য সঠিক হবে।)

- ❖ যেমন: নিচের শব্দগুলো থেকে শব্দ বসিয়ে বাক্য পূর্ণ কর ।

গোলাপ, শাপলা, টগর

বর্ষাকালে .... ফোটে । (এখানে শুধু শাপলা শব্দটি প্রযোজ্য, উত্তর দাতার স্বাধীনতা নেই)

৬. শূন্যস্থান পূরণ করতে বলা একটি সরবরাহধর্মী অভীক্ষাপদ হলেও স্মৃতি নির্ভর। শিক্ষার্থী মুখস্ত করে উত্তর প্রদান করে । এখানে কোন চিন্তা বা সৃজনশীলতার সুযোগ খুব কম থাকে।

<u>শূন্যস্থান **পূরণ অভীক্ষাপদের প্রণয়নের নিয়মাবলি** :</u>

১.উত্তরগুলো সংক্ষিপ্ত ও দৃঢ়বদ্ধ/ সংগত হওয়া আবশ্যক।
২.শূন্যস্থান যাচাই করার ক্ষেত্রে দীর্ঘ এবং জটিল বাক্য পরিহার করতে হবে।
৩.একটি অভীক্ষার জন্য একাধিক শূন্যস্থান না রাখা ভালো।
৪.অবিকল পাঠ্য বইয়ের ভাষা ব্যবহার না করা ভালো।
৫.এ ধরনের অভীক্ষা তৈরির সময় যথোপযুক্ত একটি বাক্য বা বিবৃতি গঠন/নির্বাচন করে তা থেকে প্রধান একটি শব্দ বাদ দিয়ে শূন্যস্থান বের করতে হবে।
৬.শূন্যস্থান বাক্যের শুরুতে না রাখা ভাল।
৭.নির্ধারিত শব্দ, শব্দার্থ সরবরাহ করে বা বক্সে প্রদান করে বাছাই করার মাধ্যমে শূন্যস্থান পূরণ অভীক্ষাপদ তৈরী করা যেতে পারে।
৮.নির্ধারিত ছক পূরণের নিমিত্তে শূন্যস্থান পূরণ অভীক্ষাপদ ব্যবহার করা যেতে পারে।
৯.প্রদত্ত অনুচ্ছেদ/ টেক্সট পাঠ করার পর শূন্যস্থান পূরণ করবে এরূপ ভাবেও শূন্যস্থান অভীক্ষাপদ ব্যবহার করা যেতে পারে।

১০. নিয়ন্ত্রিত শূন্যস্থানপূরণ অভীক্ষাপদ প্রণয়নের ক্ষেত্রে সঠিক উত্তরের শব্দগুলো ক্রমানুসারে না দিয়ে এলোমেলোভাবে দিতে হবে।

ক) কর্মপত্র -১

উপযুক্ত শব্দ ব্যবহার করে শূন্যস্থান পূরণ করুন ।

ক.গাঠনিক মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর শিখন দূর্বলতা চিহ্নিত করে .... দেওয়া যায়।
খ. There are five stages of teaching .... ।
গ. বিয়োগ হল --------- বিপরীত প্রক্রিয়া ।
ঘ. কোন কিছু মনোযোগ দিয়ে দেখাকে বলি .... ।
ঙ. বর্ষাকালে .... ফোটে ।
চ. সূর্য আমাদের .... দেয় ।

কর্মপত্র-২:

	বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা করে আপনার মতামত দিন	একমত	একমত নই
১	শূন্যস্থানপূরণ হল নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষাপদ, যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের অর্জিত জ্ঞান বা পারদর্শিতা যাচাই করা হয়ে থাকে।		
২	শূন্যস্থান অভীক্ষা মূল্যায়নকারীর ব্যক্তিগত ইচ্ছা, পছন্দ, মতামত ইত্যাদির প্রভাব মুক্ত।		
৩	এ ধরনের অভীক্ষা সম্পূর্ণভাবে শিখনফল ও বিষয় নির্ভর কিন্তু ব্যক্তি নির্ভর নয়।		
৪	সঠিক উত্তরে জন্য পূর্ণ নম্বর প্রদান করা হয় এবং ভুল উত্তরের জন্য কোন নম্বর প্রদান করা হয় না।		
৫	শূন্যস্থান অভীক্ষার উত্তর প্রদানের জন্য নিয়ন্ত্রিত এবং অনিয়ন্ত্রিত নির্দেশনা ব্যবহার করা হয়। ❖ যেমন; উপযুক্ত শব্দ বসিয়ে বাক্য পূর্ণ কর। (অনিয়ন্ত্রিত) সূর্য আমাদের .... দেয়। এখানে বাক্যের শুদ্ধতার জন্য উপযুক্ত শব্দ বসিয়ে অর্থপূর্ণ বাক্য লিখলে সঠিক হবে এবং উত্তর দাতার স্বাধীনতা রয়েছে। (কিরণ, আলো, তাপ যে কোন উত্তরের জন্য বাক্য সঠিক হবে।) ❖ যেমন: নিচের শব্দগুলো থেকে শব্দ বসিয়ে বাক্য পূর্ণ কর । (নিয়ন্ত্রিত) গোলাপ, শাপলা, টগর বর্ষাকালে .... ফোটে । (এখানে শুধু শাপলা শব্দটি প্রযোজ্য, উত্তর দাতার স্বাধীনতা নেই)		
৬	শূন্যস্থান পূরণ করতে বলা একটি সরবরাহধর্মী অভীক্ষাপদ হলেও স্মৃতি নির্ভর। শিক্ষার্থী মুখস্ত করে উত্তর প্রদান করে । এখানে কোন চিন্তা বা সৃজনশীলতার সুযোগ খুব কম থাকে।		

কর্মপত্র -৩: শূন্যস্থান পূরণ

নিচের প্রদত্ত শব্দগুলো থেকে উপযুক্ত শব্দ ব্যাবহার করে অর্থপূর্ণ বাক্য তৈরী করুন ।
(সংক্ষিপ্ত , জটিল বাক্য , একাধিক , ব্যবহার, শূন্যস্থান, শুরুতে , অভীক্ষাপদ,
ছক পূরণের, ব্যবহার)

১.উত্তরগুলো .... ও দৃঢ়বদ্ধ/ সংগত হওয়া আবশ্যক।
২.শূন্যস্থান যাচাই করার ক্ষেত্রে দীর্ঘ এবং ....পরিহার করতে হবে।
৩.একটি বাক্যে .... শূন্যস্থান না রাখা ভালো।
৪.অবিকল পাঠ্য বইয়ের ভাষা .... না করা ভালো।
৫.এ ধরনের অভীক্ষা তৈরির সময় যথোপযুক্ত একটি বাক্য বা বিবৃতি গঠন/নির্বাচন করে তা থেকে প্রধান একটি শব্দ বাদ দিয়ে .... বের করতে হবে।
৬.শূন্যস্থান বাক্যের .... না রাখা ভাল।
৭.নির্ধারিত শব্দ, শব্দার্থ সরবরাহ করে বা বক্সে প্রদান করে বাছাই করার মাধ্যমে শূন্যস্থান পূরণ .... তৈরী করা যেতে পারে।
৮.নির্ধারিত .... নিমিত্তে শূন্যস্থান পূরণ অভীক্ষাপদ ব্যবহার করা যেতে পারে।
৯.প্রদত্ত অনুচ্ছেদ/ টেক্সট পাঠ করার পর শূন্যস্থান পূরণ করবে এরূপ ভাবেও শূন্যস্থান অভীক্ষাপদ ....করা যেতে পারে।

(এবার আপনারা এই অভীক্ষাপদ দেখে একটি নিয়ম তৈরী করুন)

(নিয়ন্ত্রিত শূন্যস্থানপূরণ অভীক্ষাপদ প্রণয়নের ক্ষেত্রে সঠিক উত্তরের শব্দগুলো এলোমেলোভাবে দিতে হবে,ক্রমানুসারে নয়)

অধিবেশন-৭	মিলকরণ অভীক্ষাপদ

শিখনফল : এ অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

ক. মিলকরণ অভীক্ষাপদের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
খ. মিলকরণ অভীক্ষাপদ প্রণয়নের নিয়মাবলি বর্ণনা করতে পারবেন;
গ. মিলকরণ অভীক্ষাপদ প্রণয়ন করতে পারবেন।

সময়: ১.৩০ ঘন্টা

পদ্ধতি ও কৌশল: একক কাজ, প্রশ্নোত্তর, আলোচনা, প্রদর্শন, দলগত কাজ ও অন্যান্য

উপকরণ: পোস্টার পেপার, উপমডিউলভিত্তিক ম্যানুয়াল, কর্মপত্র, পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইড ও অন্যান্য

কার্যাবলির বিবরণ

কাজ-ক : মিলকরণ অভীক্ষাপদের ধারণা **সময় : ১৫ মিনিট**

১. অংশগ্রহণকারীগণকে শুভেচ্ছা জানিয়ে অধিবেশন শুরু করুন।

২. অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন- "আমরা ছোট একটি কাজের মাধ্যমে অধিবেশনের বিষয়বস্তু সম্পর্কে জানব"। সহায়ক তথ্যে প্রদত্ত কর্মপত্রটি সরবরাহ করুন এবং ২/৩ মিনিট জোড়ায় আলোচনা করে সমাধান করতে বলুন।

৩. আলোচনা শেষে কয়েকটি জোড়ার উত্তর শুনুন । পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইডে অধিবেশনের শিখনফল প্রদর্শন করুন।

৪. অংশগ্রহণকারীগণকে নিচের প্রশ্নগুলো করুন-

- মিলকরণ কী ধরনের অভীক্ষাপদ?
- মিলকরণ অভীক্ষাপদের বৈশিষ্ট্য কী?
- এই অভিক্ষাপদের মাধ্যমে কোন ধরনের জ্ঞান পরিমাপ করা যায় ?

৫. কয়েক জনের উত্তর শুনুন। এরপর সম্ভাব্য উত্তরের সাহায্যে আলোচনার মাধ্যমে তাদের ধারণা সুস্পষ্ট করুন।

সম্ভাব্য উত্তর:
মিলকরণ হল নৈর্ব্যক্তিক ধরনের অভীক্ষাপদ, যার মাধ্যমে পরস্পর বিচ্ছিন্ন দুইটি শব্দ, শব্দগুচ্ছ, বাক্যাংশকে অর্থপূর্ণ করার জন্য মিল করা হয়।

- এ ধরনের অভীক্ষা সম্পূর্ণভাবে শিখনফল ও বিষয় নির্ভর।
- এই ধরনের অভীক্ষার ক্ষেত্রে সঠিক উত্তরে জন্য পূর্ণ নম্বর প্রদান করা হয় এবং ভুল উত্তরের জন্য কোন নম্বর প্রদান করা হয় না।
- শিক্ষার্থী মুখস্ত করে ও বুঝে উত্তর প্রদান করতে হয়।
- এখানে কোন সৃজনশীলতার সুযোগ থাকে না;তবে উল্লিখিত উদ্দীপকের উপর চিন্তা করে মিলাতে হয়।
- মিলকরণ অভীক্ষাপদে দুইটি অংশ থাকে; প্রথম অংশকে বলা হয় promise এবং দ্বিতীয় অংশকে বলা হয় response।
- ❖ মিলকরণ অভীক্ষাপদ দ্বারা সাধারণত স্মৃতি নির্ভর তথা জ্ঞানমূলক ও অনবুধাবনমূলক দক্ষতা পরিমাপ করা হয়।

কাজ-খ : মিলকরণ অভীক্ষাপদ প্রণয়নের নিয়মাবলি **সময় : ১৫ মিনিট**

১. অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন, আমরা শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নের জন্য এই ধরনের অভীক্ষাপদ প্রণয়নের সময় কিছু নিয়ম অনুসরণ করে থাকি। জোড়ায় আলোচনা করে মিলকরণ অভীক্ষাপদ প্রনয়নের নিয়মগুলো নোট খাতায় লিখুন।
২. একজন অংশগ্রহণকারী দ্বারা জোড়া থেকে নিয়মগুলো শুনে বোর্ডে লিখুন।
৩. এবার পূর্বে প্রস্তুতকৃত মিলকরণ অভীক্ষাপদ প্রণয়নের নিয়মাবলি পাওয়ার পয়েন্ট/ পোস্টার পেপার এ প্রর্দশন করুন। প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে বিষয়টি স্পষ্ট করুন।
৪. প্রয়োজনে ফলাবর্তন দিন এবং ধন্যবাদ দিয়ে কাজটি সমাপ্ত করুন।

কাজ-গ : উপমডিউল ভিত্তিক মিলকরণ অভীক্ষাপদ প্রণয়ন **সময় : ৫৫ মিনিট**

১. দলগত কাজ: অংশগ্রহণকারীদের ৬টি দলে ভাগ করুন। প্রতি দলে নিম্নের বিষয়গুলো থেকে উপমডিউলভিত্তিক ৫টি মিলকরণ অভীক্ষাপদ প্রণয়ন করতে নির্দেশনা দিন। উপমডিউলভিত্তিক ম্যানুয়াল সরবরাহ করুন।
২. সময় নির্ধারণ করে দিন। নিচের ছকটি পাওয়ার পয়েন্টে প্রদর্শন করুন। ঘুরে ঘুরে দলগত কাজ পর্যবেক্ষণ করুন এবং প্রয়োজনে সহায়তা দিন।

দল	উপমডিউল	কাজ
১	২.১ শিশুর বিকাশ ও শিখন আচরন	নিয়মাবলি অনুসরণ করে ২টি গুচ্ছে ৫টি মিলকরণ অভীক্ষা প্রণয়ন করা
২	৩.৩ বাংলা	
৩	৩.৪ ইংরেজি	
৪	৩.৫ গণিত	
৫	৩.৬ প্রাথমিক বিজ্ঞান	
৬	৩.৭বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়	

২. দলগত কাজ শেষে পর্যায়ক্রমে সকল দলের কাজ উপস্থাপন করতে বলুন এবং পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত করুন ।

অধিবেশনের সারসংক্ষেপকরণ **সময় : ৫ মিনিট**

১. নমিনেশন স্টিক ব্যবহার করে কয়েকজন অংশগ্রহণকারীকে তাদের অর্জিত ধারণা বিনিময় করতে সহায়তা করুন।
২. এই অধিবেশনে কোনদিকগুলো অস্পষ্ট রয়েছে তা জিজ্ঞাসা করুন এবং প্রয়োজনীয় ফিডব্যাক দিন।
৩. অংশগ্রহণকারীগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে এই অধিবেশন সমাপ্ত করুন।

সহায়ক তথ্য **অধিবেশন-৭ : মিলকরণ অভীক্ষাপদ**

কর্মপত্র-১

বাম পাশের শব্দের সাথে ডান পাশের শব্দ দাগটেনে মিল করুন ।

খাদ্যশস্য	আম
শাকসবজি	দই
ফল	কলিজা
তেল ও চর্বি	ফুলকপি
দুগ্ধজাত খাদ্য	চাল
	সয়াবিন
	মাছ

কর্মপত্র-১ এর উত্তর

খাদ্যশস্য	আম
শাকসবজি	দই
ফল	কলিজা
তেল ও চর্বি	ফুলকপি
দুগ্ধজাত খাদ্য	চাল
	সয়াবিন
	মাছ

মিলকরণ (matching)

মিলকরণ অভীক্ষাপদের মাধ্যমে মূলত ধারণা (concept) সমূহের মধ্যে সংযোগ সৃষ্টির ক্ষমতাকে পরিমাপ করা হয়। এই অভীক্ষাপদের মাধ্যমে সাধারণত সরল শিখনফল যাচাই করা সম্ভব। এই ধরনের অভীক্ষাপদে দুই প্রস্থ তালিকা থাক;প্রথম অংশকে promise এবং দ্বিতীয় অংশকে response বলে।প্রদত্ত পদ বা বিষয়বস্তুকে চিন্তা করে পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের জন্য দেওয়া হয়। সম্পর্ক স্থাপনের ভিত্তি ঐতিহাসিক ঘটনা,তারিখ, ফলাফল, আবিষ্কার বা আবিষ্কারক,পুস্তক,গ্রন্থাগার ইত্যাদি যেকোন কিছু হতে পারে।

মিলকরণ অভীক্ষাপদ গঠনের নিয়মাবলি

১.মিলকরণ অভীক্ষাপদ গঠনকালীন প্রাসঙ্গিক উপাদানগুলো যাতে সমরূপ হয় এর প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে। যেমন-

ব্যক্তি (person) →	সাফল্য (achivements)
তারিখ (date) →	ঐতিহাসিক ঘটনা (history)
পদ (Terms) →	সংজ্ঞা (definitions)
নিয়ম (rules) →	উদাহরণ (example)
প্রতীক (symbols) →	ধারণা (Concepts)
লেখক (Authors) →	গ্রন্থের শিরোনাম (title of books)
বিদেশী শব্দ (foreign words) →	ইংরেজী সমতুল্য (English synonym)
যন্ত্র (machines) →	ব্যবহার (usages)
উদ্ভিদ এবং প্রাণি (plants and animals) →	শ্রেণীবদ্ধকরণ (classification)
নীতি (principle) →	দৃষ্টান্ত (illustrations)
যন্ত্রাংশ (parts) →	কাজ (functions)

২. promise এর তুলনায় response দেড়গুণ বেশি রাখতে হবে যাতে শিক্ষার্থীরা অনুমানের উপর উত্তর প্রদানে বাধাগ্রস্থ হয়।Response এর অংশ (কম শব্দ) ছোট হবে।

৩. অভীক্ষাপদের তালিকা তৈরি করতে হবে।

৪. কোনো জোড়ার প্রতি যাতে কোন প্রকার ইঙ্গিত না থাকে সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে।

৫. একটি মিলকরণ অভীক্ষাপদে বিবৃতির (statements) সংখ্যা খুব বেশি (১০ এর কম) না হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। কারণ এতে শিক্ষার্থীদের বিকল্প উত্তর নির্বাচনে অধিক সময় ব্যয় হতে পারে।

৬. সময়াক্রমিক সাজানো থাকবে। এ ক্ষেত্রে promise কে এলোমেলো করে সাজানো যেতে পারে।

৭. এ ধরনের সম্পূর্ণ অভীক্ষাপদটি একাধিক পৃষ্ঠায় থাকা মোটেই বাঞ্চনীয় নহে; এরূপ অবস্থা হলে শিক্ষার্থীরা তুল্য সম্পর্ক স্থাপনে বিভ্রান্ত হতে পারে।

৮. তুল্য সম্পর্ক মিলাতে গিয়ে কোন কোন ভিত্তিতে মিলাতে হবে তার নির্দেশনা স্পষ্টভাবে উল্লিখিত থাকতে হবে।

মিলকরণ প্রশ্নের কতিপয় নমুনা অভীক্ষাপদ

বামে পাশের শব্দগুলোর সাথে ডান পাশের সঠিক শব্দটি দাগ টেনে মিলাও (বাংলা-৪র্থ শ্রেণি)

বৃক্ষ	কাপড়
বস্ত্র	পাওয়া
নিধন	সমতা
খাদ্য	ধ্বংস
প্রাপ্ত	খাবার
ভারসাম্য	গাছ
	অলংকার
	পাতা

বামে পাশের শব্দগুলোর সাথে ডান পাশের সঠিক শব্দটি দাগ টেনে মিলাও (বিজ্ঞান-৪র্থ শ্রেণি)

খাদ্যশস্য	আম
শাকসবজি	দই
ফল	সয়াবিন
তেল ও চর্বি	ফুলকপি
দুগ্ধজাত খাদ্য	চাল
	কলিজা
	মাছ
	মাংস

বাম পাশের শব্দগুচ্ছের সাথে ডান পাশের শব্দ মিল কর। (সামাজিক বিজ্ঞান-৪র্থ শ্রেণি)

মারমা মেয়েদের পোশাক	বিজু
সাঁওতালদের খাবার	নাপ্পি
চাকমাদের উৎসব	রাসপূর্ণিমা
মণিপুরিদের উৎসব	নালিতা
চাকমাদের গ্রাম প্রধান	পিনোন-হাদি
	কারবারি

Match the words of the column **A** with their meanings that are mentioned in

Column B: (class- Five)

Column A	Column B
a) Apartment	i. a person living next to you.
b) Live	ii. one who works in a bank.
c) Banker	iii. a set of rooms for living flat.
d) Housewife	iv. to reside.
e) Neighbour	v. a woman who works at home.
	vi. Wife of a person
	vii. to like or enjoy something

অধিবেশন-৮	সত্য-মিথ্যা অভীক্ষাপদ

শিখনফল: এ অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

ক. সত্য-মিথ্যা অভীক্ষাপদের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;

খ. সত্য-মিথ্যা অভীক্ষাপদ প্রণয়নের নিয়মাবলি বর্ণনা করতে পারবেন;

গ. সত্য-মিথ্যা অভীক্ষাপদ প্রণয়ন করতে পারবেন।

সময়: ১.৩০ ঘন্টা

পদ্ধতি ও কৌশল: খেলা, প্রশ্নোত্তর, আলোচনা, প্রদর্শন, একক কাজ, দলগত কাজ।

উপকরণ: পোস্টার পেপার, মার্কার, পাওয়ারপয়েন্ট স্লাইড, বিটিপিটি তথ্যপুস্তক।

কাজ-ক: সত্য-মিথ্যা অভীক্ষাপদের ধারণা **সময়: ১৫ মিনিট**

১. প্রশিক্ষণার্থীদের শুভেচ্ছা জানিয়ে অধিবেশন শুরু করুন। সকল প্রশিক্ষণার্থীকে সাথে নিয়ে I can fly like (bird name). I can fly like (animal name) খেলাটি খেলুন।

> খেলার নিয়ম: উড়তে পারে এবং উড়তে পারেনা দুই ধরণের প্রাণীর নাম ব্যবহার করে বাক্য বলবেন। উড়তে পারে এমন প্রাণীর নাম বলা হলে প্রশিক্ষণার্থীরা দু'হাত প্রসারিত করে উড়ার মত ভঙ্গি করবে আর উড়তে পারে না এমন প্রাণীর নাম বলা হলে তারা অনড়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকবে।

২. খেলাটি শেষে বলুন, বাক্য ব্যবহারে কিছু নির্দেশনা আমরা অনুসরণ করতে পেরেছি, আবার কিছু বাক্যে নির্দেশনা অনুসরণ করতে পারিনি। প্রশ্ন করুন- আমরা কেন কিছু বাক্যের নির্দেশনা অনুসরণ পারিনি? কয়েকজনের উত্তর শুনুন।

> সম্ভাব্য উত্তর: বাক্যগুলোর মধ্যে কিছু বাক্য ছিল সত্য, এবং কিছু মিথ্যা ।

৩. অধিবেশনের বিষয়বস্তু সংক্রান্ত ধারণা যাচাইয়ের জন্য পাশাপাশি বসা অংশগ্রহণকারীগণকে জোড়ায় আলোচনা করে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর তৈরি একজনের নোট খাতায় লিখতে বলুন।

ক। সত্য-মিথ্যা অভীক্ষাপদ বলতে কী বুঝায়?

খ। সত্য-মিথ্যা কী ধরনের অভীক্ষা পদ?

গ। সত্য-মিথ্যা অভীক্ষাপদ কেন ব্যবহার করা হয়?

ঘ। সত্য-মিথ্যা অভীক্ষাপদ কখন ব্যবহার করা হয়?

৪. আলোচনার জন্য ৫ মিনিট সময় দিন। অতঃপর কয়েকজন প্রশিক্ষণার্থীর উত্তর শুনুন। তাদের প্রদত্ত ধারণার সাথে সম্পৃক্ত করে সত্য মিথ্যা অভীক্ষাপদের ধারণা তথ্যপত্রের আলোকে আলোচনা করে স্পষ্ট করুন।

কাজ-খ: সত্য-মিথ্যা অভীক্ষাপদ প্রণয়নের নিয়মাবলি **সময়: ৩০ মিনিট**

১. প্রশিক্ষণার্থীদের বলুন, এতক্ষণ আমরা সত্য-মিথ্যা অভীক্ষাপদ এর প্রাথমিক ধারণা পেয়েছি। এ পর্যায়ে সত্য-মিথ্যা অভীক্ষাপদ প্রণয়নে কী ধরনের নিয়ম অনুসরণ করতে হয় তা জানব।

২. প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে এক কপি করে কর্মপত্র ১ সরবরাহ করুন। কর্মপত্রে প্রদত্ত নিয়মাবলি সংক্রান্ত ধারণাসমূহে পড়ে একমত/একমত নই ঘরে টিক চিহ্ন দিতে বলুন। কাজটি সম্পন্ন করতে ৫ মিনিট সময় দিন।

৩. সকলের কাজ শেষ হলে পাওয়ার পয়েন্টে সত্য-মিথ্যা অভীক্ষাপদ প্রণয়নের নিয়মগুলো একটি একটি করে প্রদর্শন করুন এবং আলোচনার মাধ্যমে নিয়মসমূহ প্রতিষ্ঠিত করুন। উদাহরণের সাহায্যে নিয়মসমূহ স্পষ্ট করুন।

কাজ-গ: উপমডিউলভিত্তিক সত্য-মিথ্যা অভীক্ষাপদ প্রণয়ন **সময় : ৪০ মিনিট**

১. অংশগ্রহণকারীগণের উদ্দেশ্যে বলুন, এতক্ষণ আমরা সত্য-মিথ্যা সংক্রান্ত অভীক্ষাপদ প্রণয়নের নিয়ম কানুন ও উদাহরণ সম্পর্কে জেনেছি । এখন আমরা দলীয়ভাবে নির্ধারিত বিষয়ের উপর নিয়মাবলি অনুসরণ করে সত্য-মিথ্যা অভীক্ষাপদ প্রণয়ন করবো ।

২. অংশগ্রহণকারীগণকে ৬টি দলে ভাগ করুন। নিচের ছক অনুযায়ী প্রত্যেক দলকে তাদের জন্য নির্ধারিত উপমডিউলের উপর ১০ টি করে সত্য-মিথ্যা অভীক্ষাপদ তৈরি করতে বলুন। দলে বিটিপিটি উপমডিউলভিত্তিক ম্যানুয়াল ও তথ্যপুস্তক, পোস্টার পেপার ও মার্কার সরবরাহ করুন।

দল	উপমডিউল
১	২.১ শিশুর বিকাশ ও শিখন আচরণ
২	৩.৩ বাংলা
৩	৩.৪ ইংরেজি
৪	৩.৫ গণিত
৫	৩.৬ প্রাথমিক বিজ্ঞান
৬	৩.৭ বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়

৩. কাজ শেষে পর্যায়ক্রমে প্রত্যেক দলের একজন প্রতিনিধিকে তাদের কাজ সকলের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করতে দিন এবং প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন ও আলোচনার মাধ্যমে অভীক্ষাপদ উন্নয়নে সহায়তা করুন।

অধিবেশনের সার-সংক্ষেপকরণ **সময়: ৫ মিনিট**

১. অংশগ্রহণকারীদের জিজ্ঞেস করুন- এই অধিবেশন থেকে প্রশিক্ষণার্থীরা কী শিখল? কয়েকজনের অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতা বিনিময় করতে দিন এবং তাদের উত্তরের সাথে মিল করে অধিবেশনের সারসংক্ষেপ করুন।

২. সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে অধিবেশন সমাপ্ত করুন।

সহায়ক তথ্য	অধিবেশন-৮: সত্য-মিথ্যা অভীক্ষাপদ

ক) সত্য-মিথ্যা অভীক্ষাপদের ধারণা

সত্য-মিথ্যা এক ধরনের নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষা। এটিকে বাছাই, নির্বাচন বা মনোনয়ন ধরনের অভীক্ষাও বলা হয়। । এই অভীক্ষায় কোন বিষয়ের ওপর একটি উক্তি দেয়া হয় যা বিবৃতিমূলক হয়। উক্তিটি সত্য নাকি মিথ্যা, শিক্ষার্থীকে তা নির্ধারণ করে উক্তির পাশে সত্য হলে 'স' অথবা মিথ্যা হলে 'মি' লিখতে বলা হয়। প্রধানত তথ্যসংশ্লিষ্ট জ্ঞান যাচাইয়ের জন্য এই অভীক্ষা ব্যবহার করা হয়, যেমন তারিখ, সংজ্ঞা ইত্যাদি। গাঠনিক এবং সামষ্টিক উভয় প্রকার মূল্যায়নে এই ধরনের অভীক্ষা ব্যবহার করা যায়। আবার পাঠ পরিচালনার বিভিন্ন পর্যায়ে, যেমন পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের ক্ষেত্রে, পাঠ চলাকালীন এবং পাঠ শেষেও এই অভীক্ষাপদ ব্যবহৃত হয়।

উদাহরণ: নিচের বিবৃতিগুলোর পাশে সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন।

- জর্জ ওয়াশিংটন যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম প্রেসিডেন্ট। [স]
- সত্য-মিথ্যা অভীক্ষা সরবরাহ ধরনের অভীক্ষা শ্রেণিভুক্ত। [মি]

খ) সত্য-মিথ্যা অভীক্ষাপদ প্রণয়নের নিয়মাবলি

সত্য-মিথ্যা অভীক্ষাপদ তৈরির গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো বিবৃতি গঠন। এই বিবৃতি এমনভাবে গঠন করতে হবে যেন এতে কোন ধরণের অস্পষ্টতা এবং অপ্রাসঙ্গিক তথ্য না থাকে। নিচে উল্লিখিত নিয়মগুলো মেনে একজন অভীক্ষা প্রণয়নকারী যথাযথভাবে সত্য-মিথ্যা অভীক্ষাপদ প্রণয়ন করতে পারবেন।

১. প্রত্যেক বিবতি শুধুমাত্র একটি মূল ধারণার অন্তর্ভুক্ত হতে হবে।

   যেমন: সাঁওতালরা **জুম পদ্ধতিতে** কৃষি চাষ করে।

২. কার্যকারণ সম্পর্ক পরিমাপ ব্যতীত একই বিবৃতিতে দুটি ধারণা অন্তর্ভুক্ত পরিহার করতে হবে।

   যেমন : ওয়ারি ও বটেশ্বর পাশাপাশি **দুটি গ্রামের নাম** এবং **প্রাচীন নিদর্শন**।

৩. কার্যকারণ সম্পর্ক পরিমাপের সময় শুধুমাত্র সত্য উক্তি (statement) ব্যবহার করা উচিত।

   যেমন : আহ্নিক গতির ফলে দিবা রাত্রি সংঘটিত হয়।

৪. ব্যাপক সাধারণ বিবৃতি বা দীর্ঘ এবং জটিল বাক্য পরিহার করতে হবে।

যেমন: ১৭৭৬ ইং সালে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' হয়েছিল **এবং** অনেক মানুষ না খেয়ে মারা গিয়েছিল- এরকম দীর্ঘ ও যৌগিক বাক্য পরিহার করতে হবে।

৫. অপ্রীতিকর ও তুচ্ছ বিবৃতি, শিখনগত দিক থেকে কম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা এবং অধিক স্মৃতি নির্ভর বিষয় বিবৃতি হিসেবে পরিহার করা উচিত।

যেমন: লম্বা মানুষের **বুদ্ধি কম** হয়।

৬. নেতিবাচক বিবৃতি ব্যবহার না করাই ভালো। একই বিবৃতিতে দুইবার নেতিবাচক শব্দ ব্যবহার পরিহার করতে হবে। একান্ত প্রয়োজন হলে নেতিবাচক শব্দ দুইটির নিচে দাগ (underline) দিতে হবে অথবা শব্দটি 'ইটালিক' ফরম্যাট করে ব্যবহার করতে হবে।

যেমন: অপরিমিত বৃষ্টি মাটির জন্য উপকারী নয়।

৭. বিবৃতিতে অবিকল পাঠ্য বইয়ের ভাষা বর্জন করা আবশ্যক।

যেমন: চাকমারা নিজেরা তাঁতে নানা নকশায় সুন্দর সুন্দর কাপড় বুনন করেন। **[বাওবি; ৪র্থ শ্রেণি; পৃ. ১০]**

৮. বিবৃতিতে শব্দ চয়ন এমন হতে হবে যেন তা বাক্যের সত্যতা কিংবা মিথ্যার প্রতি ইঙ্গিত প্রদান না করে। এজন্য উত্তরে অপ্রাসঙ্গিক clause পরিহার করা বাঞ্চনীয়। যেমন- সর্বদা (always), কখনও (never), সকল (all), কোনটাই নয় (none) এবং শুধুমাত্র (only) শব্দগুলো বিবৃতিতে ব্যবহৃত হলে মিথ্যার প্রতি ঝোঁকের প্রবণতা বৃদ্ধি করে। আবার সচরাচর (usually), হতে পারে (may), মাঝে মধ্যে (sometime), প্রভৃতি qualifiers শব্দগুলো সত্যের প্রতি ঝোঁকের প্রবণতা বাড়ায়।

যেমন: **মাঝে মাঝে** সত্য কথা বলা উচিত।

৯. এমন বিবৃতি ব্যবহার করা যাবে না যার অংশবিশেষ সত্য কিংবা অংশবিশেষ মিথ্যা।

১০. উত্তর প্রদানে যথাসম্ভব সহজ পদ্ধতি অনুসরণ করা উচিত।

যেমন: বিবৃতিটি সত্য হলে "স", মিথ্যা হলে "মি" লিখ।

১১. দৈর্ঘ্যের দিক দিয়ে সত্য বিবৃতি এবং মিথ্যা বিবৃতি প্রায় কাছাকাছি হওয়া উচিত।

যেমন: পরমতসহিষ্ণুতা একটি সামাজিক গুণ।

আঠার বছর না হলেও ভোট দেওয়া যায়।

১২. সত্য বিবৃতির সংখ্যা এবং মিথ্যা বিবৃতির সংখ্যা প্রায় সমান হওয়া উচিত। যেমন: ৫টি বিবৃতির মধ্যে ৩টি সত্য, ২টি মিথ্যা অথবা ২টি সত্য, ৩টি মিথ্যা।

১৩.প্রশ্নে কোন অনুচ্ছেদ/ টেক্সট ব্যবহার করে সত্য-মিথ্যা নির্ণয় করতে দেওয়া যায়।

যেমন: অনুচ্ছদেটি পড়ে বিবৃতিগুলোর সত্য-মিথ্যা নির্ণয় কর ।

কর্মপত্র ১

ছকে প্রদত্ত সত্য মিথ্যা অভীক্ষাপদ তৈরির নিয়মাবলি সংক্রান্ত ধারণাসমূহ পড়ুন এবং উপযুক্ত ঘরে টিক চিহ্ন দিন।

ক্রম	ধারণাসমূহ	একমত	একমত নই
১	প্রত্যেক বিবতি শুধুমাত্র একটি মূল ধারণার অন্তর্ভুক্ত হতে হবে।		
২	কার্যকারণ সম্পর্ক পরিমাপের সময় শুধুমাত্র সত্য উক্তি (statement) ব্যবহার করা উচিত।		
৩	দীর্ঘ এবং যৌগিক বাক্য পরিহার করতে হবে।		
৪	অধিক স্মৃতি নির্ভর বিষয় বিবৃতি হিসেবে ব্যবহার করতে হবে।		
৫	একই বিবৃতিতে দুইবার নেতিবাচক শব্দ ব্যবহার পরিহার করতে হবে।		
৬	বিবৃতিতে অবিকল পাঠ্য বইয়ের ভাষা ব্যবহার করতে হবে।		
৭	এমন বিবৃতি ব্যবহার করা যাবে না যার অংশবিশেষ সত্য কিংবা অংশ বিশেষ মিথ্যা।		
৮	দৈর্ঘ্যের দিক দিয়ে সত্য বিবৃতি এবং মিথ্যা বিবৃতি প্রায় কাছাকাছি হওয়া উচিত।		
৯	সত্য বিবৃতির সংখ্যা এবং মিথ্যা বিবৃতির সংখ্যা প্রায় সমান হওয়া উচিত।		
১০	প্রশ্নে কোন অনুচ্ছেদ/ টেক্সট ব্যবহার করা যাবে না।		
১১	বিবৃতিতে শব্দ চয়ন এমন হতে হবে যেন তা বাক্যের সত্যতা কিংবা মিথ্যার প্রতি ইঙ্গিত প্রদান না করে।		

অধিবেশন-৯	সঠিক-ক্রম সাজানো অভীক্ষাপদ

শিখনফল: এ অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

ক. সঠিক-ক্রম সাজানো অভীক্ষাপদের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
খ. সঠিক-ক্রম সাজানো অভীক্ষাপদ প্রণয়নের নিয়মাবলি ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
গ. সঠিক-ক্রম সাজানো অভীক্ষাপদ প্রণয়ন করতে পারবেন।

সময়: ১.৩০ ঘন্টা

পদ্ধতি ও কৌশল : প্রশ্নোত্তর, আলোচনা, প্রদর্শন, জোড়ায় কাজ, দলগত কাজ, উপস্থাপন ও অন্যান্য

উপকরণ : নমিনেশন স্টিক, পাঠ্যপুস্তক, পোস্টার পেপার, আইকা, মার্কার, পাওয়ারপয়েন্ট স্লাইড, বিটিপিটি তথ্যপুস্তক ও অন্যান্য

কার্যাবলির বিবরণ

কাজ-ক: সঠিক-ক্রম সাজানো অভীক্ষাপদের ধারণা **সময়: ১৫ মিনিট**

১. প্রশিক্ষণার্থীদের শুভেচ্ছা জানিয়ে অধিবেশন শুরু করুন। আমাদের, এই, ধনধান্য, বসুন্ধরা, পুষ্পভরা- এখন– এই শব্দগুলো প্রদর্শন করে সঠিক-ক্রম সাজালে কী হয় তা জিজ্ঞেস করুন। উত্তর পাওয়ার পরে সকল প্রশিক্ষণার্থীকে দাঁড়িয়ে সমবেতভাবে গানটির প্রথম অংশটুকু (ধনধান্য ...জন্মভূমি) গাইতে বলুন । গানশেষে সকলকে অংশগ্রহণের জন্য ধন্যবাদ দিন ।
২. অধিবেশনের বিষয়বস্তু সংক্রান্ত ধারণা যাচাইয়ের জন্য পাশাপাশি বসা অংশগ্রহণকারীগণকে জোড়ায় আলোচনা করে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর তৈরি একজনের নোট খাতায় লিখতে বলুন।

i. সঠিক-ক্রম সাজানো অভীক্ষাপদ বলতে কী বুঝায়?
ii. সঠিক-ক্রম সাজানো কী ধরনের অভীক্ষা পদ?
iii. সঠিক-ক্রম সাজানো অভীক্ষাপদ কেন ব্যবহার করা হয়?
iv. সঠিক-ক্রম সাজানো অভীক্ষাপদ কখন ব্যবহার করা হয়?

৩. ৪/৫ মিনিট আলোচনা শেষে নমিনেশন স্টিক ব্যবহার করে কয়েকজন অংশপগ্রহণকারীর উত্তর শুনুন।
৪. প্রশিক্ষণার্থীদের প্রদত্ত ধারণার সাথে সম্পৃক্ত করে উপরের প্রশ্নগুলোর উত্তর তথ্যপত্রের আলোকে আলোচনা করে স্পষ্ট করুন।

কাজ-খ: সঠিক-ক্রম সাজানো অভীক্ষাপদ প্রণয়নের নিয়মাবলি **সময়: ৩০ মিনিট**

১. সঠিক ক্রম সাজানো নিয়মাবলি কী কী হতে পারে জোড়ায় চিন্তা করতে বলুন। এর পর নোটবুকে লিখতে বলুন। ৩-৪ জোড়া থেকে ৩-৪ জনকে কী লিখেছেন তা শুনুন। সময়- ৫ মিনিট।
২. স্লাইডে সঠিক-ক্রম সাজানো অভীক্ষাপদ প্রণয়নের নিয়মাবলি প্রদর্শন এবং আলোচনা করুন- ১০ মিনিট।
৩. কর্মপত্র -১.১ এবং ১.২ প্রিন্ট করে প্রতি জোড়ায় ১টি করে সরবরাহ করুন। কর্মপত্র -১.২ কে প্রত্যেক জোড়ায় নিয়মাবলির সাথে উদাহরণগুলো মিল করে ঘরগুলো ফিলাপ করতে বলুন। এ কাজের জন্য ১০ মিনিট সময় দিন।

৪. অংশগ্রহণকারীদের কাজ শেষ হলে নিয়মাবলির সাথে উদাহরণের মিলকরণের সঠিক উত্তরগুলো **কর্মপত্র-১.২ এর মিলকৃত সঠিক উত্তর** আরেকটি স্লাইডে দেখান। ২/৩ জনের উত্তর শুনুন এবং আলোচনায় অংশ নিন। প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে কাজের সমাপ্তি টানুন- ৫ মিনিট।

কাজ-গ: উপমডিউলভিত্তিক সঠিক-ক্রম সাজানো অভীক্ষাপদ প্রণয়ন **সময় : ৪০ মিনিট**

১. অংশগ্রহণকারীগণের উদ্দেশ্যে বলুন, এখন আমরা নির্ধারিত উপমডিউলের উপর নিয়মাবলি অনুসরণ করে সঠিক-ক্রম সাজানো অভীক্ষা প্রণয়ন করবো। প্রশিক্ষণার্থীদের ৫টি দলে ভাগ করুন। নিচের ছক অনুযায়ী প্রত্যেক দলকে নির্ধারিত উপমডিউলের উপর ভিত্তি করে ৫টি করে সঠিক-ক্রম সাজানো অভীক্ষা পদ প্রণয়ন করতে বলুন। দলে বিটিপিটি তথ্যপুস্তক, পোস্টার পেপার ও মার্কার সরবরাহ করুন।

দল	উপমডিউল	কাজ
১	৩.৩ বাংলা	নিয়মাবলি অনুসরণ করে ৫টি সঠিক-ক্রম সাজানো অভীক্ষা প্রণয়ন করা
২	৩.৪ ইংরেজি	
৩	৩.৫ গণিত	
৪	৩.৬ প্রাথমিক বিজ্ঞান	
৫	৩.৭ বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়	

২. দলগত কাজ শেষে পর্যায়ক্রমে সকল দলের কাজ উপস্থাপন করতে বলুন এবং পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত করুন।

অধিবেশনের সারসংক্ষেপকরণ **সময় : ০৫ মিনিট**

১. নমিনেশন স্টিক ব্যবহার করে কয়েকজন অংশগ্রহণকারীকে এই অধিবেশন থেকে তাদের অর্জিত শিখন বিনিময় করতে দিন।
২. তাদের উত্তরের সাথে মিল করে অধিবেশনের সারসংক্ষেপ করুন এবং সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে অধিবেশন সমাপ্ত করুন।

সহায়ক তথ্য	**অধিবেশন-৯** : সঠিক ক্রমে সাজানো অভীক্ষাপদ

ক) সঠিক-ক্রম সাজানো অভীক্ষাপদের ধারণা

সঠিক-ক্রম সাজানো নৈর্ব্যক্তিক ধরনের অভীক্ষা। এটি এমন এক ধরনের মূল্যায়ন পদ্ধতি যেখানে শিক্ষার্থীকে বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত কতগুলো এলোমেলো শব্দ, বাক্য, সংখ্যা, উপাদান, তথ্য ইত্যাদি একটি নির্দিষ্ট নিয়ম বা ক্রম অনুসারে সাজাতে হয়। এ অভীক্ষায় প্রতিটি আইটেমে মিশ্রিত অবস্থায় ধাপগুলো দেওয়া থাকে, আর শিক্ষার্থীদের সেগুলোকে যথার্থ ধারাবাহিকতায় পুনর্বিন্যাস করতে হয়। সঠিক ক্রমে সাজানো অভীক্ষা শিক্ষার্থীর বোধগম্যতা, সৃজনশীল চিন্তা ও বিশ্লেষণ দক্ষতা মূল্যায়নের জন্য একটি কার্যকর পদ্ধতি। সত্য মিথ্যা অভীক্ষার মতই এই অভীক্ষাটিও গাঠনিক এবং সামষ্টিক উভয় প্রকার মূল্যায়নে, পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের ক্ষেত্রে, পাঠ চলাকালীন এবং পাঠ শেষে ব্যবহার করা যায়।

উদাহরণ: নিচের ঘটনাগুলোকে সঠিক ক্রমে সাজাও-

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ
ভাষা আন্দোলন (১৯৫২)
ছয় দফা আন্দোলন (১৯৬৬)
মুজিবনগর সরকার গঠন

সঠিক উত্তর: ভাষা আন্দোলন → ছয় দফা → মুজিবনগর সরকার → স্বাধীনতা যুদ্ধ

খ) সঠিক-ক্রম সাজানো অভীক্ষাপদ প্রণয়নের নিয়মাবলি

কর্মপত্র-১ .১

সঠিক-ক্রম সাজানো নিয়মাবলি কার্ড	উদাহরণ
১. সংক্ষিপ্ত তালিকা তৈরি করতে হবে। না হলে শিক্ষার্থীদের উত্তর নির্বাচনে অধিক সময় ব্যয় হতে পারে।	**i)** a) nine, I, years, am, old b) wonderful, is, it, how! c) is, in, Mamun, class, four. d) some, milk, take, boiled. e) now, is, what, it, time?
২. সঠিক-ক্রম অনুসারে বা ছোট থেকে বড় বা বড় থেকে ছোট ক্রম অনুসারে সাজিয়ে লেখার জন্য যথাযথ নির্দেশনা থাকতে হবে।	**ii)** a) morning, in, the, take, shower, a. b) Your, do, any, play, games, not? c) Sima, a, student, is. ------------------------------------- f) nine, I, years, am, old wonderful, is, it, how!
৩. কোন শব্দ/বাক্যাংশ/গল্পাংশ/সংখ্যা/ভগ্নাংশ ইত্যাদির প্রতি যাতে কোন প্রকার ইঙ্গিত না থাকে সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে।	iii) ক. নিচের শব্দগুলো তীর চিহ্ন দিয়ে খাদ্য শৃঙ্খলের সঠিক-ক্রম তৈরি কর: ব্যাঙ/ঘাস ফড়িং/সাপ/ঘাস/ঈগল

	খ.নিচের উপাধিগুলো মর্যাদা অনুযায়ী উর্ধক্রমে সাজাও- বীর বিক্রম, বীর উত্তম, বীরশ্রেষ্ঠ, বীর প্রতীক
৪. একটি ক্রম সাজানো অভীক্ষায় শব্দ/বাক্যাংশ/ গল্পাংশ/সংখ্যা/ভগ্নাংশ ইত্যাদির সংখ্যা খুব বেশি না হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে।	iv) **নিচের ঘটনাগুলোকে ক্রমানুসারে সাজাও-** গণ অভ্যুত্থান, ছয় দফা আন্দোলন, ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ, বাংলাদেশের বিজয়
৫. মিলকরণে কোন কোন ভিত্তিতে মিলাতে হবে তা স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হবে।	v) নিচের চিত্রগুলোর বাহুর সংখ্যা গণনা করে বড় থেকে ছোট সাজাও। 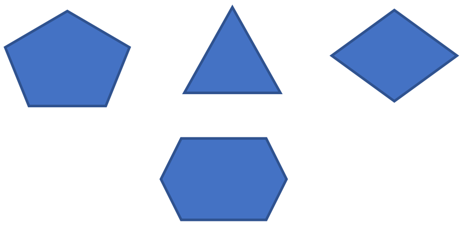
৬. সম্পূর্ণ প্রশ্নটি একাধিক পৃষ্ঠায় থাকা মোটেই বাঞ্চনীয় নহে; কারণ, এরূপ অবস্থায় শিক্ষার্থীরা দুই পৃষ্ঠার প্রশ্নগুলো বার বার দেখতে বিভ্রান্ত হতে পারে।	vi) ক. ক্রমানুসারে ছোট থেকে বড় সাজাও- ২/৭, ৪/৭, ১/৭,৫/৭,৩/৭ খ. ক্রমানুসারে বড় থেকে ছোট সাজাও- ২/৭, ৪/৭, ১/৭,৫/৭,৩/৭

কর্মপত্র-১.২ উদাহরণগুলো সঠিকঘরে পূরণ করুন

সঠিক-ক্রম সাজানো নিয়মাবলি কার্ড	উদাহরণ
১. সংক্ষিপ্ত তালিকা তৈরি করতে হবে। না হলে শিক্ষার্থীদের উত্তর নির্বাচনে অধিক সময় ব্যয় হতে পারে।	
২. সঠিক-ক্রম অনুসারে বা ছোট থেকে বড় বা বড় থেকে ছোট ক্রম অনুসারে সাজিয়ে লেখার জন্য যথাযথ নির্দেশনা থাকতে হবে।	
৩. কোন শব্দ/বাক্যাংশ/গল্পাংশ/সংখ্যা/ভগ্নাংশ ইত্যাদির প্রতি যাতে কোন প্রকার ইঙ্গিত না থাকে সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে।	
৪. একটি ক্রম সাজানো অভীক্ষায় শব্দ/বাক্যাংশ/ গল্পাংশ/সংখ্যা/ভগ্নাংশ ইত্যাদির সংখ্যা খুব বেশি না হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে।	
৫. মিলকরণে কোন কোন ভিত্তিতে মিলাতে হবে তা স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হবে।	
৬. সম্পূর্ণ প্রশ্নটি একাধিক পৃষ্ঠায় থাকা মোটেই বাঞ্ছনীয় নহে; কারণ, এরূপ অবস্থায় শিক্ষার্থীরা দুই পৃষ্ঠার প্রশ্নগুলো বার বার দেখতে বিভ্রান্ত হতে পারে।	

কর্মপত্র-১.১ এর মিলকৃত সঠিক উত্তর

সঠিক-ক্রম সাজানো নিয়মাবলি কার্ড	উদাহরণ
১. সংক্ষিপ্ত তালিকা তৈরি করতে হবে। না হলে শিক্ষার্থীদের উত্তর নির্বাচনে অধিক সময় ব্যয় হতে পারে।	**iv. নিচের ঘটনাগুলোকে ক্রমানুসারে সাজাও-** গণ অভ্যুত্থান, ছয় দফা আন্দোলন, ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ, বাংলাদেশের বিজয়
২. সঠিক-ক্রম অনুসারে বা ছোট থেকে বড় বা বড় থেকে ছোট ক্রম অনুসারে সাজিয়ে লেখার জন্য যথাযথ নির্দেশনা থাকতে হবে।	vi. ক. ক্রমানুসারে ছোট থেকে বড় সাজাও- ২/৭, ৪/৭, ১/৭,৫/৭,৩/৭ খ. ক্রমানুসারে বড় থেকে ছোট সাজাও- ২/৭, ৪/৭, ১/৭,৫/৭,৩/৭
৩. কোন শব্দ/বাক্যাংশ/গল্পাংশ/সংখ্যা/ভগ্নাংশ ইত্যাদির প্রতি যাতে কোন প্রকার ইঙ্গিত না থাকে সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে।	v. নিচের চিত্রগুলোর বাহুর সংখ্যা গণনা করে বড় থেকে ছোট সাজাও। 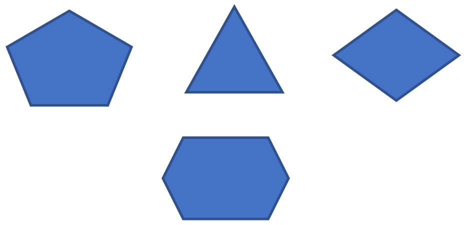
৪. একটি ক্রম সাজানো অভীক্ষায় শব্দ/বাক্যাংশ/ গল্পাংশ/সংখ্যা/ভগ্নাংশ ইত্যাদির সংখ্যা খুব বেশি না হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে।	i. g) nine, I, years, am, old h) wonderful, is, it, how! i) is, in, Mamun, class, four. j) some, milk, take, boiled. k) now, is, what, it, time?
৫. মিলকরণে কোন কোন ভিত্তিতে মিলাতে হবে তা স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হবে।	iii. ক. নিচের শব্দগুলো তীর চিহ্ন দিয়ে খাদ্য শৃঙ্খলের সঠিক-ক্রম তৈরি কর: ব্যাঙ/ঘাস ফড়িং/সাপ/ঘাস/ঈগল খ.নিচের উপাধিগুলো মর্যাদা অনুযায়ী উর্ধক্রমে সাজাও- বীর বিক্রম, বীর উত্তম, বীরশ্রেষ্ঠ, বীর প্রতীক
৬. সম্পূর্ণ প্রশ্নটি একাধিক পৃষ্ঠায় থাকা মোটেই বাঞ্চনীয় নহে; কারণ, এরূপ অবস্থায় শিক্ষার্থীরা দুই পৃষ্ঠার প্রশ্নগুলো বার বার দেখতে বিভ্রান্ত হতে পারে।	ii. d) morning, in, the, take, shower, a. e) Your, do, any, play, games, not? f) Sima, a, student, is. ------------------------------------- l) nine, I, years, am, old m) wonderful, is, it, how!

অধিবেশন ১০	বহুনির্বাচনী অভীক্ষাপদের বৈশিষ্ট্য ও নিয়মাবলি

শিখনফল : এ অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

ক) বহুনির্বাচনী অভীক্ষাপদের ধারণা ব্যক্ত করতে পারবেন;
খ) বহুনির্বাচনী অভীক্ষাপদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন;
গ) বহুনির্বাচনী অভীক্ষাপদের নিয়মাবলী অনুসরন করে অভীক্ষাপদ প্রনয়ন করতে পারবেন।

সময়: ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

পদ্ধতি ও কৌশল: প্রশ্নোত্তর, একক চিন্তা, জোড়ায় কাজ, দলীয় কাজ, প্রদর্শন, আলোচনা

উপকরণ : মাল্টিমিডিয়া, নমিনেশন স্টিক, ল্যাপটপ, ভিপ কার্ড, মার্কার, সাইনপেন ইত্যাদি

কার্যাবলির বিবরণ

কাজ-ক : বহুনির্বাচনী অভীক্ষাপদের ধারণা **সময় : ১৫ মিনিট**

১. অংশগ্রহণকারীদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করুন এবং একটি আনন্দদায়ক কাজের মাধ্যমে অধিবেশনের সূচনা করুন।
২. বহুনির্বাচনি অভীক্ষাপদ কী? প্রশ্ন করুন;
৩. নমিনেশন স্টিক ব্যবহার করে কয়েকজন প্রশিক্ষণার্থীকে তাদের ধারণা সকলের উদ্দেশ্যে বিনিময় করতে সহায়তা করুন।
৪. সহায়ক তথ্যের বহুনির্বাচনি প্রশ্নের উদাহরণ উপস্থাপন করে বহুনির্বাচনি অভীক্ষাপদ সম্পর্কে সকলের ধারণা সুস্পষ্ট করুন।

কাজ-খ : বহুনির্বাচনী অভীক্ষাপদের বৈশিষ্ট্য **সময় : ২০ মিনিট**

১. অংশগ্রহণকারীগণের প্রত্যেককে নিজ নিজ নোটবুকে বহুনির্বাচনি অভীক্ষাপদের বৈশিষ্ট্য লিখতে বলুন। এর জন্য ৩ মিনিট সময় নির্ধারণ করে দিন। অত:পর পাশাপাশি বসা অংশগ্রহণকারীকে জোড়ায় আলোচনা করে ৩টি করে বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করতে দিন।
২. প্রত্যেক জোড়ায় ৩টি করে ভিপ কার্ড ও সাইনপেন সরবরাহ করুন এবং ভিপকার্ডে বৈশিষ্ট্যগুলো লিখতে বলুন।
৩. লেখাশেষে প্রত্যেক জোড়া থেকে প্রথমে ২টি করে ভিপকার্ড নিয়ে বোর্ডে সাটান। একই রকম লেখা একাধিক ভিপকার্ড হলে একটি রেখে বাকিগুলো সরিয়ে রাখবেন। এভাবে প্রত্যেক জোড়ার ভিপকার্ডগুলো বোর্ডে সাটাবেন। সাটানো শেষ হলে একজনকে বৈশিষ্ট্যগুলো পড়তে দিন। কোনো প্রশ্ন থাকলে করতে বলুন। আলোচনার মাধ্যমে সকলকে একমত হতে সহায়তা করুন।
৪. সহায়ক তথ্যে উল্লেখিত বহুনির্বাচনি অভীক্ষাপদের বৈশিষ্ট্য মাল্টিমিডিয়ায় উপস্থাপন করুন এবং উদাহরণসহ প্রতিটি বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে সহায়তা করুন।

কাজ-গ : বহুনির্বাচনী অভীক্ষাপদের নিয়মাবলি **সময় : ৫০ মিনিট**

১. বহুনির্বাচনী প্রশ্নের তৈরির নিয়মাবলি কী হওয়া উচিত তা ভাবতে বলুন।
২. নমিনেশন স্টিক ব্যবহার করে কয়েকজনকে তাদের উত্তর বোর্ডে লিখতে বলুন।
৩. অংশগ্রহণকারীদের আলোচনায় উদ্বুদ্ধ করুন।

৪. অংশগ্রহণকারীগণকে ৬ জনের ছোট দলে ভাগ করুন।
৫. সহায়ক তথ্যে উল্লেখিত বহুনির্বাচনি অভীক্ষাপদ প্রণয়নের নিয়মাবলী ফটোকপি করে সবাইকে দিন (সহায়ক তথ্য-গ) এবং প্রতিটি নিয়মাবলি পড়ে দলে আলোচনা করতে দিন এবং ৫টি করে প্রশ্ন তৈরি করতে বলুন। কোনো অস্পষ্টতা থাকলে তাও নোট করতে বলুন।
৬. কাজ শেষে প্রত্যেক দল থেকে প্রশ্ন সংগ্রহ করুন এবং নমিনেশন স্টিক ব্যবহার করে দলগত কাজ উপস্থাপন করতে দিন।
৭. প্লেনারিতে আলোচনার মাধ্যমে বহুনির্বাচনি অভীক্ষাপদ প্রণয়নের নিয়মাবলী সম্পর্কে সকলের ধারণা সুস্পষ্ট করুন।

অধিবেশনের সারসংক্ষেপকরণ **সময় : ৫ মিনিট**

১. [illegible]। [illegible]।
২. [illegible]।

সহায়ক তথ্য | অধিবেশন-১০ : বহুনির্বাচনী অভীক্ষাপদের বৈশিষ্ট্য ও নিয়মাবলি

ক) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন (**MCQ**)

বহুনির্বাচনি অভীক্ষাপদ বলতে এমন ধরনের নৈব্যাক্তিক অভীক্ষাপদকে বুঝায় যেখানে একটি মুলপ্রশ্ন /বিবৃতি /বাক্যাংশ থাকে এবং এটিকে ঘিরে কতগুলো সম্ভ্যাব্য উত্তর দেওয়া থাকে । একজন উত্তর প্রদানকারীকে সম্ভ্যাব্য উত্তরগুলো থেকে মুল প্রশ্নের আলোকে সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করতে হয়। সাধারণত শিখনফলের অর্জিত জ্ঞান – দক্ষতা – দৃষ্টিভঙ্গী ও মূল্যবোধ যাচাই করতে বিভিন্ন ডোমেইন এর মাধ্যমে বহুনির্বাচনি অভীক্ষাপদ সমূহ প্রণয়ন করা হয়ে থাকে ।

বহুনির্বাচনি প্রশ্নের প্রধানত দুটি অংশ থাকে। মূল অংশে (STEM) থাকে একটি প্রশ্ন বা সমস্যা এবং নিচে ৪/৫টি বিকল্প উত্তর (Alternatives or options) দেওয়া থাকে। এই বিকল্প উত্তরগুলোর মধ্যে একটি মাত্র উত্তর সঠিক (Key) এবং বাকিগুলো ভুল উত্তর বা বিচলক (Distractor)।

কোনটি শীতকালীন ফল? ← STEM

OPTIONS →
ক. জাম
খ. আনারস ← DISTRACTOR
গ. লিচু
ঘ. কমলালেবু ← KEY

বহুনির্বাচনী (MCQ) প্রশ্ন তৈরির ক্ষেত্রে যদি একটি গল্প বা প্রেক্ষাপট ব্যবহার করে তারপর সেখান থেকে Stem (মূল প্রশ্ন) ও Distractor (বিভ্রান্তিকর অপশন) তৈরি করা হয়, তবে সেই "গল্প"-টিকে "Context", "Scenario", "Stimulus" বা বাংলায় "প্রেক্ষাপট" বা "উদ্দীপক" বলা হয়।

উদাহরণ:

প্রেক্ষাপট/উদ্দীপক: রফিক স্কুলে যেতে যেতে রাস্তায় একটি বৃদ্ধাকে রাস্তা পার হতে সাহায্য করল।

প্রশ্ন (Stem): রফিকের কাজটি কোন মূল্যবোধের উদাহরণ?

বিকল্প (Options):

ক. কর্তব্যপরায়ণতা

খ. সহানুভূতি

গ. সাহসিকতা

ঘ. আত্মনির্ভরতা

খ) বহুনির্বাচনী প্রশ্নের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য:

১. Stem (মূল প্রশ্ন) এবং Options (উত্তরবিকল্প) অংশ নিয়ে গঠিত, যার একটি সঠিক Key এবং বাকিগুলো Distractor (ভ্রান্তিকর অপশন)।

২. সাধারণত একটি নির্ভুল উত্তর থাকে, যা শিক্ষার্থীর সঠিক জ্ঞান যাচাই করতে সাহায্য করে।

৩. ভুল উত্তরগুলো এমনভাবে তৈরি করা হয় যাতে শিক্ষার্থীর বিশ্লেষণ ও চিন্তাশক্তির উদ্রেক ঘটায়।

৪. উত্তর যাচাই সহজ, এবং ব্যক্তিগত মতামতের প্রভাব কম থাকে।

৫. স্বল্প সময়ে অনেক বিষয়ের উপর প্রশ্ন করা যায়, ফলে সামগ্রিক মূল্যায়ন কার্যকর হয়।

৬. গল্প, চিত্র, ছক বা ডাটা ব্যবহার করে বাস্তব ভিত্তিক প্রশ্ন তৈরি করা যায়।

৭. distractor গুলোর মাধ্যমে শিক্ষার্থীর ভুল বা অস্পষ্ট ধারণা ধরা পড়ে।

গ) বহুনির্বাচনী প্রশ্ন প্রণয়নের নীতিমালা

(১) প্রশ্নের মূল অংশে একটি সরাসরি প্রশ্ন বা অসম্পূর্ণ বাক্য ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে প্রশ্নের মূল অংশ অর্থপূর্ণ হলে ভাল হয়।

(২) সমস্যাটিকে সুস্পষ্ট করার জন্য যতটুকু তথ্য দরকার ঠিক ততটুকুই প্রশ্নের মূল অংশে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। অর্থাৎ প্রশ্নের মূল অংশের ভাষা হবে সহজ, সংক্ষিপ্ত ও অতিরিক্ত জটিল শব্দের ব্যবহার থেকে মুক্ত।

(৩) একান্ত প্রয়োজন না হলে প্রশ্নের মূল অংশে না-বোধক বাক্য ব্যবহার করা উচিত নয়। না-বোধক প্রশ্নের চেয়ে হাঁ-বোধক প্রশ্ন দ্বারা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ শিখন উদ্দেশ্য পরিমাপ করা সম্ভব হয়।

(৪) কোন কোন ক্ষেত্রে বিশেষ শিখনফল পরিমাপের জন্য না-বোধক শব্দ ব্যবহার করে প্রশ্ন করতে হয়। সে ক্ষেত্রে না-বোধক শব্দটিকে জোর দেবার জন্য তার নিচে দাগ টেনে দিতে হবে অথবা বড় অক্ষরে লিখতে হবে।

(৫) প্রত্যেক প্রশ্নের যেন একটি মাত্র সঠিক উত্তর (best answer) থাকে। প্রশ্নে প্রদত্ত বিকল্প উত্তরগুলো (alternatives) প্রশ্নের মূল অংশের (Stem) সঙ্গে ব্যাকরণগত দিক দিয়ে শুদ্ধ বা সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে।

(৬) সঠিক উত্তর নির্বাচন অথবা ভুল বিকল্প বর্জন করার ব্যাপারে প্রশ্নে যেন কোন সংকেত (clue) প্রদত্ত না হয় সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে।

(৭) বিচলকগুলো এমনভাবে রচনা করতে হবে যেন শিক্ষার্থীর নিকট আকর্ষণীয় ও আপাতদৃষ্টিতে ন্যায়সংগত বলে মনে হয়। বিচলকগুলো আকর্ষণীয় ও আপাতদৃষ্টিতে ন্যায়সংগত করে তোলার জন্য আপনি নিচের নিয়মগুলো অনুসরণ করতে পারেন-

ক) শিক্ষার্থীরা সাধরণত যে সব ভুল করে সেগুলোকে বিচলক হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

খ) শিক্ষার্থীদের ভাষায় বিকল্পগুলোকে লিখতে হবে।

গ) সঠিক উত্তর এবং বিচলক লেখার ক্ষেত্রে ‘good- sounding’ শব্দ ব্যবহার করতে হবে।

ঘ) শব্দের দৈর্ঘ্য ও জটিলতা উভয় দিক থেকেই বিচলক ও সঠিক উত্তর সমার্থক হবে।

ঙ) বিকল্প যেন সমজাতীয় (Homogeneous) হয়।

চ) বিচলকগুলো আকার অনুযায়ী ছোঠ থেকে বড় অথবা বড় থেকে ছোট সাজাতে হয়।

(৮) সঠিক উত্তরটি যেন বিচলকগুলোর চেয়ে দৈর্ঘ্যে ছোট বা বড় না হয়। আইটেম লেখার সময় বিকল্প উত্তরগুলো দৈর্ঘ্য যতদূর সম্ভব সমান রাখা উচিত।

(৯) ‘ওপরের সবগুলো’ বা ‘ওপরের কোনটিই নয়’- এ ধরনের বিকল্প এড়িয়ে চলুন।

(১০) আইটেমগুলো পরস্পর স্বাধীন থাকবে। তারা যেন একে অপরের ওপর নির্ভরশীল না হয়। অর্থাৎ একটি আইটেমের উত্তর যেন পরবর্তী আইটেমের উত্তর দিতে সাহায্য না করে।

নমুনা বহুনির্বাচনী অভীক্ষাপদঃ

১। বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় বিষয়ে বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতা কয়টি?

ক) ৮ খ) ৯ গ) ১০ ঘ) ১১

২। পাঠদানে নিচের কোনটি পদ্ধতি হিসেবে ব্যবহৃত হয়?

ক) ফিল্ডট্রিপ খ) ব্রেইন স্টর্মিং গ) মাইন্ড ম্যাপিং ঘ) কন্সেপ্ট ম্যাপিং

৩। নিচের কোনটি মৌলিক সংখ্যা ?

ক) ২ খ) ৬ গ) ৮ ঘ) ৯

৪। কোনো বৃত্তের ব্যাস দ্বিগুন বাড়ালে পরিধি কতগুন বৃদ্ধি পাবে?

ক) ২ খ) ৩ গ) ৪ ঘ) ৫

৫। ভাষার দক্ষতা কয়টি?

ক) ৩ খ) ৪ গ) ৫ ঘ) ৬

৬। নীচের কোন শব্দ দুটি প্রকাশ মূলক দক্ষতা প্রকাশ করে?

ক) শোনা, বলা খ) বলা, পড়া গ) পড়া, লেখা ঘ) বলা, লেখা

৭। একজন মানুষ বিনা প্রশ্নে কোন নতুন ধারণা বা বিবেচনা গ্রহন করবেন না” এটি কোন ধরনের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী?

ক) অনুসন্দিৎসা খ) খোলা মনস্কতা গ) যাচাই প্রবনতা ঘ) বুদ্ধিবৃত্তিক সততা

৮। উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য সনাক্তকরণে কোন প্রক্রিয়াকরন দক্ষতা ব্যবহার করা হয়?

ক। শ্রেণিকরণ খ। পর্যবেক্ষন গ। পূর্বাণুমান ঘ। পরীক্ষণ

৯। “CLT” stands for-

a. Collaborative Language Teaching.
b. Communicative Language Teaching.
c. Critical Language Teaching.
d. Classroom Language Teaching.

১০. How many sounds in English language?

a. ২৪ b. ২৬ c. ৩৪ d. ৪৪

সঠিক উত্তরঃ

১) গ, ২) ক, ৩) ক, ৪) গ, ৫) খ, ৬) ঘ, ৭) গ, ৮) ক, ৯) b, ১০) d

অধিবেশন ১১	বহুনির্বাচনী অভীক্ষাপদ যাচাই ও পরিমার্জন

শিখনফল : এ অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

ক) বৈশিষ্ট্য ও নিয়মাবলি অনুসরণপূর্বক বহুনির্বাচনী অভীক্ষাপদ যাচাই ও পরিমার্জন করতে পারবেন।

সময় : ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

পদ্ধতি ও কৌশল : প্রশ্নোত্তর, একক চিন্তা, জোড়ায় কাজ, দলীয় কাজ, প্রদর্শন, আলোচনা

উপকরণ : মাল্টিমিডিয়া, নমিনেশন স্টিক, ল্যাপটপ, পোস্টার পেপার, মার্কার, সাইনপেন ইত্যাদি

কার্যাবলির বিবরণ

কাজ-ক : বহুনির্বাচনী অভীক্ষাপদের নিয়মাবলি অনুসরণপূর্বক অভীক্ষাপদ যাচাই **সময় : ৮০ মিনিট**

১. অংশগ্রহণকারীদেরকে ৫টি দলে ভাগ করুন। পোস্টার পেপার, মার্কার ও সহায়ক তথ্যের কর্মপত্র-১ ফটোকপি করে প্রত্যেক দলে সরবরাহ করুন। দলে আলোচনা করে কর্মপত্রের অভীক্ষাপদগুলোর ক্ষেত্রে কোন কোন নিয়মাবলি অনুসরণ করা হয়নি তার নম্বর খুঁজে বের করে ছকে লিখতে বলুন। কাজটির জন্য ১৫ মিনিট সময় নির্ধারণ করে দিন।

২. অত:পর খুঁজে বের করা ত্রুটিযুক্ত অভীক্ষাপদগুলো দলে আলোচনা করতে বলুন। নির্ধারিত ছকে নিয়মাবলি অনুযায়ী পোস্টার পেপারে ত্রুটিমুক্ত করে লিখতে সহায়তা করুন। এক্ষেত্রে, প্রতিদলকে সবগুলো অভীক্ষাপদ পরিমার্জন করতে না দিয়ে নিম্নে বর্ণিত ছক অনুসারে দলগত কাজ করার নিদেশনা দিন। সময় দিন ১৫ মিনিট।

দল	অভীক্ষাপদের নম্বর
১	১,২,৩
২	৪,৫,৬
৩	৭,৮,৯
৪	১০,১১,১২
৫	১৩,১৪,১৫

৩. কাজ শেষে প্রতিদলকে তাদের উত্তর সকলের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করতে বলুন। অন্যান্য দলকে তাদের মতামত দিতে এবং আলোচনা ও প্রয়োজনীয় ফিডব্যাক প্রদান করুন।

৪. সহায়ক তথ্যের তৈরিকৃত উত্তরমালা মাল্টিমিডিয়ায় উপস্থাপন করে তাদের উত্তর মিলিয়ে নিতে সহায়তা করুন।

অধিবেশনের সারসংক্ষেপকরণ **সময়: ১০ মিনিট**

১. অংশগ্রহণকারীদের এই অধিবেশন এবং পূর্বের অধিবেশন থেকে শেখা বিষয়গুলোর তালিকা করতে বলুন।

২. কয়েকজনের উত্তর শুনুন এবং অধিবেশন সম্পর্কে তাদের মতামত ব্যক্ত করতে দিন।

৩. অংশগ্রহণকারীদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে অধিবেশন সমাপ্ত করুন।

সহায়ক তথ্য	**অধিবেশন-১১ :** বহুনির্বাচনী অভীক্ষাপদ যাচাই ও পরিমার্জন

কর্মপত্র-১

দলে আলোচনা করে কী কী নিয়মাবলি লঙ্ঘিত হয়েছে খুঁজে বের করুন এবং পরিমার্জন করুন।

ক্র.নং	অভীক্ষাপদ	লঙ্ঘিত নীতিমালার নম্বর	পরিমার্জিত
১।	একটি বিষয়ের জন্য প্রণীত শিক্ষাক্রমে কী কী শেখানো হবে তার তালিকা হলো-- ক) পাঠ্যসূচি খ) আবশ্যকীয় শিক্ষাক্রম গ) বিস্তৃত শিক্ষাক্রম ঘ) সবগুলো		
২।	কাদের কথা জানা যায় না। ক) রাজাদের খ) প্রজাদের গ) রাণিদের ঘ) পুরুষদের		
৩।	ইতিহাস সম্পর্কে আমাদের সুস্পষ্ট ধারণা থাকা উচিত। ইতিহাসের অনেক কিছু সম্পর্কে আমরা আজও জানিনা। কোন দেশের ইতিহাসের সবটা আমাদের ভালো করে জানা দরকার? ক) বাংলাদেশের ইতিহাস খ) ভারতের ইতিহাস গ) বৃটিশ ইতিহাস ঘ) জাপানের ইতিহাস		
৪।	বাঙ্গালির প্রিয় খাবার- ক) ভাত খ) মাছ গ) দুধ ঘ) বিরিয়ানি		
৫।	শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতার ক্ষমতা বাড়ানোর ক্ষেত্রে একজন গণিত শিক্ষকের জন্য নিচের কোনটি সবচাইতে বেশি প্রয়োজন? ক) শ্রেণিতে প্রদর্শিত কৌশল অনুসরণ করে শিক্ষার্থীদের আরো অনুশীলন করতে উৎসাহিত করা। খ) পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত উদাহরণ অনুসরণ করে সমস্যা সমাধানে উৎসাহিত করা। গ) সমস্যা সমাধানের বিকল্প কৌশল খুঁজতে শিক্ষাথীদের উৎসাহিত করা। ঘ) শ্রেণিতে আলোচনা করা কৌশল অনুসরণ করে গাণিতিক সমস্যা সমাধানের জন্য শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করা।		

ক্র.নং	অভীক্ষাপদ	লঙ্ঘিত নীতিমালার নম্বর	পরিমার্জিত
৬।	ময়মনসিংহ সুপরিচিত- ক) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য খ) পাট বেশি জন্মায় বলে গ) রাজনীতিবিদের জন্যে ঘ) মন্ডা পাওয়া যায় বলে		
৭।	ব্রেন স্টোর্মিং (Brain Storming) কৌশল এর বৈশিষ্ট্য নয় কোনটি? ক) বৈচিত্রতা পরিলক্ষিত হয় খ) একাকি গভীর ভাবে চিন্তা করে গ) পরস্পর মত বিনিময় করে ঘ) শিক্ষার্থীরা পাঠে মনোযোগী হয়		
৮।	আকাশ নীল রঙের হওয়ার পেছনে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা হলো- ক) সূর্য রশ্মি খ) জলীয়বাষ্প গ) বায়ূমন্ডলে ধুলিকণা ছড়িয়ে আছে ঘ) বায়ূমণ্ডলে নানা গ্যাসের অনুর উপর সূর্যের প্রতিফলিত রশ্মির কারণে		
৯।	৩য় শ্রেণির বিজ্ঞান বিষয়ে উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশ পড়ানোর সময় শিক্ষক একটি উদ্ভিদ শ্রেণিকক্ষে এনে শিক্ষার্থীদের সামনে প্রদর্শন করলেন এবং এর বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত করলেন। শিক্ষক এখানে কোন পদ্ধতি অবলম্বন করলেন? ক) আলোচনা পদ্ধতি খ) প্রদর্শন পদ্ধতি গ) সমস্যা সমাধান পদ্ধতি ঘ) প্রকল্প পদ্ধতি		
১০।	A word used to describe a noun is called an- a) verb b) Pronoun c) Adjective d) Conjunction		
১১।	An adjective qualifies- a) noun & Pronoun b) Interjection c) preposition d) Conjunction		

ক্র.নং	অভীক্ষাপদ	লঙ্ঘিত নীতিমালার নম্বর	পরিমার্জিত
১২।	পরিমার্জিত শিক্ষাক্রম ২০২১ অনুসারে ২য় শ্রেণিতে কত পর্যন্ত সংখ্যা শেখানোর সুযোগ রাখা হয়েছে? ক) ১০০০০০ পর্যন্ত খ) ১০০০ পর্যন্ত গ) ১০০০০ পর্যন্ত ঘ) ১০০ পর্যন্ত		
১৩।	শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের জন্য কোন পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়? ক. প্রদর্শন খ. পর্যবেক্ষণ গ. ব্রেইন স্টর্মিং ঘ. পরীক্ষণ		
১৪	শিক্ষক অভিভাবক সমিতি(পিটিএ) এর প্রাথমিক সদস্য কারা হবেন? ক) বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষকগণ খ) শিশুর সকল অভিভাবক এবং শিক্ষক গ) বিদ্যালয়ের অভিভাবকদের মধ্যে হতে নির্বাচিত ১০ জন ঘ)বিদ্যালয়ের ক্যাচমেন্ট এলাকার ৩-১২ বছর বয়সী সকল শিশুর অভিভাবক এবংসকল শিক্ষক		
১৫	প্রাথমিকের শিশুদের জন্য বিভিন্ন বিষয়ের ওয়েটেজ অনুযায়ী কোন বিষয়ে সর্বোচ্চ শিখন সময় বন্টন করা হয়েছে? ক) বাংলা খ) ইংরেজি গ) গণিত ঘ) শারীরিক শিক্ষা		

কর্মপত্র-১ এর উত্তরপত্র

ক্র.নং	অভীক্ষাপদ	লঙ্ঘিত নীতিমালার নম্বর	পরিমার্জিত
১।	একটি বিষয়ের জন্য প্রণীত শিক্ষাক্রমে কী কী শেখানো হবে তার তালিকা হলো-- ক) পাঠ্যসূচি খ) আবশ্যকীয় শিক্ষাক্রম গ) বিস্তৃত শিক্ষাক্রম ঘ) সবগুলো	৯	একর্টি বষিয়রে জন্য প্রণীত শক্ষিাক্রমে কী কী শখোনো হবে তার তালকিা হলো-- ক) পাঠ্যসূচি খ) আবশ্যকীয় শক্ষিাক্রম

ক্র.নং	অভীক্ষাপদ	লঙ্ঘিত নীতিমালার নম্বর	পরিমার্জিত
			গ) বিস্তৃত শিক্ষাক্রম ঘ) বিষয়ভিত্তিক শিক্ষাক্রম
২।	কাদের কথা জানা যায় না? ক) রাজাদের খ) প্রজাদের গ) রাণিদের ঘ) পুরুষদের	৪, ৭(ঙ)	কাদের কথা জানা যায় না? ক) রাজাদের খ) রাণিদের গ) সভাসদদের ঘ) প্রজাদের
৩।	ইতিহাস সম্পর্কে আমাদের সুস্পষ্ট ধারণা থাকা উচিত। ইতিহাসের অনেক কিছু সম্পর্কে আমরা আজও জানিনা। কোন দেশের ইতিহাসের সবটা আমাদের ভালো করে জানা দরকার? ক) বাংলাদেশের ইতিহাস খ) ভারতের ইতিহাস গ) বৃটিশ ইতিহাস ঘ) জাপানের ইতিহাস	২	কোন দেশের ইতিহাসের সবটা আমাদের ভালো করে জানা দরকার? ক) বাংলাদেশের ইতিহাস খ) ভারতের ইতিহাস গ) বৃটিশ ইতিহাস ঘ) জাপানের ইতিহাস
৪।	বাঙ্গালির প্রিয় খাবার- ক) ভাত খ) মাছ গ) দুধ ঘ) বিরিয়ানি	৫	বাঙ্গালির প্রিয় খাবার- ক) ভাত, মাছ খ) মাছ, মাংস গ) দুধ, দই ঘ) বিরিয়ানি, পায়েস
৫।	শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতার ক্ষমতা বাড়ানোর ক্ষেত্রে একজন গণিত শিক্ষকের জন্য নিচের কোনটি সবচাইতে বেশি প্রয়োজন? ক) শ্রেণিতে প্রদর্শিত কৌশল অনুসরণ করে শিক্ষার্থীদের আরো অনুশীলন করতে উৎসাহিত করা। খ) পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত উদাহরণ অনুসরণ করে সমস্যা সমাধানে উৎসাহিত করা। গ) সমস্যা সমাধানের বিকল্প কৌশল খুঁজতে শিক্ষাথীদের উৎসাহিত করা। ঘ) শ্রেণিতে আলোচনা করা কৌশল অনুসরণ করে গাণিতিক সমস্যা	৭ (চ)	শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতার ক্ষমতা বাড়ানোর ক্ষেত্রে একজন গণিত শিক্ষকের জন্য নিচের কোনটি সবচাইতে বেশি প্রয়োজন? ক) শ্রেণিতে আলোচনা করা কৌশল অনুসরণ করে গাণিতিক সমস্যা সমাধানের জন্য শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করা। খ) শ্রেণিতে প্রদর্শিত কৌশল অনুসরণ করে শিক্ষার্থীদের আরো অনুশীলন করতে উৎসাহিত করা।

ক্র.নং	অভীক্ষাপদ	লঙ্ঘিত নীতিমালার নম্বর	পরিমার্জিত
	সমাধানের জন্য শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করা।		গ) পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত উদাহরণ অনুসরণ করে সমস্যা সমাধানে উৎসাহিত করা। ঘ) সমস্যা সমাধানের বিকল্প কৌশল খুঁজতে শিক্ষাথীদের উৎসাহিত করা।
৬।	ব্রেন স্টোর্মিং (Brain Storming) কৌশল এর বৈশিষ্ট্য নয় কোনটি? ক) বৈচিত্রতা পরিলক্ষিত হয় খ) একাকি গভীর ভাবে চিন্তা করে গ) পরস্পর মত বিনিময় করে ঘ) শিক্ষার্থীরা পাঠে মনোযোগী হয়	৪	ব্রেন স্টোর্মিং (Brain Storming) কৌশল এর বৈশিষ্ট্য নয় কোনটি? ক) বৈচিত্রতা পরিলক্ষিত হয় খ) একাকি গভীর ভাবে চিন্তা করে গ) পরস্পর মত বিনিময় করে ঘ) শিক্ষার্থীরা পাঠে মনোযোগী হয়
৭।	ময়মনসিংহ সুপরিচিত- ক) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য খ) পাট বেশি জন্মায় বলে গ) রাজনীতিবিদের জন্যে ঘ) মন্ডা পাওয়া যায় বলে	৭(ঙ)	ময়মনসিংহ সুপরিচিত- ক) কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য খ) কিন্ডারগার্টেন বেশি আছে বলে গ) প্রাইমারি স্কুল বেশি আছে বলে ঘ) ময়মনসিংহ জিলা স্কুল আছে বলে
৮।	আকাশ নীল রঙের হওয়ার পেছনে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা হলো- ক) সূর্য রশ্মি খ) জলীয়বাষ্প গ) বায়ূমন্ডলে ধুলিকণা ছড়িয়ে আছে ঘ) বায়ূমণ্ডলে নানা গ্যাসের অনুর উপর সূর্যের প্রতিফলিত রশ্মির কারণে	৮	আকাশ নীল রঙের হওয়ার পেছনে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা হলো- ক) সূর্য রশ্মি প্রতিফলিত হয়ে আকাশে নীল রঙ ধারণ করে খ) বায়ূমন্ডলে জলীয়বাষ্পের উপর সূর্যের রশ্মি প্রতিফলন গ) বায়ূমন্ডলে ধুলিকণার উপর সূর্যের রশ্মির প্রতিফলন ঘ) বায়ূমন্ডলে নানা গ্যাসের অণুর উপর সূর্যের রশ্মির প্রতিফলন
৯।	৩য় শ্রেণির বিজ্ঞান বিষয়ে উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশ পড়ানোর সময় শিক্ষক একটি উদ্ভিদ শ্রেণিকক্ষে এনে শিক্ষার্থীদের সামনে প্রদর্শন করলেন এবং এর বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত করলেন। শিক্ষক এখানে কোন পদ্ধতি অবলম্বন করলেন?	৬	৩য় শ্রেণির বিজ্ঞান বিষয়ে উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশ পড়ানোর সময় শিক্ষক একটি উদ্ভিদ শ্রেণিকক্ষে এনে শিক্ষার্থীদের দেখিয়ে এর বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত করলেন। শিক্ষক এখানে কোন পদ্ধতি অবলম্বন করলেন? ক) আলোচনা পদ্ধতি

ক্র.নং	অভীক্ষাপদ	লঙ্ঘিত নীতিমালার নম্বর	পরিমার্জিত
	ক) আলোচনা পদ্ধতি খ) প্রদর্শন পদ্ধতি গ) সমস্যা সমাধান পদ্ধতি ঘ) প্রকল্প পদ্ধতি		খ) প্রদর্শন পদ্ধতি গ) সমস্যা সমাধান পদ্ধতি ঘ) প্রকল্প পদ্ধতি
১০।	A word used to describe a noun is called an- a) verb b) Pronoun c) Adjective d) Conjunction	৬	A word used to describe a noun is called - a) A verb b) A Pronoun c) An Adjective d) A Conjunction
১১।	An adjective qualifies- a) noun & Pronoun b) Interjection c) preposition d) Conjunction	১০	An adverb qualifies- a) noun & Pronoun b) Interjection c) preposition d) verb
১২।	পরিমার্জিত শিক্ষাক্রম ২০২১ অনুসারে ২য় শ্রেণিতে কত পর্যন্ত সংখ্যা শেখানোর সুযোগ রাখা হয়েছে? ক) ১০০০০০ পর্যন্ত খ) ১০০০ পর্যন্ত গ) ১০০০০ পর্যন্ত ঘ) ১০০ পর্যন্ত	৭ (চ)	পরিমার্জিত শিক্ষাক্রম ২০২১ অনুসারে ২য় শ্রেণিতে কত পর্যন্ত সংখ্যা শেখানোর সুযোগ রাখা হয়েছে? ক) ১০০ পর্যন্ত খ) ১০০০ পর্যন্ত গ) ১০০০০ পর্যন্ত ঘ) ১০০০০০ পর্যন্ত
১৩।	শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের জন্য কোন পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়? ক. প্রদর্শন খ. পর্যবেক্ষণ গ. ব্রেইন স্টর্মিং ঘ. পরীক্ষণ	৬	শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের জন্য কোন পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়? ক. মাইন্ড ম্যাপিং খ. কনসেপ্ট ম্যাপিং গ. ব্রেইন স্টর্মিং ঘ. ভূমিকা অভিনয়
১৪	শিক্ষক অভিভাবক সমিতি(পিটিএ) এর প্রাথমিক সদস্য কারা হবেন? ক) বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষকগণ খ) শিশুর সকল অভিভাবক এবং শিক্ষক গ) বিদ্যালয়ের অভিভাবকদের মধ্যে হতে নির্বাচিত ১০ জন	৮	শিক্ষক অভিভাবক সমিতি(পিটিএ) এর প্রাথমিক সদস্য কারা হবেন? ক) বিদ্যালয়ের ক্যাচমেন্ট এলাকার ৩-১২ বছর বয়সী সকল শিশুর অভিভাবক এবংসকল শিক্ষক খ) বিদ্যালয়ের ক্যাচমেন্ট এলাকার সকল শিশুর অভিভাবক এবংসকল শিক্ষক

ক্র.নং	অভীক্ষাপদ	লঙ্ঘিত নীতিমালার নম্বর	পরিমার্জিত
	ঘ)বিদ্যালয়ের ক্যাচমেন্ট এলাকার ৩-১২ বছর বয়সী সকল শিশুর অভিভাবক এবং সকল শিক্ষক		গ) বিদ্যালয়ের ক্যাচমেন্ট এলাকার অভিভাবকদের মধ্যে হতে নির্বাচিত ১০ জন ঘ) বিদ্যালয়ের ভর্তিকৃত শিশুদের শিশুর অভিভাবক এবং শিক্ষকদের মধ্য হতে নির্বাচিত ১০ জন
১৫	প্রাথমিকের শিশুদের জন্য বিভিন্ন বিষয়ের ওয়েটেজ অনুযায়ী কোন বিষয়ে সর্বোচ্চ শিখন সময় বন্টন করা হয়েছে? ক) বাংলা খ) ইংরেজি গ) গণিত ঘ) শারীরিক শিক্ষা	৬	প্রাথমিকের শিশুদের জন্য বিভিন্ন বিষয়ের ওয়েটেজ অনুযায়ী কোন বিষয়ে সর্বোচ্চ শিখন সময় বন্টন করা হয়েছে? ক) বাংলা খ) ইংরেজি গ) গণিত ঘ) প্রাথমিক বিজ্ঞান

অধিবেশন-১২	ডোমেইনভিত্তিক অভীক্ষাপদের বৈশিষ্ট্য

শিখনফল : এ অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

ক. জ্ঞানমূলক অভীক্ষাপদের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
খ. অনুধাবনমূলক অভীক্ষাপদের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
গ. প্রয়োগমূলক অভীক্ষাপদের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
ঘ. উচ্চতর দক্ষতামূলক অভীক্ষাপদের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

সময় : ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

পদ্ধতি ও কৌশল : প্রশ্নোত্তর, একক চিন্তা, আলোচনা

উপকরণ : মাল্টিমিডিয়া, সহায়ক তথ্য, নমিনেশন স্টিক, ল্যাপটপ, মার্কার

কার্যাবলির বিবরণ

কাজ-ক : জ্ঞানমূলক অভীক্ষাপদের বৈশিষ্ট্য **সময় : ১৫ মিনিট**

১. অংশগ্রহণকারীদের শুভেচ্ছা জানান ও প্রশিক্ষণের অনুকূল পরিবেশ তৈরি করুন। তাঁদের অবহিত করুন যে, এই অধিবেশনের অর্জিত ধারণা ও তথ্যের ভিত্তিতে আমরা পরবর্তীতে সেশনে প্রশ্ন প্রণয়ন করবো।

২. নমিনেশন স্টিক ব্যবহার করে কয়েকজনকে নিম্নরূপ প্রশ্ন করুন-

ক) জ্ঞান কী?
খ) জ্ঞানমূলক অভীক্ষাপদের ভিত্তি কী?
গ) জ্ঞানমূলক অভীক্ষাপদের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর কোন সামর্থ্য অর্জিত হবে? ইত্যাদি।

সম্ভাব্য উত্তর
ক) শিক্ষার্থীর পূর্বে অর্জিত কোন তথ্য বা উপকরণ প্রয়োজনের সময় স্মরণ (recall) করতে পারা। অর্থাৎ পাঠ্যবই বা অন্য কোনো উৎস থেকে যা মুখস্ত করে, তা হুবহু বলতে ও লিখতে পারা।
খ) মস্তিষ্ক বা পূর্বে অর্জিত কোন জ্ঞান
গ) শিক্ষার্থীর মুখস্ত বা স্মরণ করতে পারার সামর্থ্য

৩. অংশগ্রহণকারীদের নিকট থেকে প্রাপ্ত উত্তরের আলোকে এবং সহায়ক তথ্যের উদাহরণসহ জ্ঞানমূলক অভীক্ষাপদের ধারণা ও বৈশিষ্ট্য মাল্টিমিডিয়ায় উপস্থাপন করে আলোচনার মাধ্যমে এ সম্পর্কিত সুস্পষ্ট ধারণালাভে সহায়তা করুন এবং কয়েকজনকে তাদের অর্জিত ধারণা বিনিময় করতে বলুন।

কাজ-খ : অনুধাবনমূলক অভীক্ষাপদের বৈশিষ্ট্য **সময় : ২০ মিনিট**

১. অংশগ্রহণকারী কয়েকজনকে নিম্নরূপ প্রশ্ন করুন-

ক) অনুধাবন কী?

খ) অনুধাবনমূলক অভীক্ষাপদের ভিত্তি কী?

গ) অনুধাবনমূলক অভীক্ষাপদের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর কোন সামর্থ্য অর্জিত হবে? ইত্যাদি।

সম্ভাব্য উত্তর

ক) কোনো বিষয়ের অর্থ বোঝার দক্ষতা। তথ্য, নীতিমালা, সূত্র, নিয়ম, পদ্ধতি, প্রক্রিয়া ইত্যাদি বুঝতে পারা।

খ) জ্ঞান

গ) এ ধরনের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য জ্ঞান স্তরের তুলনায় অধিকতর দক্ষতার প্রয়োজন হয়। শিক্ষার্থী কোনো ধারণা, পদ্ধতি, প্রক্রিয়া, নীতি, বিধিবিধান, তত্ত্ব, কাঠামো সম্পর্কিত জ্ঞান বুঝতে পারলে নিজের মতো করে বলতে ও লিখতে পারবে।

২. অংশগ্রহণকারীদের নিকট থেকে প্রাপ্ত উত্তরের আলোকে এবং সহায়ক তথ্যের উদাহরণসহ অনুধাবনমূলক অভীক্ষাপদের ধারণা ও বৈশিষ্ট্য মাল্টিমিডিয়ায় উপস্থাপন করে আলোচনার মাধ্যমে এ সম্পর্কিত সুস্পষ্ট ধারণালাভে সহায়তা করুন এবং কয়েকজনকে অনুধাবনমূলক অভীক্ষাপদের ধারণা বিনিময় করতে সহায়তা করুন।

কাজ-গ : প্রয়োগমূলক অভীক্ষাপদের বৈশিষ্ট্য **সময় : ২০ মিনিট**

১. নমিনেশন স্টিক ব্যবহার করে কয়েকজনকে নিম্নরূপ প্রশ্ন করুন-

- প্রয়োগ কী?
- প্রয়োগমূলক অভীক্ষাপদের ভিত্তি কী?
- প্রয়োগমূলক অভীক্ষাপদের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর কোন সামর্থ্য অর্জিত হবে?

সম্ভাব্য উত্তর (এ ছাড়াও প্রাসঙ্গিক উত্তর আসতে পারে)

ক) পূর্বের শেখা বিষয়কে নতুন কোন পরিস্থিতিতে ব্যবহার করার সামর্থ্য।

খ) জ্ঞান ও অনুধাবন দক্ষতা

গ) শিক্ষার্থীর অর্জিত ও অনুধাবনকৃত নতুন কোনো ধারণা, প্রক্রিয়া, পদ্ধতি, সূত্র, নীতি প্রভৃতি বাস্তব সমস্যার প্রেক্ষিতে প্রয়োগ করার সামর্থ্য।

২. অংশগ্রহণকারীদের নিকট থেকে প্রাপ্ত উত্তরের আলোকে এবং সহায়ক তথ্যের উদাহরণসহ প্রয়োগমূলক অভীক্ষাপদের ধারণা ও বৈশিষ্ট্য মাল্টিমিডিয়ায় উপস্থাপন করে আলোচনার মাধ্যমে এ সম্পর্কিত সুস্পষ্ট ধারণালাভে সহায়তা করুন।

কাজ-ঘ : উচ্চতর দক্ষতামূলক অভীক্ষাপদের বৈশিষ্ট্য **সময় : ৩০ মিনিট**

১. কয়েকজনকে নিম্নরূপ প্রশ্ন করুন-

- জ্ঞানমূলক স্তরের কোন কোন উপস্তর উচ্চতা দক্ষতা হিসেবে বিবেচনা করা হয়?
- উচ্চতর দক্ষতার অভীক্ষাপদের ভিত্তি কী?
- উচ্চতর দক্ষতামূলক অভীক্ষাপদের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর কোন সামর্থ্য অর্জিত হবে? ইত্যাদি।

সম্ভাব্য উত্তর

ক) বিশ্লেষণ, সংশ্লেষণ ও মূল্যায়ন

খ) জ্ঞান ও অনুধাবন দক্ষতা

গ) শিক্ষার্থীর অর্জিত ও অনুধাবনকৃত নতুন কোনো ধারণা, প্রক্রিয়া, পদ্ধতি, সূত্র, নীতি প্রভৃতি বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করার সামর্থ্য

২. অংশগ্রহণকারীদের নিকট থেকে প্রাপ্ত উত্তরের আলোকে এবং সহায়ক তথ্যের উদাহরণসহ উচ্চতর দক্ষতামূলক অভীক্ষাপদের ধারণা ও বৈশিষ্ট্য মাল্টিমিডিয়ায় উপস্থাপন করে আলোচনার মাধ্যমে এ সম্পর্কিত সুস্পষ্ট ধারণালাভে সহায়তা করুন।

অধিবেশনের সারসংক্ষেপকরণ **সময়: ০৫ মিনিট**

১. অংশগ্রহণকারীদের এই অধিবেশনের শিখন চিন্তা করতে বলুন।
২. কয়েকজনকে তাদের ধারণা ব্যক্ত করতে দিন এবং এই অধিবেশনের সারসংক্ষেপ করুন।
৩. অংশগ্রহণকারীদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে অধিবেশন সমাপ্ত করুন।

সহায়ক তথ্য	**অধিবেশন- ১২ : ডোমেইনভিত্তিক অভীক্ষাপদের বৈশিষ্ট্য**

ক) জ্ঞানমূলক স্তর

জ্ঞান হলো চিন্তন দক্ষতার প্রাথমিক স্তর। এর অর্থ হচ্ছে পূর্বে জানা কোনো কিছু স্মরণ করা। অর্থাৎ পাঠ্যবই বা অন্য কোন উৎস থেকে যা জানে বা মুখস্ত করে, তা হুবহু বলতে ও লিখতে পারবে।

জ্ঞানমূলক অভীক্ষাপদের বৈশিষ্ট্য

- শিক্ষার্থী পূর্বে অর্জিত তথ্য স্মরণ (recall) করতে পারে।
- পাঠ্যপুস্তক বা অন্য কোন উৎস থেকে তথ্য জানা যায়।
- শিক্ষার্থীর মুখস্ত করা তথ্য জ্ঞান স্তরের প্রশ্নের মাধ্যমে পরিমাপ করা যায়।
- সুনির্দিষ্টি কিছু ক্রিয়াপদ ব্যবহার করে এই স্তরের অভীক্ষাপদ তৈরি করা যায়।
- সাধারণ শব্দসমূহ, বিশেষ তত্ত্ব, তথ্য, পদ্ধতি, প্রক্রিয়া, ধারণা নীতিমালা ইত্যাদি স্মরণ করা বা চিনতে পারা যায়।

জ্ঞান স্তরের প্রশ্ন তৈরি করা সহজ। জ্ঞান স্তরের অভীক্ষাপদের উত্তর সরাসরি পাঠ্যপুস্তকে পাওয়া যায়।
জ্ঞানমূলক ক্ষেত্রের শিখনফলকে নিম্নোক্তভাবে লেখা যায় :

১. শিশু পরিচিত ফুল, ফল ও জীবজন্তুর নাম বলতে পারবে।
২. ছড়া ও কবিতা আবৃত্তি করতে পারবে।
৩. অনেক ছবির মধ্যে হতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছবি সনাক্ত করতে পারবে, ইত্যাদি।

জ্ঞানমূলক ক্ষেত্রের অভীক্ষাপদকে নিম্নোক্ত ক্রিয়াপদ ব্যবহার করে লেখা যায়। যেমন- সংজ্ঞা দাও, শনাক্ত কর, নাম লিখ, নির্বাচন কর, তালিকা তৈরি কর, স্মরণ কর, কাকে বলে, কী, কোথায়, নিচে দাগ দাও, নির্বাচন কর, মিল কর □□□□□□□। অভীক্ষা প্রণয়নে অবশ্যই শিক্ষাক্রমে বর্ণিত জ্ঞান স্তরের শিখনফল বিবেচনায় নিতে হয়।

নমুনা:

(১) সামাজিক দক্ষতার ক্ষেত্র কয়টি?

ক) ৩ খ) ৫
খ) ৬ ঘ) ১০

(২) এক কিলোমিটার = কত মিটার?

ক) ১০০ খ) ২০০ গ) ৫০০ ঘ) ১০০০

খ) অনুধাবনমূলক স্তর

অনুধাবন বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষেত্রের দ্বিতীয় স্তর। এ স্তরটিতে শিক্ষার্থী অনুধাবনমূলক দক্ষতার প্রকাশ ঘটিয়ে থাকে। অনুধাবন হলো কোনো বিষয়ের অর্থ বোঝার দক্ষতা। তা হতে পারে তথ্য, নীতিমালা, সূত্র, নিয়ম, পদ্ধতি, প্রক্রিয়া ইত্যাদি বুঝতে পারা। শিখন এবং মূল্যায়নের জন্য অনুধাবন স্তরের ব্যবহার গুরুত্বপূর্ণ। এ ধরনের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য জ্ঞান স্তরের তুলনায় অধিকতর দক্ষতার প্রয়োজন হয়।

অনুধাবনমূলক অভীক্ষাপদের বৈশিষ্ট্য

- কোন ধারনা/ বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা, অনুবাদ অথবা রূপান্তর করা যায়।
- মৌখিকভাবে এবং প্রতীক, গ্রাফ, সারণি ও চিত্রের সাহায্যে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করা সম্ভব হয়।
- এ শিক্ষার্থী কোনো ধারণা, পদ্ধতি, প্রক্রিয়া, নীতি, বিধিবিধান, তত্ত্ব, কাঠামো সম্পর্কিত জ্ঞান বুঝতে পারলে নিজের মতো করে বলতে ও লিখতে পা□□ ।

এর উদ্দেশ্যকে আবার তিনভাবে ভাগ করা যায়। যথা:

ক) অনুবাদ (Translation): কোন কিছু নিজের ভাষায় বলা।

খ) সংব্যাখ্যান (Interpretation): কোন কিছুর বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিতে পারা।

গ) অনুবিদিতকরণ (Extrapolation): জানা তথ্য থেকে অজানা তথ্য বের করতে পারা।

অনুধাবনমূলক ক্ষেত্রের শিখনফলকে নিম্নোক্তভাবে লেখা যায়-

১. গল্প, কবিতা, কথোপকথনের মূল বিষয়বস্তু বুঝে বলতে পারবে।
২. মুদ্রিত বই, পুস্তক, পত্র-পত্রিকা, সংকেত নির্দেশ পড়ে বুঝে বলতে পারবে।
৩. কেউ (যেমন : বেগম রোকেয়া) বিখ্যাত হওয়ার কারণ বলতে পারবে।
৪. সামাজিকীকরণকে সমাজবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত করার কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবে।

অনুধাবনমূলক ক্ষেত্রের শিখনফলকে নিম্নোক্ত ক্রিয়াপদ ব্যবহার করে লেখা যায়। যথাঃ অনুবাদ কর, পরিবর্তন কর, বর্ণনা কর, আলোচনা কর, প্রাক্কলন/মূল্য নিরুপণ কর, ব্যাখ্যা কর, ভাষায় ব্যক্ত কর, বিস্তৃত কর, সাধারণীকরণ কর, উদাহরণ দাও, শনাক্ত কর, নির্দেশ কর, অনুমান/সিদ্ধান্ত করা, অবস্থান নির্দেশ কর, মূলভাব ঠিক রেখে শব্দান্তরে অর্থ প্রকাশ কর, পূর্বসংকেত/ভবিষ্যত বল, পুনর্বার লেখ, উপযুক্তটি বেছে নাও, সংক্ষেপ কর, শ্রেণিকরণ কর, ইত্যাদি।

নমুনা:

(১) নাগরিকদের নিয়মিত কর দেয়া উচিত কেন?

(ক) কর ফাঁকি দিলে শাস্তি পেতে হয়
(খ) সরকার শ্রেষ্ঠ করদাতাকে পুরস্কৃত করেন
(গ) কর দেয়ার মাধ্যমে ধনী -গরিব পার্থক্য কমে যায়
(ঘ) করের টাকায় সরকার উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড করতে পারে

(২) তীব্র দাবদাহের মধ্যে শ্রেণিকার্যক্রম বন্ধের সময়ে শিখন ঘাটতি পূরণে কোনটি অধিক কার্যকর?

(ক) ইয়াহু　　(খ) জিমেইল
(গ) বিং　　(ঘ) গুগল ক্লাসরুম

গ) প্রয়োগমূলক স্তর

প্রয়োগ বলতে বুঝায় পূর্বের শেখা বিষয়কে নতুন কোন পরিস্থিতিতে ব্যবহার করার সামর্থ্য। আইন, বিধি, তত্ত্ব, সূত্র, নিয়ম, পদ্ধতি, ধারণা, নীতি ইত্যাদির প্রয়োগ হতে পারে। প্রয়োগ দক্ষতা স্তরে অন্তর্ভূক্ত থাকতে পারে চার্ট ও গ্রাফ তৈরি করা, সমস্যা সমাধান করা, পদ্ধতির সঠিক ব্যবহার ও প্রদর্শন, হিসাবনিকাশ করা ইত্যাদি।

প্রয়োগমূলক অভীক্ষাপদের বৈশিষ্ট্য

- শিক্ষার্থীর ধারণা, পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া প্রভৃতির অর্জিত ও অনুধাবনকৃত জ্ঞান প্রয়োগ করার সামর্থ্য ও দক্ষতা পরিমাপ করা যায়।
- কার্য-কারণ (cause-effect) সম্পর্ক ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করার সামর্থ্য এবং দক্ষতা পরিমাপ করা যায়, ইত্যাদি।

শিখনফলকে নিম্নোক্তভাবে লেখা যায়:

- যথাযথ বিরামচিহ্ন ব্যবহার করে কোন কিছু লিখতে পারবে।
- বিরামচিহ্নের সঠিক ব্যবহার করে নতুন টেক্সট পড়তে পারবে।
- বিভিন্ন আনুষ্ঠানিক পরিবেশে প্রয়োজনীয় আদব কায়দা প্রকাশ করতে পারবে।
- দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করতে পারবে।

প্রয়োগ দক্ষতা উপক্ষেত্রের অভীক্ষাপদ নিম্নোক্ত ক্রিয়াপদ ব্যবহার করে লেখা যায়। যথা- লেখ, গণনা কর, প্রদর্শন কর, আবিষ্কার কর, রূপান্তরিত কর, উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর, নিপুনতার সাথে নাড়াচাড়া কর, পরিবর্তন কর, কার্য সংঘটন কর, অনুশীলন কর, প্রস্তুত কর, উপস্থাপন/উৎপাদন কর, সম্পর্ক দেখাও, তালিকাভুক্ত কর, নকশা/ খসড়া প্রস্তুত কর, সমস্যা সমাধান কর, কাজে লাগাও, প্রয়োগ কর, ইত্যাদি।

নমুনা প্রশ্ন:

(1) Which of the following activity will you use in the classroom to develop students' speaking skill?

a) Read
b) Listening audio
c) Role play
d) watching video

ঘ) উচ্চতর চিন্তন দক্ষতা স্তর

উচ্চতর চিন্তন দক্ষতা বলতে বুঝায় কোনো বিষয়ের বিশ্লেষণ (বিশেষ থেকে সাধারণ), সংশ্লেষণ (সাধারণ থেকে বিশেষ) এবং মূল্যায়ন (বিচার-বিবেচনা, যুক্তি)। কোনো সমগ্র বিষয়, ধারণা বা বিষয়বস্তুকে বিভিন্ন উপাদান বা অংশে বিভক্ত করা এবং তাদের মধ্যে সম্পর্ক চিহ্নিত করা। বিষয় সংশ্লিষ্ট একগুচ্ছ তথ্য/উপাদান/অংশ সংগঠিত এবং সমগ্রতে রূপান্তর করা। বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্য বা ধারণা সংগ্রহ করে তা দিয়ে একটি কাঠামো বা নকশা তৈরি করা। কোনো মতামত, কাজ, সমাধান এবং পদ্ধতির মূল্য বিচার করা। দক্ষতার সর্বোচ্চ স্তর হিসাবে এর মধ্যে নিম্নতর স্তরের অন্য সব চিন্তন দক্ষতাগুলো অন্তর্ভূক্ত থাকে। পূর্বের জানা তথ্য/তত্ত্ব (জ্ঞান) ব্যবহার করে নতুন কোনো পরিস্থিতিতে বিচার-বিশ্লেষণ করা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং মূল্যায়নের দক্ষতাই হলো উচ্চতর চিন্তন দক্ষতা।

উচ্চতর চিন্তন দক্ষতামূলক অভীক্ষাপদের বৈশিষ্ট্য

- উচ্চতর চিন্তন দক্ষতা স্তরের অভীক্ষা মূলত বিশ্লেষণ, সংশ্লেষণ এবং মূল্যায়ন-এ তিনটি স্তর বা এর যেকোনো একটি স্তর নিয়ে অভীক্ষা প্রণয়ন করতে হয়।
- এ ধরনের অভীক্ষাপদের মাধ্যমে একজন শিক্ষার্থী হতে অন্য শিক্ষার্থীর শিখন আচরণ সহজে পার্থক্য করা যায়।
- মূল্যায়নে কোন শিক্ষার্থী কোন স্তরে রয়েছে তা সহজে বুঝা যাবে।

বিশ্লেষণ (analysis): বিশ্লেষণ মূলত কোনো কিছু উপস্থাপনের বিশ্লেষিত রূপ এবং সম্পর্ক স্থাপন। এ ক্ষেত্রে উপাদানের বিশ্লেষণে অংশসমূহ চিহ্নিত করতে হয় বা শনাক্ত করতে হয় এবং সম্পর্ক বিশ্লেষণ করতে হয়। বিশ্লেষণ উপক্ষেত্রের শিখনফলকে নিম্নোক্ত ক্রিয়াপদ ব্যবহার করে লেখা যায়। যথা- পরখ করে দেখ, মূল্য নিরূপণ কর, ভেঙ্গে দেখাও, হিসেব কর, শ্রেণিকরণ কর, তুলনা কর, তুলনা করে পার্থক্য দেখাও, সমালোচনা কর, চিত্র অঙ্কন কর, প্রভেদ/পার্থক্য কর, পৃথক কর, পরীক্ষা কর, উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর, অনুমান কর, মডেল/আদর্শ তৈরি কর, খসড়া তৈরি কর, প্রশ্ন কর, সম্পর্ক দেখাও, উপযুক্তটি বেছে নাও, ক্ষুদ্রতর অংশে বিভক্ত কর, বিশ্লেষণ কর ইত্যাদি।

সংশ্লেষণ (synthesis): সংশ্লেষণ হলো কোনো কিছুর উপাদান বা অংশকে একত্রিত করে পূর্ণাঙ্গ ধারণা তৈরি করা। একটা অনন্য সাধারণ যোগাযোগ সৃষ্টি, সমাধানের একটা পরিকল্পনা। সংশ্লেষণ উপক্ষেত্রের শিখনফলকে নিম্নোক্ত ক্রিয়াপদ ব্যবহার করে লেখা যায়। যথা- সংগ্রহ কর, সংযুক্ত কর, সম্মত হওয়া, লেখা সুবিন্যস্ত কর, নির্মাণ/ রচনা কর, সৃষ্টি করা অঙ্কন কর, বিকশিত/ উন্নয়ন কর, ব্যাখ্যা কর, সূত্রাকারে প্রকাশ কর, উৎপাদন কর, পরিকল্পনা কর, প্রস্তুত কর, পুনরায় সজ্জিত কর, পুনর্গঠন কর, সম্পর্ক দেখাও, পুনঃপরীক্ষা কর, প্রতিষ্ঠা কর, সংক্ষেপ কর, সমন্বিত কর, সাজাও ইত্যাদি।

মূল্যায়ন (evaluation): মূল্যায়ন হলো কোনো নির্দিষ্ট কাজে ব্যবহৃত উপস্থাপন বা সামগ্রী বা পদ্ধতি যাচাই পূর্বক মান নির্ধারণ। সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রের উপর ভিত্তি করে মূল্য বিচারকরণ। মূল্যায়ন উপক্ষেত্রের শিখনফলকে নিম্নোক্ত ক্রিয়াপদ ব্যবহার করে লেখা যায়। যথা- মূল্য আরোপ/নির্ণয় কর, তর্ক/বিতর্ক কর, পছন্দ কর, তুলনা কর, উপসংহার কর, তুলনা করে পার্থক্য দেখাও, পৃথক কর, প্রাক্কলন/মূল্য নিরুপণ কর, মূল্যায়ন কর, ব্যাখ্যা কর, বিচার-বিশ্লেষণ কর, ন্যায়সঙ্গত প্রমাণ কর, ব্যাখ্যা কর, সম্পর্ক দেখাও, উপযুক্তটি বেছে নাও, সংক্ষেপ কর ইত্যাদি।

নমুনা প্রশ্ন:

১) বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাহিত্যিকদের অবদান ব্যাখ্যা করুন।

২) "বাংলাদেশে ঘূর্ণিঝড় আসছে" এই তথ্যটি আপনি কোন কোন মাধ্যম থেকে পেতে পারেন তার তালিকা তৈরি করুন।

৩) পরিবেশ সংরক্ষণে পানি দূষণ রোধের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করুন।

অধিবেশন-১৩	ডোমেইনভিত্তিক বহুনির্বাচনি অভীক্ষাপদ শনাক্তকরণ

শিখনফল : এ অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

ক. ডোমেইনভিত্তিক (জ্ঞান, অনুধাবন, প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতা) বহুনির্বাচনি অভীক্ষাপদ শনাক্ত করে কারণসহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

সময় : ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

পদ্ধতি ও কৌশল: প্রশ্নোত্তর, গেইম-লাইক অ্যাক্টিভিটি, ব্রেইন স্টর্মিং, দলগত কাজ, প্রদর্শন, আলোচনা

উপকরণ : মাল্টিমিডিয়া, সহায়ক তথ্য, নমিনেশন স্টিক, ল্যাপটপ, মার্কার, সাইনপেন, পোস্টার পেপার

কার্যাবলির বিবরণ

কাজ-ক: ডোমেইনভিত্তিক (জ্ঞানমূলক, উপলব্ধিমূলক, প্রয়োগমূলক ও উচ্চতর দক্ষতামূলক) অভীক্ষাপদ শনাক্তকরণ

সময় : ৮৫ মিনিট

১. অংশগ্রহণকারীগণকে শুভেচ্ছা জানিয়ে অধিবেশনের সূচনা করুন।

২. অংশগ্রহণকারীগণকে পূর্ববর্তী অধিবেশনের শিখন স্মরণ করতে বলুন। কাগজের তৈরি বল দিয়ে স্পাইডারগ্রাম গেইম-লাইক অ্যাক্টিভিটির মাধ্যমে গত সেশনের বিষয়বস্তু বলতে সহায়তা করুন।

৩. একটি আনন্দদায়ক কাজের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীগণকে ৫-৬টি দলে ভাগ হতে সহায়তা করুন।

৪. সকল দলেই সহায়ক তথ্যে প্রদত্ত অভীক্ষাপদগুলো ফটোকপি করে সরবরাহ করুন। প্রত্যেক দলে ৫টি করে অভীক্ষাপদ বিভাজন করে দিন। দলে আলোচনা করে তাদের প্রাপ্ত অভীক্ষাপদগুলোর কোনটি কোন ডোমেইনের তা শনাক্ত করে নিম্নরূপ ছক পোস্টার পেপারে এঁকে পূরণ করতে বলুন-

অভীক্ষাপদ নম্বর	সঠিক উত্তর	ডোমেইন	কারণ

৫. পর্যায়ক্রমে সকল দলকেই দলীয় কাজ উপস্থাপন করতে দিন। অন্যান্য দলকে তাদের মতামত দিতে বলুন। মতের ভিন্নতা থাকলে যৌক্তিক ব্যাখ্যার মাধ্যমে একমত হতে সহায়তা করুন।

৬. প্লেনারিতে আলোচনার মাধ্যমে ডোমেইনভিত্তিক বহুনির্বাচনি অভীক্ষাপদ সম্পর্কে সকলের ধারণা সুস্পস্ট করুন।

অধিবেশনের সারসংক্ষেপ **সময়: ০৫ মিনিট**

১. অংশগ্রহণকারীদের এই অধিবেশনের শিখন স্মরণ করতে বলুন।

২. নমিনেশন স্টিক ব্যবহার করে কয়েকজনের উত্তর শুনুন এবং অধিবেশন সম্পর্কে তাদের মতামত ব্যক্ত করতে দিন।

৩. অংশগ্রহণকারীদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে অধিবেশন সমাপ্ত করুন।

সহায়ক তথ্য	**অধিবেশন- ১৩: ডোমেইনভিত্তিক বহুনির্বাচনি অভীক্ষাপদ শনাক্তকরণ**

বহুনির্বাচনি অভীক্ষাপদ

১। ২ ডজন খাতার দাম ৬০০ টাকা হলে ১টি খাতার দাম কত? সমস্যাটির গাণিতিক রূপ কোনটি?

(ক) ৬০০÷(১২×২) (খ) ৬০০÷(১২+২)

(গ) ৬০০×(১২÷২) (ঘ) ৬০০÷(২×১২)

২। দুই অঙ্কের কোন সংখ্যা দ্বারা ২০০ কে গুণ করলে গুণফল ১৯৮০০ হবে?

(ক) ৯৯ (খ) ৯৮

(গ) ৮৯ (ঘ) ৯৪

৩। তীব্র দাবদাহের মধ্যে শ্রেণিকার্যক্রম বন্ধের সময়ে শিখন ঘাটতি পূরণে কোনটি অধিক কার্যকর?

(ক) ইয়াহু (খ) জিমেইল

(গ) বিং (ঘ) গুগল ক্লাসরুম

৪। সামাজিক দক্ষতার ক্ষেত্র- কয়টি?

(ক) ৩ (খ) ৫

(খ) ৬ (ঘ) ১০

৫। অনুচ্ছেদটি পড়ে নিচের (৫.১ থেকে ৫.২ পর্যন্ত) প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন-

জনাব মোঃ রবিউল ইসলাম অত্যন্ত সজ্জন এবং বন্ধু বৎসল একজন ব্যাক্তি। তিনি ধর্মীয় অনুশাসনগুলো মেনে নিয়মিত ধর্মীয় চর্চা করেন। তিনি বিশ্বাস করেন নিয়মিত ধর্মীয় অনুশাসন অনুশীলনের মাধ্যমে মানবিক মূল্যবোধ জাগ্রত হয় ও আধ্যাত্মিক গুণাবলি অর্জিত হয়। তিনি সবসময় সামাজিক যেকোনে সমস্যা সমাধানে ও সমাজের কল্যাণকর কাজে নিজেকে নিয়োজিত রাখতে চেষ্টা করেন। তিনি তার পরিবার ও প্রতিবেশিদের ধর্মীয় অনুশাসন চর্চায় উদ্বুদ্ধ করেন। সমাজের অনেকেই তাকে একজন আদর্শ মানুষ হিসেবে মনে করেন এবং তার পরামর্শ অনুযায়ী ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলতে চেষ্টা করেন।

৫.১) জনাব রবিউল ইসলাম পরিবার ও সমাজের কাছে একজন আদর্শ মানুষ ও অনুকরণীয় মানুষ কেন?

(i) জনাব রবিউল একজন মানবিক মূল্যবোধ সম্পন্ন মানুষ।

(ii) জনাব রবিউলের পরামর্শ অনুযায়ী সমাজের অনেকেই কল্যাণকর কাজ করেন।

(iii) তিনি সামাজিক কোনো সমস্যায় সম্পৃক্ত হন না।

নিচের কোনটি সঠিক

(ক) i (খ) ii

(গ) iii (ঘ) i ও ii

৫.২) জনাব রবিউল এর আদর্শ অনুসরণ করলে কী হবে?

(i) একজন নৈতিক গুণাবলি সম্পন্ন মানুষ হওয়া যাবে।

(ii) সৃষ্টিকর্তার প্রতি গভীর আস্থা তৈরি হবে।

(iii) আদর্শ সমাজ গঠন করা সম্ভব হবে।

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii

(গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৬। একজন শিক্ষক হিসেবে ৩য় শ্রেণির শিক্ষার্থীদের বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের উপর মৌলিক ধারণা দেওয়ার ক্ষেত্রে আপনি কোনটি ব্যবহার করবেন?

(ক) পাঠ্যসূচি (খ) শিক্ষাক্রম

(গ) পাঠ্যপুস্তক (ঘ) শিক্ষক সহায়িকা

৭। অনুচ্ছেদটি পড়ে নিচের (৭.১ থেকে ৭.২ পর্যন্ত) প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন-

'ক' জেলার আয়তন ৩১৪৬ বর্গমিটার এবং জনসংখ্যা ৫৩৮৭২৮৮ জন। 'ক' জেলার জনসংখ্যা যে হারে বেড়েছে 'খ' জেলার জনসংখ্যা বেড়েছে তার দ্বিগুণ হারে। 'খ' জেলার ইপিজেড স্থাপনের ফলে আবাদী জমি কমে গেলেও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়। 'খ' জেলার ঘনত্ব প্রতি বর্গকিলোমিটারে ৮৭ জন।

৭.১) 'ক' জেলার জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গকিলোমিটারে কত?

(ক) ১৫১২ জন (খ) ১৬১২ জন

(গ) ১৭১২ জন (ঘ) ১৮১২ জন

৭.২) 'ক' জেলার জনসংখ্যার ঘনত্ব বেশি হওয় সত্ত্বেও 'খ' জেলার জনসংখ্যা বেড়ে যাওয়ার হার বেশি, কারণ-

(i) অভ্যন্তরীণ অভিগমন

(ii) শিল্প-বালিজ্যের প্রসার

(iii) স্বাস্থ্যসেবার উন্নতি

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii

(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৮। নিচের সামন্তরিকের ক্ষেত্রফল কত বর্গ সেন্টিমিটার?

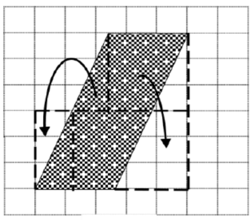

(ক) ৯ বর্গ সেন্টিমিটার (খ) ১২ বর্গ সেন্টিমিটার

(গ) ১৫ বর্গ সেন্টিমিটার (ঘ) ১৮ বর্গ সেন্টিমিটার

৯। নিচের কোনগুলো পাঠ সমীক্ষার পরিকল্পনা ধাপের কাজ?

(ক) শিক্ষক নির্বাচন, পাঠ পরিকল্পনা উন্নয়ন, শিক্ষকের প্রতিফলন

(খ) পাঠ পরিকল্পনা উন্নয়ন, পাঠ পর্যবেক্ষণ, শিক্ষকের প্রতিফলন

(গ) পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন, পাঠ পরিকল্পনা উন্নয়ন, মক লেসন

(ঘ) পাঠ প্রদর্শন, পাঠ পর্যবেক্ষণ, ফলাবর্তন আলোচনা

১০। "নতুন ধারণা তৈরি"- শিক্ষার্থীর কোন দক্ষতাকে প্রকাশ করে?

(ক) সুক্ষ্মচিন্তন দক্ষতা (খ) সিদ্ধান্ত গ্রহণ দক্ষতা

(গ) সৃজনশীল চিন্তন দক্ষতা (ঘ) সমস্যা সমাধান দক্ষতা

11. Read the text and answer the following (11.1 to11.5) questions-

Mr. Khan teaches at a local Primary School. He is aware of the National Curriculum 2021. This Curriculum outlines nine subject-based competencies for English, which are to be attained across Grades 1 to 5. Following the competencies and activities detailed in the Teacher's Guide, Mr. Khan plans his lessons using child-centred approaches like- role play, pair work and group work. In his listening classes, he usually begins by showing pictures or word cards to elicit the lesson's topic. He then plays audio recordings or reads aloud, asking students to listen and repeat. He provides worksheets with activities such as fill-in-the blanks, matching, true/false questions, or multiple-choice questions, and asks students to work on them while listening to the audio or text. To conclude the lesson, Mr. Khan asks individual students to summarize the main points or retell in their own words what they have learned from the listening activity.

11.1) According to the text, how many subject-based competencies for English are outlined in the National Curriculum 2021?

a. Four b.Six
c. Nine d. Ten

11.2) What is the main purpose of using pictures or word cards at the beginning of Mr. Khan's listening class?

a. To test students' vocabulary
b. To introduce the Lesson Title
c. To keep students engaged while preparing audio
d. To help students practice reading

11.3) If you want your students to practice retelling a story they heard using a child-centred approach, which of the following activities would be most suitable based on the text?

a. Asking each student to write down the story individually.

b. Having students work in pairs to retell the story to each other.

c. Playing the audio recording again and asking them to take notes.

d. Providing a worksheet with blanks for them to fill in as they recall the story.

11.4) Why does Mr. Khan include activities like fill-in-the-blanks and true/false questions during listening tasks?

a. To distract students from the main task
b. To analyze how students engage with the text
c. To punish students who are not attentive
d. To limit students' creativity in responding

11.5) Considering Mr. Khan's approach to teaching listening, which of the following has the most likely *benefit* of asking students to summarize or retell in their own words at the end of the lesson?

a. It primarily assesses their hearing.

b. It mainly helps in keeping the students quiet and engaged.

c. It allows Mr. Khan to check students’ ability to express understanding

d. It ensures that all students have something to say at the end of the class.

১২। $\frac{৩}{৫}$ বর্গ মি. দেয়াল রং করার জন্য $\frac{২}{৩}$ ডেসি লি. রং লাগে। ১ ডেসি লি. রং দ্বারা দেয়ালটির কত বর্গ মি. রং করা যাবে? সমস্যাটি শিখন-শেখানোর জন্য নিচের কোনটি বেশি উপযোগী?

(ক) শিক্ষক সমস্যাটি বোর্ডে সমাধান করে দিবেন এবং শিক্ষার্থীদের খাতায় উঠিয়ে নিতে বলবেন।

(খ) শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সমস্যাটি পড়ে নিজ নিজ খাতায় সমাধান করতে বলবেন।

(গ) শিক্ষক চিত্র এঁকে বা উপকরণ ব্যবহার করে সমস্যাটি বুঝতে এবং সমাধান করতে সহায়তা করবেন।

(ঘ) শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বোর্ডে ডেকে এনে সমস্যাটি সমাধান করতে সহায়তা করবেন।

১৩। নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) একটি সংখ্যা অপর একটি সংখ্যা দ্বারা গুণ করলে গুণফল সবসময় বাড়ে।

(খ) একটি সংখ্যাকে অপর একটি সংখ্যা দ্বারা ভাগ করলে ভাগফল সবসময় কমে।

(গ) একটি সংখ্যাকে ১০ দ্বারা গুণ করলে গুণফলের একক স্থানে সবসময় ০ বসে।

(ঘ) একটি সংখ্যা অপর একটি সংখ্যা দ্বারা যোগ করলে যোগফল সবসময় বাড়ে।

১৪। একটি অভীক্ষা একদল শিক্ষার্থীর উপর কিছুদিনের ব্যবধানে পরপর দুবার প্রয়োগ করা হয় এবং যদি দেখা যায় যে, শিক্ষার্থীদের দুই বারের ফলাফলের মধ্যে মিল আছে, তাহলে অভীক্ষাটি-

(ক) যথার্থ (খ) নির্ভরযোগ্য

(গ) নৈর্ব্যক্তিক (ঘ) আদর্শায়িত

১৫। জলপাই বা বরই এর আচারে যাতে পচনকারী জীবাণু না জন্মাতে পারে তার জন্য তোমার মাকে নিচের কোন জিনিসটি ব্যবহারের জন্য পরামর্শ দিবে?

(ক) সিরকা (খ) পানি

(গ) মরিচ (ঘ) হলুদ

১৬। পাশের চিত্রটির জন্য নিচের কোনটি সঠিক? 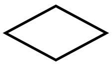

(ক) বর্গ, রম্বস, সামান্তরিক (খ) ট্রাপিজিয়াম, বর্গ, রম্বস

(গ) রম্বস, ট্রাপিজিয়াম, সামান্তরিক (ঘ) সামান্তরিক, ট্রাপিজিয়াম, বর্গ

১৭। কম্পিউটারে Copy করার শর্টকাট কমান্ড কোনটি?

(ক) Ctrl + A (খ) Ctrl + C

(গ) Ctrl + B (ঘ) Ctrl + D

১৮। নাগরিকদের নিয়মিত কর দেয়া উচিত কেন?

(ক) কর ফাঁকি দিলে শাস্তি পেতে হয়

(খ) সরকার শ্রেষ্ঠ করদাতাকে পুরস্কৃত করেন

(গ) কর দেয়ার মাধ্যমে ধনী-গরিব পার্থক্য কমে যায়

(ঘ) করের টাকায় সরকার উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড করতে পারে

19. Which of the following activity will you use in the classroom to develop students' speaking skill?

(a) Read (b) Role play

(c) Listening audio (d) watching video

২০। শিক্ষার্থীদের গাণিতিক দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য কোনটি অধিক উপযোগী পদ্ধতি?

(ক) সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তু মুখস্থ করানো

(খ) শিক্ষার্থীদের ভুল উত্তরের জন্য শাস্তি দেওয়া

(গ) পাঠ্য বইয়ের সমস্যা বারবার করতে দেওয়া

(ঘ) বাস্তব জীবনের উদাহরণ দিয়ে সমস্যা সমাধানের অনুশীলন করানো

২১। রুনার বোনের বিয়ের অনুষ্ঠান চলছে। এমন সময় একজন পথচারী আসলো যিনি আমন্ত্রিত নন। তখন রুনা কী করবে?

(ক) লোকটিকে চলে যেতে বলবে (খ) লোকটির সেবা যত্ন করবে

(গ) বাবাকে জিজ্ঞেসা করবে (ঘ) কার নিকটে এসেছে জানতে চাইবে

২২। অনুচ্ছেদটি পড়ে নিচের প্রশ্নটির উত্তর দিন-

একটি প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কাজের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের মাঝেও নেতৃত্ব বিস্তৃত। একটি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পাশাপাশি সহকারী শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও কমিউনিটিকেও বিভিন্ন ক্ষেত্রে নেতৃত্বের ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়া জরুরী। শিক্ষক শিক্ষার্থীসহ নিজ নিজ ক্ষেত্রে সকলের কার্যকর নেতৃত্বের মাধ্যমেই কেবল একটি আদর্শ বিদ্যালয় বিনির্মাণ সম্ভব।

বিদ্যালয়ের উন্নয়নে নেতৃত্ব গুরুত্বপূর্ণ কেন?

(i) শিক্ষার্থী ও অভিভাবকের মধ্যে সুসম্পর্ক নিশ্চিত করা।
(ii) বিদ্যালয়ে উন্নত ও উপযোগী কর্মপরিবেশ সৃষ্টি করা।
(iii) শিক্ষকদের প্রয়োজনীয় উৎসাহ, অনুপ্রেরণা ও সহযোগিতা প্রদান করা।
(iv) শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকের মধ্যে আন্ত: যোগাযোগ হ্রাস করা |

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) ii ও iv (খ) iii ও iv

(গ) i ও iv (ঘ) ii ও iii

২৩। শ্রেণিকক্ষে সক্রিয় শিখনের জন্য কোনটি অধিক উপযোগী?

(ক) শিক্ষার্থীদের বাড়ির কাজ দিয়ে

(খ) দলীয়, জোড়ায় এবং একক কাজ দিয়ে

(গ) সমস্যার আলোকে বিষয় উপস্থাপন করা

(ঘ) পাঠ্যপুস্তকের সংজ্ঞা/ ধারণা শিক্ষার্থীদের স্মরণ/ মুখস্থ করতে বলা

২৪। শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞান বিষয়ে কৌতুহলী ও অন্বেষণ করার মানসিকতা গড়ে তুলতে কোনটি সবচেয়ে কার্যকর পদ্ধতি?

(ক) পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত করা

(খ) পাঠ সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তু মুখস্ত করানো

(গ) পাঠের বিষয়বস্তু উপস্থাপন ও তা নোট করতে বলা

(ঘ) সরল ভাষায় পাঠ বোঝানো এবং পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণের সুযোগ দেওয়া

উত্তরপত্র : বহুনির্বাচনি অভীক্ষাপদগুলোর ডোমেইন

১	অনুধাবন	২	প্রয়োগ	৩	অনুধাবন	৪	জ্ঞান	৫.১	অনুধাবন
৫.২	অনুধাবন	৬	প্রয়োগ	৭.১	প্রয়োগ	৭.২	উ. দক্ষতা	৮	অনুধাবন
৯	জ্ঞান	১০	অনুধাবন	১১.১	জ্ঞান	১১.২	অনুধাবন	১১.৩	প্রয়োগ
১১.৪	উ. দক্ষতা	১১.৫	উ. দক্ষতা	১২	উ. দক্ষতা	১৩	জ্ঞান	১৪	জ্ঞান
১৫	অনুধাবন	১৬	প্রয়োগ	১৭	জ্ঞান	১৮	অনুধাবন	১৯	প্রয়োগ
২০	অনুধাবন	২১	উ. দক্ষতা	২২	অনুধাবন	২৩	অনুধাবন	২৪	অনুধাবন

অধিবেশন ১৪	অনুশীলন-১ : ডোমেইনভিত্তিক বহুনির্বাচনী অভীক্ষাপদ প্রণয়ন

শিখনফল : এ অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

ক. ডোমেইনভিত্তিক (জ্ঞান, অনুধাবন, প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতা) বহুনির্বাচনী অভীক্ষাপদ প্রণয়ন করতে পারবেন।

সময় : ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

পদ্ধতি ও কৌশল : প্রশ্নোত্তর, একক চিন্তা, জোড়ায় কাজ, দলীয় কাজ, প্রদর্শন, আলোচনা

উপকরণ : মাল্টিমিডিয়া, সহায়ক তথ্য, নমিনেশন স্টিক, পোস্টার পেপার, মার্কার, সাইনপেন ইত্যাদি

কার্যাবলির বিবরণ

কাজ-ক : ডোমেইনভিত্তিক (জ্ঞানমূলক, উপলব্ধিমূলক, প্রয়োগমূলক ও উচ্চতর দক্ষতামূলক) অভীক্ষাপদ প্রণয়ন
সময় : ৯০ মিনিট

১. অংশগ্রহণকারীদের পূর্বের দলে কাজ করতে বলুন। দলের নিম্নে ছক মোতাবেক প্রয়োজনীয় সামগ্রী (বিটিপিটি উপমডিউল, পোস্টার পেপার, মার্কার) বরবরাহ করুন।

২. প্রত্যেক দলকে তাদের নামের পাশে উল্লেখিত উপমডিউলের উপর ৪টি (জ্ঞান, অনুধাবন, প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতা) করে বহুনির্বাচনি অক্ষাপদ প্রণয়ন করতে বলুন।

দল	উপমডিউল
১	১.১, ১.২
২	১.৩, ১.৪
৩	১.৫, ২.১
৪	২.২, ৩.৫
৫	২.৩, ৩.৬

৩. দলে আলোচনা করে পোস্টর পেপারে নিম্নরূপ নমুনা ছক ব্যবহার করে অনুযায়ী প্রণয়নকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষাপদ লিখতে সহায়তা করুন। এর জন্য ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট সময় নির্ধারণ করে দিন।

দল	উপমডিউল	অভীক্ষাপদ	ডোমেইন
১	১.১		জ্ঞান
			অনুধাবন
			প্রয়োগ
			উচ্চতর দক্ষতা

৪. তাদের কাজ ঘুরে ঘুরে পর্যবেক্ষণ করুন এবং প্রয়োজনে সহায়তা করুন। তাদের উদ্দেশ্যে বলুন বহুনির্বাচনি অভীক্ষাপদ প্রণয়নের সময় আমাদেরকে এর নীতিমালা এবং বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় রাখতে হবে। এছাড়াও ডোমেইন

বিবেচনায় রেখে আমাদের অভীক্ষাপদ প্রণয়ন করতে হবে এবং পরবর্তী অধিবেশনে প্রতিটি অভীক্ষাপদ যৌক্তিক ব্যাখ্যা সহ উপস্থাপন করতে হবে। কাজ শেষে পরবর্তী সেশনে তা উপস্থাপনের জন্য প্রত্যেক দল থেকে ১/২জন প্রতিনিধি নির্বাচন করতে বলুন। সবাইকে ধন্যবাদ দিন এবং পরবর্তী অধিবেশনে প্রণীত অভীক্ষাপদ উপস্থাপন করা হবে বলে অধিবেশন শেষ করুন।

অধিবেশন ১৫	প্রণীত অভীক্ষাপদ উপস্থাপন ও উন্নয়ন

শিখনফল : এ অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

ক) প্রণীত বহুনির্বাচনি অভীক্ষাপদ যৌক্তিক ব্যাখ্যাসহ উপস্থাপন করতে পারবেন;

খ) আলোচনা ও ফলাবর্তনের মাধ্যমে প্রণীত অভীক্ষাপদের মানোন্নয়ন করতে পারবেন।

সময়: ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

পদ্ধতি ও কৌশল: উপস্থাপন ও আলোচনা

উপকরণ : মাল্টিমিডিয়া, পোস্টার পেপার ইত্যাদি

কার্যাবলির বিবরণ

কাজ-ক: দলীয় কাজ উপস্থাপন ও আলোচনা **সময়: ৮৫ মিনিট**

১. প্রত্যেক দলকে পর্যায়ক্রমে তাদের দলীয় কাজ উপস্থাপন করতে সহায়তা করুন।

২. দলীয় কাজ উপস্থাপনের পর অংশগ্রহণকারীদের উপস্থাপিত বিষয়ের উপর আলোচনায় অংশগহণ ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদানের সুযোগ দিয়ে প্রণীত অভীক্ষাপদের উন্নয়ন ও এ সংক্রান্ত সকলের ধারণা সুস্পষ্ট করতে সহায়তা করুন।

অধিবেশনের সারসংক্ষেপ **সময়: ০৫ মিনিট**

১. অংশগ্রহণকারীদের এই অধিবেশন থেকে অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতা চিন্তা করতে বলুন।

২. নমিনেশন স্টিক ব্যবহার করে কয়েকজনের উত্তর শুনুন এবং অধিবেশন সম্পর্কে তাদের মতামত ব্যক্ত করতে দিন।

৩. অংশগ্রহণকারীদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে অধিবেশন সমাপ্ত করুন।

অধিবেশন ১৬	অনুশীলন-২ : ডোমেইনভিত্তিক বহুনির্বাচনি অভীক্ষাপদ

শিখনফল : এ অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

ক. ডোমেইনভিত্তিক (জ্ঞান, অনুধাবন, প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতা) বহুনির্বাচনি অভীক্ষাপদ প্রণয়ন করতে পারবেন।

সময় : ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

পদ্ধতি ও কৌশল: প্রশ্নোত্তর, দলীয় কাজ, প্রদর্শন, আলোচনা

উপকরণ : মাল্টিমিডিয়া, সহায়ক তথ্য, নমিনেশন স্টিক, পোস্টার পেপার, মার্কার, সাইনপেন ইত্যাদি

কার্যাবলির বিবরণ

কাজ-ক : ডোমেইনভিত্তিক (জ্ঞানমূলক, উপলব্ধিমূলক, প্রয়োগমূলক ও উচ্চতর দক্ষতামূলক) অভীক্ষাপদ প্রণয়ন

সময় : ৯০ মিনিট

১. অংশগ্রহণকারীদের পূর্বের দলে কাজ করতে বলুন। দলের নিম্নে ছক মোতাবেক প্রয়োজনীয় সামগ্রী (বিটিপিটি উপমডিউল, পোস্টার পেপার, মার্কার) সরবরাহ করুন।

২. পূর্বের অধিবেশনে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে পূনরায় প্রত্যেক দলকে তাদের নামের পাশে উল্লেখিত উপমডিউলের উপর ৪টি (জ্ঞান, অনুধাবন, প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতা) করে বহুনির্বাচনি অক্ষাপদ প্রণয়ন করতে বলুন।

দল	উপমডিউল
১	৩.১, ৩.২
২	৩.৩, ৪.১
৩	৩.৫, ৩.৮
৪	৩.৪, ৩.৭
৫	৩.৯, ৪.২

৩. দলে আলোচনা করে পোস্টর পেপারে নিম্নরূপ নমুনা ছক ব্যবহার করে অনুযায়ী প্রণয়নকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষাপদ লিখতে সহায়তা করুন। এর জন্য ৮০ মিনিট সময় নির্ধারণ করে দিন।

দল	উপমডিউল	অভীক্ষাপদ	ডোমেইন
১	৩.১		জ্ঞান
			অনুধাবন
			প্রয়োগ
			উচ্চতর দক্ষতা

৫. তাদের কাজ ঘুরে ঘুরে পর্যবেক্ষণ করুন এবং প্রয়োজনে সহায়তা করুন। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজ শেষ না হলে আরও ১০ মিনিট সময় দিন। কাজ শেষে পরবর্তী সেশনে তা উপস্থাপনের জন্য প্রত্যেক দল থেকে ১/২জন প্রতিনিধি নির্বাচন করতে বলুন। সবাইকে ধন্যবাদ দিন এবং পরবর্তী অধিবেশনে প্রণীত অভীক্ষাপদ উপস্থাপন করা হবে বলে অধিবেশন শেষ করুন।

অধিবেশন-১৭	প্রণীত বহুনির্বাচনি অভীক্ষাপদ উপস্থাপন ও উন্নয়ন

শিখনফল

ক) প্রণীত বহুনির্বাচনি অভীক্ষাপদ যৌক্তিক ব্যাখ্যাসহ উপস্থাপন করতে পারবেন;

খ) আলোচনা ও ফলাবর্তনের মাধ্যমে প্রণীত অভীক্ষাপদের মানোন্নয়ন করতে পারবেন।

সময়: ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

পদ্ধতি ও কৌশল: উপস্থাপন ও আলোচনা

সহায়ক সামগ্রী : মাল্টিমিডিয়া, পোস্টার পেপার ইত্যাদি

কার্যাবলির বিবরণ

কাজ-ক: দলীয় কাজ উপস্থাপন ও আলোচনা **সময়: ৮০ মিনিট**

৩. প্রত্যেক দলকে পর্যায়ক্রমে তাদের দলীয় কাজ উপস্থাপন করতে সহায়তা করুন।
৪. দলীয় কাজ উপস্থাপনের পর অংশগ্রহণকারীদের উপস্থাপিত বিষয়ের উপর আলোচনায় অংশগহণ ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদানের সুযোগ দিয়ে প্রণীত অভীক্ষাপদের উন্নয়ন ও এ সংক্রান্ত সকলের ধারণা সুস্পষ্ট করতে সহায়তা করুন।

অধিবেশনের সারসংক্ষেপ **সময়: ১০ মিনিট**

১. অংশগ্রহণকারীদের ডোমেইনভিত্তিক অভীক্ষাপদ প্রণয়ন ও উপস্থাপন থেকে অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতা চিন্তা করতে বলুন।
২. নমিনেশন স্টিক ব্যবহার করে কয়েকজনের ধারণা বিনিময় করতে দিন এবং এ অভিজ্ঞতা পরবর্তীতে কোথায় এবং কীভাবে কাজে লাগাবেন তা বলতে দিন।
৩. অংশগ্রহণকারীদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে অধিবেশন সমাপ্ত করুন।

অধিবেশন-১৮	বর্ণনামূলক অভীক্ষাপদ (Descriptive Test)

শিখনফল: এ অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

ক. বর্ণনামূলক অভীক্ষাপদের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
খ. বর্ণনামূলক অভীক্ষাপদের বৈশিষ্ট্যগুলো বলতে পারবেন;
গ. বর্ণনামূলক অভীক্ষাপদের প্রকারভেদ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

সময়: ১.৩০ ঘন্টা

পদ্ধতি ও কৌশল: প্রশ্নোত্তর, আলোচনা, দলগত কাজ, প্রদর্শন।

উপকরণ: পোস্টার পেপার, মাল্টিমিডিয়া, তথ্যপত্র ও অন্যান্য।

কার্যাবলির বিবরণ

কাজ-ক: বর্ণনামূলক অভীক্ষাপদের ধারণা **সময়: ১৫ মিনিট**

৫. অংশগ্রহণকারীদের শুভেচ্ছা জানিয়ে অধিবেশন শুরু করুন।
৬. অংশগ্রহণকারীগণকে নিচের প্রশ্নটি করুন। এককভাবে চিন্তা করার ও জোড়ায় আলোচনার সুযোগ দিন।
   - বর্ণনামূলক অভীক্ষাপদ বলতে কী বুঝেন?
৭. কয়েকজন অংশগ্রহণকারীর নিকট থেকে উত্তর শুনুন।
৮. তথ্যপত্রের আলোকে বর্ণনামূলক অভীক্ষাপদের ধারণা পিপিটিতে প্রদর্শন করুন এবং আলোচনার মাধ্যমে সকলের ধারণা স্পষ্ট করুন।

কাজ-খ: বর্ণনামূলক অভীক্ষাপদের বৈশিষ্ট্য **সময়: ৪০ মিনিট**

৪. অংশগ্রহণকারীদের ৬টি দলে ভাগ করুন এবং দলে পোস্টার পেপার ও মার্কার সরবরাহ করুন।
৫. প্রত্যেক দলে বর্ণনামূলক অভীক্ষাপদের বৈশিষ্ট্য কী হতে পারে তা আলোচনা করতে বলুন এবং পোস্টার পেপারে বৈশিষ্ট্যগুলোর একটি তালিকা তৈরি করতে বলুন।
৬. দলগত কাজ শেষে প্রত্যেক দল থেকে একজন সদস্যকে তাদের দলগত কাজ উপস্থাপন করতে বলুন।
৭. সকল দলের উপস্থাপনা শেষে প্লেনারিতে আলোচনা করুন এবং তথ্যপত্রের আলোকে বৈশিষ্ট্যগুলো পিপিটিতে প্রদর্শন করুন।
৮. পুর্বের সেশনগুলোগুলোতে আলোচিত নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার সাথে বর্ণনামূলক অভীক্ষার কী পার্থক্য রয়েছে তা চিন্তা করতে বলুন। প্রত্যেক দল থেকে দুইটি করে পার্থক্য শুনুন।
৯. তথ্যপত্রের আলোকে বর্ণনামূলক নৈর্ব্যক্তিক ও বর্ণনামূলক অভীক্ষাপদের পার্থক্যগুলো পিপিটিতে প্রদর্শন করুন। প্লেনারিতে আলোচনার সুযোগ দিন ও সারসংক্ষেপ করুন।

কাজ-গ: বর্ণনামূলক অভীক্ষাপদের প্রকারভেদ **সময়: ২৫ মিনিট**

৪. অংশগ্রহণকারীদের প্রশ্ন করুন।
   - বর্ণনামূলক অভীক্ষা কত প্রকারের হতে পারে এবং কী কী?
৫. অংশগ্রহণকারীদের ২/৩ মিনিট চিন্তা করার সুযোগ দিন এবং নিজ নিজ চিন্তার আলোকে প্রকারভেদ নোট করতে বলুন।
৬. অংশগ্রহণকারীদের নিকট থেকে উত্তর শুনুন এবং বোর্ডে লিখুন।
৭. সহায়ক তথ্যের আলোকে বর্ণনামূলক অভীক্ষাপদের প্রকারভেদগুলো পিপিটিতে দেখান এবং অংশগ্রহণকারীদের নিকট থেকে প্রাপ্ত উত্তরগুলো এই প্রকারভেদের আলোকে স্পষ্ট করুন।

অধিবেশনের সারসংক্ষেপ **সময়: ১০ মিনিট**

৩. অংশগ্রহণকারীদের এই অধিবেশন শেষে শেখা বিষয়গুলো তালিকা করতে বলুন।
৪. অধিবেশন সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীগণের মতামত জানুন।
৫. অংশগ্রহণকারীদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে অধিবেশন সমাপ্ত করুন।

সহায়ক তথ্য	অধিবেশন ১৮: বর্ণনামূলক অভীক্ষাপদ

ক) বর্ণনামূলক অভীক্ষাপদের ধারণা

বর্ণনামূলক অভীক্ষা হলো এমন এক ধরনের প্রশ্নপদ্ধতি যেখানে উত্তরদাতাকে কোনো নির্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কে গভীরভাবে বিশ্লেষণ, ব্যাখ্যা বা মতামত প্রকাশ করতে হয়। এই প্রশ্ন শিক্ষার্থীর বিশ্লেষণ ক্ষমতা, চিন্তাভাবনা, ভাষার দক্ষতা এবং সৃজনশীলতা প্রকাশের একটি উপযুক্ত মাধ্যম। বর্ণনামূলক প্রশ্নের মাধ্যমে শিক্ষার্থী কেবল মুখস্থ জ্ঞান নয়, বরং কোনো বিষয় সম্পর্কে তার নিজের উপলব্ধি, মতামত এবং যুক্তি তুলে ধরতে পারে।

বর্ণনামূলক প্রশ্নগুলো সাধারণত উন্মুক্ত প্রশ্ন (Open-ended Question) আকারে দেয়া হয়। এখানে উত্তরদাতা শুধুমাত্র নির্দিষ্ট সঠিক উত্তর প্রদান করেন তা নয়, বরং বিষয়বস্তু সম্পর্কে যুক্তিসংগতভাবে নিজের চিন্তা প্রকাশের সুযোগ পান। যেমন, "পানি দূষণ সম্পর্কে পাঠদানের জন্য কোন শিখন শেখানো কৌশলটি আপনি সর্বোত্তম বলে মনে করেন এবং কেন?" এই প্রশ্নে উত্তরদাতা বিভিন্ন শিখন শেখানো কৌশল সম্পর্কে তার জ্ঞান ও বাস্তব অভিজ্ঞতা বিবেচনায় একটি কৌশলের নাম বলবেন এবং এর পেছনে যুক্তি তুলে ধরবেন।

বর্ণনামূলক অভীক্ষাপদ শিক্ষার্থীদের উচ্চতর চিন্তন দক্ষতা ও সৃজনশীলতা যাচাইয়ের একটি অত্যন্ত কার্যকর পদ্ধতি হলেও এর মূল্যায়ন করতে সময় বেশি লাগে এবং শিক্ষককে বিচারবোধের মাধ্যমে নম্বর দিতে হয়। তাই বর্ণনামূলক প্রশ্নের মাধ্যমে শিক্ষার্থী যথাযথ মূল্যায়নের জন্য প্রয়োজন স্পষ্ট প্রশ্ন প্রণয়ন করা, উত্তর প্রদানে উপযুক্ত সময় বরাদ্দ রাখা এবং উত্তরপত্র মূল্যায়নে স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতা রক্ষা করা। শিক্ষা ব্যবস্থায় বর্ণনামূলক প্রশ্ন একটি অপরিহার্য উপাদান, যা শিক্ষার্থীদের গভীরভাবে চিন্তা করতে উদ্বুদ্ধ করে এবং তাদের চিন্তাশক্তির বিকাশে সহায়তা করে।

খ) বর্ণনামূলক অভীক্ষাপদের বৈশিষ্ট্য

১। গভীর জ্ঞান ও বিশ্লেষণ নির্ভর প্রশ্ন – এই প্রশ্নের মাধ্যমে শুধুমাত্র মুখস্থ তথ্য নয়, বরং বিষয়বস্তুর গভীরে গিয়ে কারণ বা প্রভাব বিশ্লেষণ, তুলনা ও মূল্যায়ন করতে পারার দক্ষতা যাচাই করা হয়।

২। উন্মুক্ত ও নমনীয় উত্তর - উত্তরদাতাকে নির্দিষ্ট ফরমেটে আবদ্ধ থাকতে হয় না, বরং নিজস্ব ধারায় যুক্তিনির্ভর ও সৃজনশীল উত্তর দেয়ার স্বাধীনতা থাকে।

৩। ভাষাদক্ষতা ও উপস্থাপনার উপর গুরুত্ব প্রদান – বর্ণনামূলক প্রশ্নের উত্তরে বানান, ব্যাকরণ, বাক্য গঠন, অনুচ্ছেদ বিন্যাস, লেখার শৈলী ইত্যাদি মূল্যায়নের অংশ হিসেবে বিবেচিত হয়।

৪। উচ্চতর চিন্তন দক্ষতার পরিমাপ – ব্লুমস ট্যাক্সোনমির উচ্চতর দক্ষতা (সংশ্লেষণ, বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন) যাচাইয়ের সুযোগ থাকে।

৫। মূল্যায়ন তুলনামূলক সময়সাপেক্ষ - নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের তুলনায় উত্তর মূল্যায়নে বেশি সময় লাগে। আবার উত্তরপত্র মূল্যায়নে পরীক্ষকের বিচারবোধ গুরুত্বপূর্ণ, তাই পক্ষপাতেরও সম্ভাবনা থাকে।

৬। প্রাসঙ্গিক উদাহরণ ও প্রমাণের ব্যবহার – উত্তরদাতা তার উত্তরের সম্পক্ষে যুক্তি উপস্থাপনের জন্য বিভিন্ন তথ্য, উদ্ধৃতি বা পরিসংখ্যান ব্যবহার করেন। আবার উদাহরণ দিয়েও বিষয়বস্তুটি ব্যাখ্যা করতে পারেন।

৭। নিরপেক্ষ মুল্যায়নে রুব্রিক প্রয়োজন – একটি বর্ণনামূলক প্রশ্নের উত্তর নিরপেক্ষভাবে মূল্যায়নের জন্য সুনির্দিষ্ট রুব্রিক প্রয়োজন হয়।

নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষাপদ ও বর্ণনামূলক অভীক্ষাপদের পার্থক্য

বিষয়	নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষাপদ	বর্ণনামূলক অভীক্ষাপদ
প্রশ্নের ধরন	নির্দিষ্ট সঠিক উত্তরের প্রশ্ন	ব্যাখ্যাসহ উত্তর প্রদানের প্রশ্ন
উত্তরের ধরন	সংক্ষিপ্ত, নির্দিষ্ট (এক শব্দ/বাক্যাংশ/MCQ)	ব্যাখ্যামূলক ও দীর্ঘ
মূল্যায়ন পদ্ধতি	দ্রুত ও যান্ত্রিক (স্বয়ংক্রিয়ভাবে মার্কিং সম্ভব)	সময়সাপেক্ষ ও ব্যক্তিনির্ভর (মূল্যায়নকারীর রুব্রিক প্রয়োজন)
প্রশ্নের প্রকার	MCQ, সত্য-মিথ্যা, শূন্যস্থান পূরণ, মিলকরণ	রচনা, ব্যাখ্যা, তুলনামূলক আলোচনা, সমস্যা সমাধান
সময় ব্যবস্থাপনা	কম সময়ে অনেক প্রশ্নের উত্তর দেয়া যায়	প্রতি উত্তরে বেশি সময় প্রয়োজন
পক্ষপাতের সম্ভাবনা	নেই (নির্দিষ্ট মানদণ্ড)	থাকতে পারে (মূল্যায়নকারীর ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি প্রভাব ফেলতে পারে)

গ) বর্ণনামূলক অভীক্ষাপদের প্রকারভেদ

১। সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন সাধারণত নির্দিষ্ট তথ্য, সংজ্ঞা বা মৌলিক ধারণা যাচাই করার জন্য ব্যবহৃত হয়, যেখানে উত্তরদাতাকে অল্প পরিসরে উত্তর প্রদান করতে হয়। সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্নের মাধ্যমে চিন্তন দক্ষতার উচ্চতর স্তরের চাইতে জ্ঞান, অনুধাবন, প্রয়োগ দক্ষতা যাচাই করা অধিক উপযোগী। এই ধরণের প্রশ্নগুলো স্পষ্ট ও দ্ব্যার্থহীন হতে হয় এবং বিষয়বস্তু থেকে সরাসরি প্রশ্ন থাকে। সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্নের মাধ্যমে কম সময়ে অনেক বিষয় যাচাই করা সম্ভব। একই সাথে সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর মূল্যায়ন বস্তুনিষ্ঠ ও অপেক্ষাকৃত নিরপেক্ষ। তবে সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্নের সীমাবদ্ধতা হল, এটি উচ্চতর চিন্তন দক্ষতা যাচাইয়ের জন্য খুব বেশি উপযুক্ত নয় এবং এই প্রশ্নের উত্তরে সৃজনশীলতা প্রকাশের সুযোগও সীমিত।

২। বিস্তৃত/দীর্ঘ উত্তর প্রশ্ন

বিস্তৃত/দীর্ঘ উত্তর প্রশ্ন শিক্ষার্থীর গভীর জ্ঞান, বিশ্লেষণ ক্ষমতা ও যুক্তিনির্ভর চিন্তাভাবনা যাচাই করার জন্য তৈরি করা হয়। এসব প্রশ্নের উত্তর সাধারণত দীর্ঘ হয় এবং এতে ব্যাখ্যা, উদাহরণ, তুলনা বা মূল্যায়নের মতো জটিল চিন্তন দক্ষতার প্রকাশ ঘটে। এ ধরণের প্রশ্নে উত্তরকারী তার উত্তরের বর্ণনায় নৈপুণ্যতা, স্বাধীনতা, বক্তব্যের যৌক্তিকতা, সৃজনশীলতা ইত্যাদি প্রকাশ করার উন্মুক্ত সুযোগ পেয়ে থাকে। এই ধরনের প্রশ্ন মূল্যায়নের সময় সাধারণত একটি রুব্রিক বা মানদণ্ড ব্যবহার করা হয়। বিস্তৃত উত্তর প্রশ্ন মূল্যায়নে কিছু চ্যালেঞ্জও রয়েছে, যেমন - মূল্যায়ন প্রক্রিয়া সময়সাপেক্ষ এবং পরীক্ষকের ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি কখনো কখনো মূল্যায়নে প্রভাব ফেলতে পারে।

অধিবেশন-১৯	সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন (Short answer questions)

শিখনফল: এ অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্নের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
খ. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্নের সুবিধা, সীমাবদ্ধতা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
গ. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন প্রণয়নের নিয়মাবলি বর্ণনা করতে পারবেন।

সময়: ১.৩০ ঘন্টা

পদ্ধতি ও কৌশল: প্রশ্নোত্তর, মাইন্ড ম্যাপিং, দলগত কাজ, প্রদর্শন, আলোচনা।

উপকরণ: পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইড, বিটিপিটি রিসোর্স বুক, পোস্টার পেপার, মার্কার, পুশ পিন বোর্ড ও অন্যান্য।

কার্যাবলির বিবরণ

কাজ-ক: সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্নের বৈশিষ্ট্য **সময়: ২০ মিনিট**

১. অংশগ্রহণকারীদের শুভেচ্ছা জানান এবং প্রশিক্ষণের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করুন।
২. অংশগ্রহণকারীদের নিচের প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করুন-
  - সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন কী?
  - সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্নের বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী?
৩. অংশগ্রহণকারীদের চিন্তা করার সুযোগ দিন এবং তাদের কয়েকজনের কাছ থেকে উত্তর শুনুন।
৪. এবার সহায়ক তথ্য (ক) এর আলোকে সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন কী তা প্রদর্শন করুন এবং প্রয়োজনে ব্যাখ্যা করুন।

সম্ভাব্য উত্তর:

যে প্রশ্নের মধ্যদিয়ে একটি নির্দিষ্ট সমস্যা উপস্থাপন করা হয়, কী চাওয়া হয় সেটিও নির্দিষ্ট করে বলা হয়, এবং এ জাতীয় প্রশ্নের বিষয়বস্তু ও পরীক্ষার্থীদের প্রতিক্রিয়া উভয়কেই নিয়ন্ত্রণ করা হয় সে ধরনের ছোট ছোট প্রশ্ন কে সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন বলে।

৫. অংশগ্রহণকারীদের নিচের প্রশ্নটি জিজ্ঞেস করুন-
  - সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্নের বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী?

  এবং প্রত্যেককে ১ টি করে ভিপ কার্ড সরবরাহ করবেন এবং ভিপকার্ডে ১টি করে বৈশিষ্ট্য লিখতে বলুন।
৬. লেখা শেষ হলে ভিপকার্ডগুলো পুশপিন বোর্ডে লাগাতে বলুন এবং একজনকে তা পড়ে শুনাতে বলুন।
৭. অংশগ্রহণকারীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত উত্তর এবং সহায়ক তথ্যের আলোকে সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্নের বৈশিষ্ট্যগুলো প্রদর্শন করুন। প্রয়োজনে ব্যাখ্যা করুন।

কাজ-খ: সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্নের সুবিধা ও সীমাবদ্ধতা **সময়: ৩০ মিনিট**

১. অংশগ্রহণকারীদের ৬ টি দলে ভাগ করুন এবং দলে পোস্টার পেপার ও মার্কার সরবরাহ করুন।
২. এবার দল ১, ২ ও ৩ কে সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্নের সুবিধা এবং দল ৪, ৫ ও ৬ কে সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্নের সীমাবদ্ধতা দলে আলোচনা করে লিখতে বলুন।
৩. লটারির মাধ্যমে নির্বাচিত যে কোন দুইটি দলকে তাদের দলগত কাজ উপস্থাপন করতে বলুন এবং উপস্থাপনকালে অন্য দলগুলোকে নতুন কোন পয়েন্ট থাকলে তা বলতে দিয়ে সকলের ধারণা সমন্বয় করতে সহায়তা দিন।
৪. সহায়ক তথ্যের আলোকে সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্নের সুবিধা এবং সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিন।

কাজ-গ: সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন প্রণয়নের নির্দেশনা/নীতিমালা **সময়: ৩০ মিনিট**

১. এবার অংশগ্রহণকারীদের নিচের প্রশ্নটি জিজ্ঞেস করুন-
   - কী কী নিয়ম মেনে সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন প্রণয়ন করা হয়?
২. অংশগ্রহণকারীদের কাছ থেকে উত্তর নিয়ে বোর্ডে লিখুন।
৩. অংশগ্রহণকারীদের সহায়ক তথ্য অংশ 'গ' সরবরাহ করুন বা পিপিটিতে প্রদর্শন করে তা পড়তে বলুন।
৪. আলোচনা ও ফিডব্যকের মাধ্যমে শিখন কার্যকর করুন।

অধিবেশনের সারসংক্ষেপ **সময়: ১০ মিনিট**

১. আমরা আজকের আলোচনায় কী শিখলাম তা ২-৩ জন অংশগ্রহণকারীকে প্রশ্নের মাধ্যমে জানার চেষ্টা করুন।
২. আজকের আলোচনার সারসংক্ষেপ করে অধিবেশন শেষ করুন।

সহায়ক তথ্য	অধিবেশন ১৯: সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

ক) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্নের বৈশিষ্ট্য

- ✓ সুনির্দিষ্ট যোগ্যতার ভিত্তিতে সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন প্রণয়ন করা হয়।
- ✓ প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর যথাযথ, প্রাসঙ্গিক ও সুনির্দিষ্ট হওয়া বাঞ্চনীয়।
- ✓ প্রতিটি প্রশ্নের জন্য নম্বর সুনির্দিষ্ট থাকে।
- ✓ প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর মূল্যায়নের জন্য মার্কিং স্কিম প্রণয়ন করতে হয়।
- ✓ চিন্তন দক্ষতার স্তর (জ্ঞান, অনুধাবন, প্রয়োগ, উচ্চতর দক্ষতা) এর উপর ভিত্তি করে প্রশ্ন প্রণয়ন করা হয়। তবে জ্ঞান, অনুধাবন, প্রয়োগ দক্ষতা পরিমাপে এই ধরণের প্রশ্ন অধিক কার্যকর।
- ✓ প্রশ্নের উত্তর দিতে যতখানি সময় ন্যায়সঙ্গতভাবে প্রয়োজন তা বিবেচনা করে উত্তর প্রদানের সময় নির্ধারণ করে দিতে হয়।
- ✓ শিক্ষার্থীর সু-নিয়ন্ত্রিত ভাষাজ্ঞান, বাক্য কাঠামো, রচনাশৈলী ও প্রকাশভঙ্গী পরিমাপ করা যায়।
- ✓ শিক্ষার্থীর চিন্তা শক্তি ও কল্পনা শক্তির পরিমাপ করা যায়।
- ✓ প্রত্যেকটি প্রশ্ন সহজ ভাষায় রচিত হওয়া উচিত যাতে সকল শিক্ষার্থীই প্রশ্নটি একই অর্থে বুঝতে পারে।
- ✓ প্রশ্নের উত্তরের মধ্যে বিশেষ ভিন্নতা থাকবে না; ভাষাগত পার্থক্য ছাড়া।
- ✓ শিক্ষার্থীরা কোন একটি বিষয়কে নিজের ভাষায় গুছিয়ে লেখার ক্ষমতা অর্জন করে।
- ✓ এ ধরনের প্রশ্নের উত্তর লেখার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর স্বাধীনতা অপেক্ষাকৃত কম থাকে।

খ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্নের সুবিধা ও সীমাবদ্ধতা

সুবিধা

- ✓ শিখন মূল্যায়নের ক্ষেত্রে এ ধরনের প্রশ্ন প্রণয়ন করা সহজ।
- ✓ অনুমান নির্ভর উত্তর প্রদানের সুযোগ কম থাকে।
- ✓ বিভিন্ন শিখনফল পরিমাপের ক্ষেত্রে এ ধরনের প্রশ্নের ব্যবহার সহজ।
- ✓ সংক্ষিপ্ত ও সুনির্দিষ্ট উত্তর পাওয়া যায়, যা শিক্ষার্থীদের মূল ধারণা প্রকাশে সহায়ক।
- ✓ মূল্যায়ন সহজ ও দ্রুত হয়, শিক্ষকরা সহজেই উত্তর যাচাই করতে পারেন।
- ✓ স্বল্প সময়ে বেশি প্রশ্নের উত্তর প্রদান করা যায়।
- ✓ স্বল্প সময়ে বেশি শিখনফল যাচাই করা যায়।
- ✓ মূল তথ্য বা ধারণা মূল্যায়নে কার্যকর, সাধারণ জ্ঞান যাচাই করা সহজ হয়।
- ✓ নিরপেক্ষভাবে মূল্যায়ন করা যায়, কারণ উত্তরের ব্যাখ্যার সুযোগ অপেক্ষাকৃত কম থাকে।

সীমাবদ্ধতা

- ✓ উত্তর সংক্ষিপ্ত হয়, ফলে শিক্ষার্থীর কোনো বিষয়ে সামগ্রিক শিখন অর্জন বুঝা কঠিন।
- ✓ প্রশ্নে ত্রুটি থাকলে পরীক্ষার্থী ও পরীক্ষক উভয়ের মাঝে বিভ্রান্তি তৈরি হতে পারে।
- ✓ সহজেই মুখস্থ করে উত্তর দেওয়া সম্ভব, ফলে গভীর ধারণার প্রয়োজন হয় না।
- ✓ জটিল বিষয় ব্যাখ্যার সুযোগ নেই, ফলে বিষয়বস্তুর গভীরতা মূল্যায়ন সম্ভব হয় না।
- ✓ সীমিত শব্দে উত্তর দিতে গিয়ে তথ্য অসম্পূর্ণ হতে পারে।

- ✓ সব বিষয় বা বিষয়বস্তুর জন্য উপযুক্ত নয়, বিশেষত সাহিত্য বা বিশ্লেষণমূলক বিষয়ে।
- ✓ শিক্ষার্থীর ভাষাগত দক্ষতা ও যুক্তি প্রকাশে বাধা দেয়;কারণ বর্ণনার সুযোগ কম থাকে।
- ✓ সৃজনশীলতা মূল্যায়ন অপেক্ষাকৃত কঠিন, কারণ ব্যাখ্যার সুযোগ থাকে না।
- ✓ অনেক ক্ষেত্রে বিশ্লেষণাত্মক ও উচ্চস্তরের চিন্তা যাচাই করা সম্ভব হয়না।

গ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন প্রণয়নের জন্য নিয়মাবলি

- ✓ এ জাতীয় প্রশ্নের উত্তরে নম্বর দেওয়ার সময় একটি বিস্তারিত পরিকল্পনা আগে থেকেই করে নেওয়া উচিত। বিশেষ করে যেসব পরীক্ষায় একই বিষয়ের খাতা বহু পরীক্ষক দেখেন, সেখানে এ ধরনের নম্বর দেওয়ার একটি বিস্তারিত পরিকল্পনা অপরিহার্য।
- ✓ একটি অভীক্ষাপত্রে সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্নের সংখ্যা রচনামূলক প্রশ্নের সংখ্যার চাইতে বেশি থাকে।
- ✓ কার্যকরী সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন প্রণয়নের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট শিখন-উদ্দেশ্য বা শিখনফল ভিত্তিক বিষয় ঠিক করে নিতে হয়।
- ✓ অনির্দিষ্ট, অস্পষ্ট বিষয় বা দ্ব্যর্থবোধক বিষয় এড়িয়ে চলতে হবে।
- ✓ শিখনফলের সাথে সম্পর্কযুক্ত ক্রিয়াপদ নির্বাচন করতে হবে।
- ✓ যদি 'আলোচনা' বা 'ব্যাখ্যা করবেন' ব্যবহার করেন, তাহলে কোন বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা/ব্যাখ্যা করা উচিত সে সম্পর্কে নির্দিষ্ট নির্দেশনা দিতে হবে।
- ✓ শিক্ষার্থীদের অনুশীলনে প্রশ্নগুলো ব্যবহার করে এর ধরন ও সময়ের সীমাবদ্ধতা বুঝতে হবে;
- ✓ উত্তর প্রদান করার প্রয়োজনীয় সময় নির্ধারণ করতে হবে।
- ✓ নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি ব্যবহার করে প্রশ্নটি পর্যালোচনা করতে হবে:
    - প্রশ্নটি কি শিখন ফলের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ?
    - প্রশ্নের উদ্দেশ্য কি পরিষ্কার?
    - বরাদ্দকৃত সময়ের মধ্যে শিক্ষার্থীরা উত্তর দিতে সক্ষম কি?
    - প্রত্যাশিত প্রতিক্রিয়ার জন্য শিক্ষার্থীকে সহায়তা করার জন্য যথেষ্ট নির্দেশনা আছে কি?

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্নের উদাহরণ

তালিকাকরণ/ শনাক্তকরণ (জ্ঞানমূলক)

এর জন্য শিক্ষার্থীদের সহজভাবে শনাক্ত করতে বা তালিকা করতে দিতে হবে।

উদাহরণ

১. পেশা ও বৃত্তির মধ্যে ৪ টি প্রার্থক্য লিখুন।
২. বাংলা ভাষার চারটি দক্ষতার নাম লিখুন।

সংজ্ঞায়িত করা (জ্ঞান মুলক)

এই প্রশ্নটি দিয়ে শিক্ষার্থীকে কোনো ধারণা বা শব্দ সংজ্ঞায়িত করতে দেওয়া যায়।

উদাহরণ

১. ধ্বনি সচেতনতা বলতে কী বুঝেন?
২. শিক্ষাক্রম কী?

ব্যাখ্যা করা (অনুধাবন মূলক)

এটি এমন একটি প্রশ্ন যেখানে শিক্ষার্থীদের একটি ব্যাখ্যা প্রদান করতে বলা হয়। ব্যাখ্যায় কী, কীভাবে বা কেন সম্বোধন করা যায়।

উদাহরণ

১. পরিবেশ দূষণের ৩ টি কারণ ব্যাখ্যা করুন।
২. শিক্ষণ কৌশল হিসাবে স্ক্যাফোল্ডিয়ের ২টি উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করুন।
৩. শিক্ষার্থীদের বলার দক্ষাতা উন্নয়নে কী কী কৌশল ব্যবহার করা যেতে পারে?

প্রয়োগমূলক

১. অধিক শিক্ষার্থীসম্পন্ন শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনায় আপনার করণীয় কয়েকটি কৌশল লিখুন।
২. আপনার স্কুলে শিক্ষার্থীর উপস্থিতি বৃদ্ধির কয়েকটি কৌশল লিখুন।

উচ্চতর দক্ষতা

১. পানি দূষণ কীভাবে আমাদের স্বাস্থ্যে প্রভাব ফেলে তা সংক্ষেপে লিখুন।
২. বিটিপিটি প্রশিক্ষণার্থীদের ফলাবর্তন প্রদানের জন্য মৌখিক ফলাবর্তন ও লিখিত ফলাবর্তনের মধ্যে কোনটি অধিক কার্যকরী? আপনার উত্তরের সপক্ষে ৪টি যুক্তি বর্ণনা করুন।

অধিবেশন-২০	সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন অনুশীলন-১

শিখনফল: এ অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন প্রণয়ন করতে পারবেন;
খ. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন পরিমার্জন করতে পারবেন।

সময়: ১ ঘন্টা ৩০ মি.

পদ্ধতি ও কৌশল: দলগত কাজ, প্লেনারি আলোচনা, প্রশ্নোত্তর ও প্রদর্শন।

উপকরণ: বিটিপিটি ম্যানুয়াল ও রিসোর্সবুক (উপমডিউলসমূহ), পোস্টার পেপার, সাইন পেন, মার্কার, কাগজ, পিপিটি।

কার্যাবলির বিবরণ

কাজ-ক: বিটিপিটি উপমডিউলভিত্তিক সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন প্রণয়ন **সময়: ৪০ মিনিট**

১. অংশগ্রহণকারীদের সাথে কুশল বিনিময়ের মাধ্যমে অধিবেশন শুরু করুন।
২. বলুন, আমরা পূর্ববর্তী অধিবেশনে **সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন কীভাবে প্রণয়ন করতে হয় তা জেনেছি; এই অধিবেশনে বিটিপিটি উপমডিউলভিত্তিক সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন প্রণয়ন করব।**
৩. অতঃপর অংশগ্রহণকারীদের একটি আকর্ষণীয় পদ্ধতির মাধ্যমে ৬টি দলে ভাগ করুন।
৪. পিপিটিতে প্রদর্শিত দলের পাশে উল্লিখিত উপমডিউল প্রত্যেক দলে সরবরাহ করুন।

দলগত কাজ ও নির্দেশনা

দল নং	উপমডিউল	কাজ
১	১.১ শিক্ষকতায় পেশাদারিত্ব ও অঙ্গিকার এবং ১.২ সরকারি চাকরি আইন ও বিধিবিধান	৫টি প্রশ্ন প্রণয়ন করুন। (প্রশ্ন প্রণয়নে ডোমেইন বা শিখনক্ষেত্রের বিভিন্ন উপক্ষেত্রকে বিবেচনায় নিয়ে প্রশ্ন প্রণয়ন করতে হবে।)
২	১.৩ প্রতিফলনমূলক শিখন এবং ১.৪ নেতৃত্ব	
৩	১.৫ বিদ্যালয় উন্নয়ন এবং ২.৩ শিক্ষার্থী উন্নয়ন	
৪	২.১ শিশুর বিকাশ ও শিখন আচরণ এবং ২.২ প্রাক-প্রাথমিক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা	
৫	৩.১ শিখনক্ষেত্র ও শিক্ষাক্রম এবং মূল্যায়ন: অভীক্ষাপদ	
৬	৩.২ শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল	

৫. প্রতি দলকে নিয়মাবলি অনুসরণ করে নির্ধারিত উপমডিউলের উপর পাঁচটি করে সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন প্রণয়ন করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করুন।
৬. কাজটি করার জন্য ৩৫মিনিট সময় দিন।
৭. দলগত কাজ চলাকালীন ঘুরে ঘুরে দেখুন এবং প্রয়োজনে সহায়তা দিন এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দলগত কাজ সমাপ্ত করার জন্য মনিটরিং করুন।

কাজ- খ: প্রণয়নকৃত সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন উপস্থাপন ও পরিমার্জন **সময়: ৩০ মিনিট**

১. দলগত কাজ শেষে প্রত্যেক দলকে তাদের প্রণয়নকৃত প্রশ্নপত্র উপস্থাপন করতে আহ্বান করুন।
২. একটি দলের দলগত কাজ উপস্থাপন শেষে তাদের উপস্থাপিত প্রশ্নের মান, ডোমেইন সংশ্লিষ্টতা,

যথার্থতা নিয়ে প্লেনারিতে আলোচনা করুন।

৩. প্রতি দলের নির্ধারিত উপমডিউলের উপস্থাপন এবং আলোচনা শেষে নিজ দলে প্রশ্নগুলোর প্রয়োজনীয় পরিমার্জনের নির্দেশনা দিন।

৪. পর্যায়ক্রমে প্রতিটি দলকে উপস্থাপনার জন্য আহ্বান করুন। প্রয়োজনে ফলাবর্তনের মাধ্যমে সকলের ধারণা স্পষ্ট করতে সহায়তা করুন।

অধিবেশনের সারসংক্ষেপ **সময়: ১০ মিনিট**

১.অধিবেশনের সারসংক্ষেপ করুন।

২. সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করুন।

সহায়ক তথ্য	অধিবেশন ২০: সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন অনুশীলন-১

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন প্রণয়নের সময় প্রশিক্ষকের করণীয়

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন প্রণয়ন চলাকালে প্রশিক্ষক নিম্নের কাজগুলো করবেন:

- প্রশ্নগুলো ডোমেইন ভিত্তিক বা বিষয়বস্তুর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হচ্ছে কিনা তা লক্ষ রাখা, না হলে সহায়তা দেয়া;
- প্রশ্নগুলো সরল ভাষায় হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত করা;
- প্রশ্নগুলোর নির্দিষ্ট উত্তর আছে কিনা তা বিবেচনা করতে বলা;
- অংশগ্রহণকারীগণ নিয়ম অনুসারে প্রশ্ন প্রণয়ন করছে কিনা তা খেয়াল রাখা;
- কাজটি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে সাহায্য করা;
- দলে সবার অংগ্রহণ হয়েছে কিনা তা খেয়াল রাখা;
- পরিবেশকে প্রাণবন্ত ও ইতিবাচক রাখা;
- অংশগ্রহণকারীগণ সমস্যায় পড়লে সহায়তা দেওয়া;
- কাজের গুণগত মান যাচাই করে গঠনমূলক মতামত দেওয়া।

অধিবেশন-২১	সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন অনুশীলন-২

শিখনফল: এ অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন প্রণয়ন করতে পারবেন;
খ. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন পরিমার্জন করতে পারবেন।

সময়: ১ ঘন্টা ৩০ মি.

পদ্ধতি ও কৌশল: দলগত কাজ, প্লেনারি আলোচনা, প্রশ্নোত্তর ও প্রদর্শন।

উপকরণ: বিটিপিটি ম্যানুয়াল ও রিসোর্সবুক (উপমডিউলসমূহ), প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক, পোস্টার পেপার, সাইন পেন, মার্কার, কাগজ, পিপিটি।

কার্যাবলির বিবরণ

কাজ-ক: বিটিপিটি উপমডিউলভিত্তিক সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন প্রণয়ন **সময়: ৪০ মিনিট**

১. অংশগ্রহণকারীদের সাথে কুশল বিনিময়ের মাধ্যমে অধিবেশন শুরু করুন।
২.অংশগ্রহণকারীদের একটি খেলার মাধ্যমে ৮টি দলে ভাগ করুন। দলের সদস্যগণকে দলভিত্তিক বসতে আহ্বান করুন।
৩.পূর্বে তৈরিকৃত ৮টি নদীর নাম সম্বলিত ৮টি কার্ড একটি বাটিতে সংরক্ষণ করুন।
৪. প্রত্যেক দল থেকে একজনকে লটারীতে অংশগ্রহণ করতে বলুন।
৫.পিপিটিতে প্রদর্শিত ছকে দলের পাশে উল্লেখিত উপমডিউল প্রত্যেক দলে সরবরাহ করুন।

দলগত কাজ ও নির্দেশনা

মডিউল	উপমডিউল	দলের নাম
মডিউল ০৩: শিক্ষাক্রম, শিখন শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল এবং মূল্যায়ন	৩.৩ বাংলা	পদ্মা
	৩.৪ ইংরেজি	মেঘনা
	৩.৫ প্রাথমিক গণিত	যমুনা
	৩.৬ প্রাথমিক বিজ্ঞান	ব্রহ্মপুত্র
	৩.৭ বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় ও ৩.৮ ধর্ম শিক্ষা	সুরমা
	৩.৯ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি- (আইসিটি) ও লাইব্রেরি	কুশিয়ারা
	৪.১ শিল্পকলা	সাঙ্গু
মডিউল ০৪: শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য শিক্ষা এবং শিল্পকলা	৪.২ শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য শিক্ষা	কুলিক

৬.দলের জন্য নির্ধারিত উপমডিউল থেকে ডোমেইনভিত্তিক নিম্নস্তরের দক্ষতা ও উচ্চস্তরের দক্ষতা বিবেচনায় ৫টি করে সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন প্রণয়নের নির্দেশনা দিন। কাজটি সম্পন্ন করার জন্য সময় নির্ধারণ করে দিন।

৭. প্রত্যেক দলে ঘুরে ঘুরে সহায়তা প্রদান করুন।

কাজ-খ: প্রণয়নকৃত সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন উপস্থাপন ও পরিমার্জন **সময়: ৪০ মিনিট**

১. দলগত কাজ শেষে প্রত্যেক দলকে তাদের প্রণয়নকৃত প্রশ্নপত্র উপস্থাপন করতে আহ্বান করুন।

২. একটি দলের দলগত কাজ উপস্থাপন শেষে তাদের উপস্থাপিত প্রশ্নের মান, যথার্থতা নিয়ে প্লেনারিতে আলোচনা করুন।

৩. প্রতি দলের নির্ধারিত উপমডিউলের উপস্থাপন এবং আলোচনা শেষে নিজ দলে প্রশ্নগুলোর প্রয়োজনীয় পরিমার্জনের নির্দেশনা দিন।

৪. একে একে সকল দলকে উপস্থাপনার জন্য আহ্বান করুন। সকল দলের উপস্থাপন শেষ হলে ধারণাগুলো সমন্বয় করুন।

অধিবেশনের সারসংক্ষেপ **সময়: ১০ মিনিট**

১. অধিবেশনের সারসংক্ষেপ করুন।

২. সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করুন।

সহায়ক তথ্য	অধিবেশন ২১: সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন অনুশীলন-২

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন প্রণয়নের সময় প্রশিক্ষকের করণীয়

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন প্রণয়ন চলাকালে প্রশিক্ষকের নিম্নোক্ত কাজগুলো করবেন:

- প্রশ্নগুলো ডোমেইন ভিত্তিক বা বিষয়বস্তুর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হচ্ছে কিনা তা লক্ষ রাখা, না হলে সহায়তা দেয়া;
- প্রশ্নগুলো সরল ভাষায় হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত করা;
- প্রশ্নগুলোর নির্দিষ্ট উত্তর আছে কিনা তা বিবেচনা করতে বলা;
- অংশগ্রহণকারীগণ নিয়ম অনুসারে প্রশ্ন প্রণয়ন করছে কিনা তা খেয়াল রাখা;
- কাজটি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে সাহায্য করা;
- দলে সবার অংগ্রহণ হয়েছে কিনা তা খেয়াল রাখা;
- পরিবেশকে প্রাণবন্ত ও ইতিবাচক রাখা;
- শিক্ষার্থীরা সমস্যায় পড়লে সহায়তা দেওয়া;
- কাজের গুণগত মান যাচাই করে গঠনমূলক মতামত দেওয়া।

অধিবেশন-২২	বিস্তৃত/দীর্ঘ উত্তর প্রশ্ন (Extended response questions)

শিখনফল: এ অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

ক. বিস্তৃত/ দীর্ঘ উত্তর প্রশ্নের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
খ. বিস্তৃত/ দীর্ঘ উত্তর প্রশ্ন প্রণয়নের নিয়মাবলি ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
গ. নিয়মাবলীর আলোকে বিস্তৃত/ দীর্ঘ উত্তর প্রশ্ন প্রণয়ন করতে পারবেন।

সময়: ১.৩০ ঘন্টা

পদ্ধতি ও কৌশল: একক কাজ, জোড়ায় কাজ, দলগত কাজ, আলোচনা, প্রশ্নোত্তর ও প্রদর্শন।

উপকরণ: পোস্টার পেপার, মার্কার, পিপিটি,তথ্যপত্র।

কার্যাবলির বিবরণ

কাজ-ক: বিস্তৃত/ দীর্ঘ উত্তর প্রশ্ন সম্পর্কিত ধারণা **সময়: ২৫ মিনিট**

১. অংশগ্রহণকারীদের শুভেচ্ছা জানিয়ে অধিবেশন শুরু করুন।
২. অংশগ্রহণকারীদের প্রশ্ন করুন, 'বিস্তৃত/ দীর্ঘ উত্তর প্রশ্ন বলতে কী বুঝেন?' জোড়ায় আলোচনা করতে বলুন।
৩. প্লেনারিতে কয়েকজনের কাছ থেকে উত্তর শুনুন। পিপিটি প্রদর্শনের মাধ্যমে সহায়ক তথ্যের আলোকে বিস্তৃত/ দীর্ঘ উত্তর প্রশ্নের ধারণা উপস্থাপন করুন।
৪. এবার বিস্তৃত/দীর্ঘ উত্তর প্রশ্নের বৈশিষ্ট্য কী হতে পারে তা নিয়ে অংশগ্রহণকারীদের জোড়ায় আলোচনা করে খাতায় লিখতে বলুন। আলোচনা শেষে দৈবচয়নের ভিত্তিতে কয়েকজনের কাছ থেকে উত্তর শুনুন।
৫. সহায়ক তথ্যের আলোকে পিপিটি/পোস্টার পেপারে বিস্তৃত/ দীর্ঘ উত্তর প্রশ্নের বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করুন এবং অংশগ্রহণকারীদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে ধারনা স্পষ্ট করুন।
৬. এবার অংশগ্রহণকারীদের প্রশ্ন করুন "বিস্তৃত/ দীর্ঘ উত্তর প্রশ্নের সুবিধা ও অসুবিধা কী কী হতে পারে?" দৈবচয়নের ভিত্তিতে কয়েকজনের কাছ থেকে উত্তর শুনুন। সহায়ক তথ্যের আলোকে পিপিটি/পোস্টার পেপারে বিস্তৃত/ দীর্ঘ উত্তর প্রশ্নের সুবিধা ও অসুবিধা প্রদর্শন করুন ও আলোচনা করুন।

কাজ-খ: বিস্তৃত/দীর্ঘ উত্তর প্রশ্ন প্রণয়নের নিয়মাবলি **সময়: ২০ মিনিট**

১. অংশগ্রহণকারীদের প্রশ্ন করুন 'বিস্তৃত/দীর্ঘ উত্তর প্রশ্ন প্রণয়নের জন্য কী কী নিয়মাবলী অনুসরণ করা প্রয়োজন?' একাকী চিন্তা ও জোড়ায় আলোচনা করতে বলুন।
২. অংশগ্রহণকারীদেরকে পর্যায়ক্রমে প্রতি জোড়া থেকে একটি করে পয়েন্ট উল্লেখ করতে বলুন। একজন অংশগ্রহণকারীকে বোর্ডে লিখতে বলুন।
৩. পিপিটি প্রদর্শনের মাধ্যমে সহায়ক তথ্যের আলোকে বিস্তৃত/ দীর্ঘ উত্তর প্রশ্ন প্রণয়নের নিয়মাবলি উপস্থাপন করুন।
৪. প্লেনারিতে আলোচনার সুযোগ তৈরি করে প্রশ্ন প্রণয়নের নিয়মাবলি স্পষ্ট করুন।

কাজ-গ: নিয়মাবলীর আলোকে বিস্তৃত/দীর্ঘ উত্তর প্রশ্ন প্রণয়ন **সময়: ৪০ মিনিট**

১. অংশগ্রহণকারীগণকে ৬টি দলে ভাগ করুন।
২. প্রতিটি দলকে নিয়মাবলির আলোকে ৪টি করে বিস্তৃত/ দীর্ঘ উত্তর প্রশ্ন তৈরি করতে বলুন।

৩. দলগত কাজের জন্য সময় নির্ধারণ করে দিন এবং প্রতি দলে প্রয়োজনীয় উপকরণ (পোস্টার পেপার ও মার্কার/ সাইনপেন) সরবরাহ করুন।
৪. দলগত কাজের যথাযথ নির্দেশনা প্রদান করুন এবং নির্দেশনা যাচাই করুন।
৫. নির্ধারিত সময় শেষে প্রতি দলকে পর্যায়ক্রমে তাদের দলগত কাজ উপস্থাপন করতে বলুন। প্লেনারীতে আলোচনার মাধ্যমে তৈরিকৃত বিস্তৃত/ দীর্ঘ উত্তর প্রশ্নসমুহ নিয়মাবলির আলোকে পরিমার্জনে সহায়তা করুন।

অধিবেশনের সারসংক্ষেপ **সময়: ০৫ মিনিট**

১. অধিবেশনের সারসংক্ষেপ করুন।
২. সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করুন।

সহায়ক তথ্য	অধিবেশন ২২: বিস্তৃত/দীর্ঘ উত্তর প্রশ্ন

ক) বিস্তৃত/ দীর্ঘ উত্তর প্রশ্নের (Extended Response Questions) ধারণা

বিস্তৃত উত্তর প্রশ্নে শিক্ষার্থীর প্রশ্নোত্তরে অধিক স্বাধীনতা থাকে। শিক্ষার্থী এ ধরনের প্রশ্নে বিস্তারিতভাবে বিষয়বস্তুর ব্যাখ্যা, বর্ণনা, বিশ্লেষণ, মূল্যায়ন করতে পারে। কেনোনা এধরনের প্রশ্নে সমস্যাটির বিষয়বস্তু সাধারণত বিশদ হয়ে থাকে এবং উত্তরের ক্ষেত্রেও বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন করতে হয়। শিক্ষার্থী তার উত্তরের বর্ণনায়-নৈপূণ্যতা, স্বাধীনতা, বক্তব্যের যৌক্তিকতা, সৃজনশীলতা প্রকাশ করার উন্মুক্ত সুযোগ পেয়ে থাকে। এ ধরনের প্রশ্নের মাধ্যমে সংশ্লেষণ ও মূল্যায়নমূলক শিখনফল সহজে পরিমাপ করা যায়। এ ধরনের প্রশ্নের উত্তরটিকে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার জন্য শিক্ষার্থী যেকোন ধরনের তথ্য নির্বাচন করতে পারে এবং নিজের বিচার বিবেচনা অনুযায়ী উত্তরটিকে সুসজ্জিত করতে পারে৷ বিস্তৃত উত্তর প্রশ্ন সমস্যা সমাধানের সংগঠিত একটি ব্যাপক পদ্ধতি, যার মাধ্যমে শিক্ষার্থী ধারণাসমূহের (concepts) মধ্যে সৃজনশীল সমন্বয় এবং উপাদানের সার্বিক মূল্যায়ন ঘটাতে পারে। শিক্ষার্থীর উত্তরের স্বাধীনতা তাদেরকে ধারণা নির্বাচনের, সংগঠনিককরণের, সমন্বয়করণের এবং মূল্যায়নের দক্ষতা উপস্থাপনে সক্ষম করে তোলে। তাছাড়া এই স্বাধীনতার মাধ্যমে শিক্ষার্থী স্বকীয় চিন্তা, দৃষ্টান্তকে প্রশ্নোত্তরে সংযোজিত করে বিষয়বস্তুকে উপস্থাপন করতে পারে। এতে শিক্ষার্থীর সময় জ্ঞানের যথোপযুক্ত ব্যবহার নিশ্চিত হয়ে থাকে।

এ ধরনের প্রশ্নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে-

- ✓ ধারণা (idea) সৃষ্টি, সংগঠিতকরণ এবং ব্যাখ্যাপ্রদানে সক্ষম করে তোলে।
- ✓ বিভিন্ন ক্ষেত্রের সমন্বিত শিখনে সক্ষম করে তোলে।
- ✓ মূল গঠন (original forms) সৃষ্টিতে সহায়তা (একটি পরীক্ষণ পরিকল্পনা গঠন) করে।
- ✓ ধারণার বিশেষমূল্য মূল্যায়নে সক্ষম করে তোলে ।

উদাহরণ : প্রশ্ন : ১. মাটির উপাদান কী কী? আমাদের জীবনে বেঁচে থাকার জন্য মাটি গুরুত্বপূর্ণ কেন? ২+৪

প্রশ্ন : ২. শ্রেণিতে শিক্ষার্থী অনুপস্থিতির কারণ কী কী? আপনার শ্রেণিতে শিক্ষার্থীদের নিয়মিত উপস্থিতির জন্য আপনি কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন? ২+৪

বিস্তৃত/ দীর্ঘ উত্তর প্রশ্নের বৈশিষ্ট্য

- ✓ প্রত্যেক শিক্ষার্থী নিজ ইচ্ছামত প্রশ্নের উত্তর সাজিয়ে গুছিয়ে লিখার সুযোগ পায়।
- ✓ পরীক্ষার্থীর ভাষা জ্ঞান, রচনাশৈলী, প্রকাশভঙ্গি ইত্যাদি পরিমাপ করা যায়।
- ✓ পরীক্ষার্থী নিজ যুক্তি ও বিচার বিশ্লেষণ প্রদর্শনের সুযোগ পায়।
- ✓ উত্তরের সীমারেখা নির্দিষ্ট নয় বলে প্রশ্নের উত্তর দীর্ঘায়িত হয়।
- ✓ পরীক্ষার্থী কয়েকটি প্রশ্নের মধ্য থেকে বাছাই করে পছন্দকৃত প্রশ্নের উত্তর প্রদান করতে সমর্থ হয়।

বিস্তৃত/দীর্ঘ উত্তর প্রশ্নের সুবিধা:

- ✓ শিক্ষার্থীর বিষয়জ্ঞান, অনুধাবন, প্রয়োগ, বিশ্লেষণ, সংশ্লেষণ ও মূল্যায়ন ক্ষমতা পরিমাপ করা যায়।
- ✓ শিক্ষার্থীরা স্বাধীনভাবে মতামত ও দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করার সুযোগ পায়।
- ✓ শিক্ষার্থীর ভাষাজ্ঞান, বাক্যকাঠামো, রচনাশৈলী ও প্রকাশভঙ্গি পরিমাপ করা যায়।

- ✓ শিক্ষার্থীর চিন্তাশক্তি ও কল্পনাশক্তির পরিমাপ করা যায়।
- ✓ কোন বিষয়কে নিজের ভাষায় গুছিয়ে লেখার ক্ষমতা অর্জন করে।
- ✓ রচনামূলক প্রশ্ন তৈরি করা সহজ। এজন্য শিক্ষককে বিশেষ কোন প্রশিক্ষণ দেবার প্রয়োজন পড়ে না।

বিস্তৃত/দীর্ঘ উত্তর প্রশ্নের অসুবিধা:

- ✓ সীমিত গন্ডি থেকে প্রশ্ন নির্বাচন করায় যথার্থতা কম।
- ✓ নম্বর প্রদানে নির্ভরযোগ্যতার অভাব ঘটে।
- ✓ পরীক্ষক প্রভাবমুক্ত থেকে নম্বর প্রদান করতে পারেন না বিধায় নৈর্ব্যক্তিকতা হ্রাস পায়।
- ✓ শিক্ষার্থীর প্রথম প্রশ্নের উত্তর দ্বারা পরবর্তী প্রশ্নের মূল্যায়ন প্রভাবিত হয়।
- ✓ শিক্ষার্থীদের মধ্যে মেধা বা কৃতিত্বের সঠিক তুলনা করা যায় না।
- ✓ রচনামূলক প্রশ্ন প্রয়োগ করা সময় সাপেক্ষ এবং ঝামেলাপূর্ণ।
- ✓ পরীক্ষা গ্রহণ এবং ফলাফল নির্ধারণের কাজ সময় সাপেক্ষ।

খ) বিস্তৃত/ দীর্ঘ উত্তর প্রশ্ন প্রণয়নের নিয়মাবলি

- ✓ বিস্তৃত/ দীর্ঘ উত্তর প্রশ্ন সুস্পষ্ট হতে হবে। শিক্ষার্থী অভীক্ষাপদ পড়ে যেন দ্বিধান্বিত না হয়।
- ✓ বিস্তৃত/ দীর্ঘ উত্তর প্রশ্ন অবশ্যই শিখনফল/যোগ্যতাভিত্তিক হতে হবে।
- ✓ নিম্ন স্তরের দক্ষতা (জ্ঞান, অনুধাবন, প্রয়োগ) থেকে উচ্চতর স্তরের দক্ষতা (সংশ্লেষণ, বিশ্লেষণ, মূল্যায়ন) যাচাইয়ের জন্য প্রশ্ন করতে হবে।
- ✓ একাধিক শিখনক্ষেত্রের সংমিশ্রণে অভীক্ষাপদ প্রণীত হলে নম্বর বিভাজন সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে।
- ✓ বিস্তৃত/ দীর্ঘ উত্তর প্রশ্নে মূল্যায়নের জন্য মার্কিং স্কিম প্রণয়ন করতে হবে।
- ✓ এমন ধরনের অভীক্ষপদ রচনা করতে হবে যেন তার উত্তর দিতে শিক্ষার্থীকে চিন্তা করতে হয়।
- ✓ উত্তর প্রদানের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা যাতে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বা বিষয় জ্ঞানকে বাস্তবের সাথে সমন্বয় করতে পারে।
- ✓ শিক্ষার্থীর বিষয়জ্ঞান, অনুধাবন, প্রয়োগ, বিশ্লেষণ, সংশ্লেষণ, মূল্যায়ন ক্ষমতা পরিমাপ করা যায় এমন অভীক্ষাপদ প্রণয়ন করতে হবে।

অধিবেশন-২৩	বিস্তৃত/দীর্ঘ উত্তর প্রশ্ন অনুশীলন-১

শিখনফল: এ অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

ক. বিস্তৃত /দীর্ঘ উত্তর প্রশ্ন প্রণয়ন করতে পারবেন;
খ. বিস্তৃত উত্তর /দীর্ঘ উত্তর প্রশ্ন পরিমার্জন করতে পারবেন।

সময়: ১.৩০ ঘন্টা

পদ্ধতি ও কৌশল: দলগত কাজ, প্লেনারি আলোচনা, প্রশ্নোত্তর ও প্রদর্শন।

উপকরণ: বিটিপিটি ম্যানুয়াল ও রিসোর্সবুক (উপমডিউলসমূহ), পোস্টার পেপার, সাইন পেন, মার্কার, কাগজ, পিপিটি।

কার্যাবলির বিবরণ

কাজ-ক: বিটিপিটি উপমডিউলভিত্তিক বিস্তৃত/দীর্ঘ উত্তর প্রশ্ন প্রনয়ণ **সময়: ৫৫ মিনিট**

১. অংশগ্রহণকারীদের সাথে কুশল বিনিময়ের মাধ্যমে অধিবেশন শুরু করুন।
২. পূর্ববর্তী অধিবেশনের পুনরালোচনা করুন।
৩. অংশগ্রহণকারীদের লটারীর মাধ্যমে ৬টি দলে ভাগ করুন।
৪. প্রতি দলকে পূর্ববর্তী অধিবেশনের অনুসরণে নির্ধারিত উপমডিউলের উপর পাঁচটি করে বিস্তৃত/দীর্ঘ উত্তর প্রশ্ন প্রণয়ন করার নির্দেশনা প্রদান করুন।
৫. নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দলগত কাজ সমাপ্ত করার জন্য মনিটরিং ও মেন্টরিং করুন।

দল নং	উপমডিউল	কাজ
১নং দল	১.১ শিক্ষকতায় পেশাদারিত্ব ও অঙ্গিকার এবং ১.২ সরকারি চাকরি আইন ও বিধিবিধান	৫টি প্রশ্ন প্রণয়ন করুন। (চিন্তন দক্ষতার নিম্নস্তরের দক্ষতা ও উচ্চতর স্তরের দক্ষতা বিবেচনায় নিয়ে প্রশ্ন প্রণয়ন করতে হবে)
২নং দল	১.৩ প্রতিফলনমূলক শিখন এবং ১.৪ নেতৃত্ব	
৩নং দল	১.৫ বিদ্যালয় উন্নয়ন এবং ২.৩ শিক্ষার্থী উন্নয়ন	
৪নং দল	২.১ শিশুর বিকাশ ও শিখন আচরণ এবং ২.২ প্রাক-প্রাথমিক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা	
৫নং দল	৩.১ শিখনক্ষেত্র ও শিক্ষাক্রম এবং মূল্যায়ন: অভীক্ষাপদ	
৬নং দল	৩.২ শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল	

কাজ- খ: বিস্তৃত উত্তর /দীর্ঘ প্রশ্ন পরিমার্জন। **সময়: ৩০ মিনিট**

১. দলগত কাজ শেষে প্রত্যেক দলকে তাদের প্রণয়নকৃত প্রশ্নপত্র উপস্থাপন করতে আহ্বান করুন।
২. একটি দলের দলগত কাজ উপস্থাপন শেষে তাদের উপস্থাপিত প্রশ্নের মান, ডোমেইন সংশ্লিষ্টতা, যথার্থতা নিয়ে প্লেনারিতে আলোচনা করুন।
৩. প্রতি দলের নির্ধারিত উপমডিউলের উপস্থাপন এবং আলোচনার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় পরিমার্জন করুন।
৪. পর্যায়ক্রমে প্রতিদলকে উপস্থাপনার জন্য আহ্বান করুন। সকলের ধারণা স্পষ্ট করতে সহায়তা করুন।

অধিবেশনের সারসংক্ষেপ **সময়: ০৫ মিনিট**

১. অধিবেশনের সারসংক্ষেপ করুন।
২. সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করুন।

সহায়ক তথ্য	অধিবেশন ২৩: বিস্তৃত/দীর্ঘ উত্তর প্রশ্ন অনুশীলন-১

বিস্তৃত/দীর্ঘ উত্তর প্রশ্ন প্রণয়নের সময় প্রশিক্ষকের করণীয়

বিস্তৃত/দীর্ঘ উত্তর প্রশ্ন প্রণয়ন চলাকালে প্রশিক্ষকের নিম্নোক্ত কাজগুলো করবেন:

- প্রশ্নগুলো ডোমেইন ভিত্তিক বা বিষয়বস্তুর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হচ্ছে কিনা তা লক্ষ রাখা, না হলে সহায়তা দেয়া।
- প্রশ্নগুলো সরল ভাষায় হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত করা।
- প্রশ্নগুলোর নির্দিষ্ট উত্তর আছে কিনা তা বিবেচনা করতে বলা।
- অংশগ্রহণকারীগণ নিয়ম অনুসারে প্রশ্ন প্রণয়ন করছে কিনা তা খেয়াল রাখা।
- কাজটি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে সাহায্য করা।
- দলে সবার অংগ্রহণ হয়েছে কিনা তা খেয়াল রাখা
- পরিবেশকে প্রাণবন্ত ও ইতিবাচক রাখা।
- শিক্ষার্থীরা সমস্যায় পড়লে সহায়তা দেওয়া।
- কাজের গুণগত মান যাচাই করে গঠনমূলক মতামত দেওয়া

অধিবেশন-২৪	বিস্তৃত/দীর্ঘ উত্তর প্রশ্ন অনুশীলন-২

শিখনফল: এ অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

ক. বিস্তৃত/দীর্ঘ উত্তর প্রশ্ন প্রণয়ন করতে পারবেন;
খ. বিস্তৃত/দীর্ঘ উত্তর প্রশ্ন পরিমার্জন করতে পারবেন।

সময়: ১.৩০ ঘন্টা

পদ্ধতি ও কৌশল: দলগত কাজ, প্লেনারি আলোচনা, প্রশ্নোত্তর ও প্রদর্শন।

উপকরণ: বিটিপিটি ম্যানুয়াল ও রিসোর্সবুক (উপমডিউলসমূহ), প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক, পোস্টার পেপার, সাইন পেন, মার্কার, কাগজ, পিপিটি।

কার্যাবলির বিবরণ

কাজ-ক: বিটিপিটি উপমডিউলভিত্তিক বিস্তৃত/দীর্ঘ উত্তর প্রশ্ন প্রনয়ণ **সময়: ৫৫ মিনিট**

১. অংশগ্রহণকারীদের সাথে কুশল বিনিময়ের মাধ্যমে অধিবেশন শুরু করুন।
২. অংশগ্রহণকারীদের নম্বর গণনার মাধ্যমে ৮টি দলে ভাগ করুন। দলের সদস্যগণকে দলভিত্তিক বসতে আহ্বান করুন।
৩. পূর্বে তৈরিকৃত ৮টি ফুলের নাম সম্বলিত ৮টি কার্ড একটি বাটিতে সংরক্ষণ করুন।
৪. প্রত্যেক দল থেকে একজনকে লটারীতে অংশ গ্রহন করতে বলুন।
৫. পিপিটিতে প্রদর্শিত ছকে দলের পাশে উল্লেখিত উপমডিউল প্রত্যেক দলে সরহরাহ করুন।

মডিউল	উপমডিউল	দলের নাম
মডিউল ০৩: শিক্ষাক্রম, শিখন শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল এবং মূল্যায়ন	৩.৩ বাংলা	পদ্মা
	৩.৪ ইংরেজি	মেঘনা
	৩.৫ প্রাথমিক গণিত	যমুনা
	৩.৬ প্রাথমিক বিজ্ঞান	ব্রহ্মপুত্র
	৩.৭ বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় ও ৩.৮ ধর্ম শিক্ষা	সুরমা
	৩.৯ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি- (আইসিটি) ও লাইব্রেরি	কুশিয়ারা
	৪.১ শিল্পকলা	সাঙ্গু
মডিউল ০৪: শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য শিক্ষা এবং শিল্পকলা	৪.২ শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য শিক্ষা	কুলিক

৬. প্রত্যেক মডিউল থেকে ডোমেইন ভিত্তিক নিম্নস্তরের দক্ষতা ও উচ্চস্তরের দক্ষতা বিবেচনায় ৫টি করে প্রশ্ন প্রণয়ন করার নির্দেশনা দিন।

৭. প্রত্যেক দলে ঘুরে ঘুরে সহায়তা প্রদান করুন।

কাজ-খ: বিস্তৃত উত্তর/দীর্ঘ উপস্থাপন ও পরিমার্জন **সময়: ৩০ মিনিট**

১. দলগত কাজ শেষে প্রত্যেক দলকে তাদের প্রণয়নকৃত প্রশ্নপত্র উপস্থাপন করতে আহ্বান করুন।
২. একটি দলের দলগত কাজ উপস্থাপন শেষে তাদের উপস্থাপিত প্রশ্নের মান, যথার্থতা নিয়ে প্লেনারিতে আলোচনা করুন।
৩. প্রতি দলের নির্ধারিত উপমডিউলের উপস্থাপন এবং আলোচনা শেষে নিজ দলে প্রশ্নগুলোর প্রয়োজনীয় পরিমার্জনের নির্দেশনা দিন।
৪. একে একে সকল দলকে উপস্থাপনার জন্য আহ্বান করুন। সকল দলের উপস্থাপন শেষ হলে ধারণাগুলো সমন্বয় করুন।

অধিবেশনের সারসংক্ষেপ **সময়: ০৫ মিনিট**

১. অধিবেশনের সারসংক্ষেপ করুন।
২. সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করুন।

সহায়ক তথ্য	অধিবেশন ২৪: বিস্তৃত/দীর্ঘ উত্তর প্রশ্ন অনুশীলন-২

বিস্তৃত/দীর্ঘ উত্তর প্রশ্ন প্রণয়নের সময় প্রশিক্ষকের করণীয়

বিস্তৃত/দীর্ঘ উত্তর প্রশ্ন প্রণয়ন চলাকালে প্রশিক্ষকের নিম্নোক্ত কাজগুলো করবেন:

- প্রশ্নগুলো ডোমেইন ভিত্তিক বা বিষয়বস্তুর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হচ্ছে কিনা তা লক্ষ রাখা, না হলে সহায়তা দেয়া।
- প্রশ্নগুলো সরল ভাষায় হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত করা।
- প্রশ্নগুলোর নির্দিষ্ট উত্তর আছে কিনা তা বিবেচনা করতে বলা।
- অংশগ্রহণকারীগণ নিয়ম অনুসারে প্রশ্ন প্রণয়ন করছে কিনা তা খেয়াল রাখা।
- কাজটি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে সাহায্য করা।
- দলে সবার অংগ্রহণ হয়েছে কিনা তা খেয়াল রাখা
- পরিবেশকে প্রাণবন্ত ও ইতিবাচক রাখা।
- শিক্ষার্থীরা সমস্যায় পড়লে সহায়তা দেওয়া।
- কাজের গুণগত মান যাচাই করে গঠনমূলক মতামত দেওয়া

অধিবেশন -২৫	কাঠামোবদ্ধ অভীক্ষাপদ

শিখনফল: এ অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

ক. কাঠামোবদ্ধ অভীক্ষাপদের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
খ. কাঠামোবদ্ধ অভীক্ষাপদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন;
গ. কাঠামোবদ্ধ অভীক্ষাপদ প্রণয়ন নীতিমালা বর্ণনা করতে পারবেন।

সময়: ১.৩০ ঘন্টা

পদ্ধতি ও কৌশল: একক কাজ, জোড়ায় কাজ, দলগত কাজ, আলোচনা, প্রশ্নোত্তর ও প্রদর্শন।

উপকরণ: পোস্টার পেপার, মার্কার, পিপিটি,তথ্যপত্র।

কার্যাবলির বিবরণ

কাজ-ক: কাঠামোবদ্ধ অভীক্ষাপদ/ প্রশ্ন এর ধারণা **সময়: ২০ মিনিট**

১. অংশগ্রহণকারীগণকে শুভেচ্ছা জানিয়ে অধিবেশন শুরু করুন।
২. বোর্ডে কাঠামোবদ্ধ অভীক্ষাপদ/ প্রশ্ন কথাটি লিখে চারদিকে বৃত্ত তৈরি করে ব্রেইন স্টর্মিং এর মাধ্যমে জানতে চান।
    - কাঠামোবদ্ধ অভীক্ষাপদ/ প্রশ্ন বলতে আপনারা কী বোঝেন?
৩. প্রথমে একাকী চিন্তা করে এবং পরে জোড়ায় আলোচনা করে উত্তর দিতে বলুন।
৪. সকলের উত্তর বোর্ডে লিপিবদ্ধ করুন এবং আলোচনা করুন।
৫. সহায়ক তথ্যের আলোকে পিপিটি প্রদর্শনের মাধ্যমে কাঠামোবদ্ধ অভীক্ষাপদের ধারণা উপস্থাপন করুন ও সকলের ধারণা স্পষ্ট করুন।

কাজ-খ: কাঠামোবদ্ধ অভীক্ষাপদের বৈশিষ্ট্য **সময়: ২০ মিনিট**

১. কাঠামোবদ্ধ অভীক্ষাপদের বৈশিষ্ট্যগুলো কী সকলের কাছে জানতে চান।
২. সকলের মতামত বোর্ডে পয়েন্ট আকারে লিখুন।
৩. প্লেনারীতে আলোচনার সুযোগ তৈরি করুন।
৪. আলোচনা শেষে কাঠোমোবদ্ধ অভীক্ষাপদের বৈশিষ্ট্য সহায়ক তথ্যের আলোকে পিপিটি/পোস্টার পেপারের মাধ্যমে উপস্থাপন করুন এবং আলোচনার মাধ্যমে সকলের ধারণা স্পষ্ট করুন।

কাজ-গ: কাঠামোবদ্ধ অভীক্ষাপদ প্রণয়ন নিয়মাবলি **সময়: ৪০ মিনিট**

১. অংশগ্রহণকারীদের প্রশ্ন করুন 'কাঠোমোবদ্ধ অভীক্ষাপদ/ প্রশ্ন প্রণয়নের জন্য কী কী নিয়মাবলি অনুসরণ করা প্রয়োজন?'
২. জোড়ায় আলোচনা করতে বলুন।
৩. পর্যায়ক্রমে অংশগ্রহণকারীদের প্রতি জোড়া থেকে একটি করে পয়েন্ট উল্লেখ করতে বলুন।
৪. একজন অংশগ্রহণকারীকে বোর্ডে লিখতে বলুন এবং আলোচনা করুন।
৫. এরপর অংশগ্রহণকারীগণকে ৫/৬ টি দলে ভাগ করুন।
৬. প্রতি দলে কর্মপত্র ও কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন প্রণয়ন নিয়মাবলি (সহায়ক তথ্যপত্র) কপি প্রদান করুন।
৭. কর্মপত্রের অভীক্ষাপদগুলো নিয়মাবলি অনুসরণ করে প্রণীত হয়েছে কিনা দলে আলোচনা করে তা শনাক্ত করতে বলুন।
৮. অভীক্ষাপদ নিয়মাবলির আলোকে প্রয়োজনীয় পরিমার্জন করে নির্ধারিত ছকে লিপিবদ্ধ করতে বলুন।

৯. দলের কাজ মনিটরিং করে প্রয়োজনীয় সহায়তা দিন। দলগত কাজ করার জন্য সময় দিন।
১০. নির্দিষ্ট সময় পর যে কোন এক দলের দলনেতাকে দলগত কাজ উপস্থাপন করতে বলুন। অন্য দলের সদস্যগণকে মেলাতে বলুন। আলোচনাক্রমে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে সাহায্য করুন।
১১. উপস্থাপন শেষে সকলকে ধন্যবাদ দিয়ে অধিবেশন শেষ করুন।

কাজ-ঘ: অধিবেশনের সারসংক্ষেপ **সময়: ১০ মিনিট**

১. অধিবেশনের সারসংক্ষেপ করুন।
২. সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করুন।

সহায়ক তথ্য	অধিবেশন- □□ : কাঠামোবদ্ধ অভীক্ষাপদ

ক) কাঠামোবদ্ধ অভীক্ষাপদের ধারণা

কাঠামোবদ্ধ অভীক্ষা বলতে বোঝায়, যে অভীক্ষায় সুনির্দিষ্ট কাঠামোর আওতায় শিক্ষার্থীকে প্রশ্নের উত্তর প্রদান করতে হয়। প্রত্যেকটি কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নে একটি দৃশ্যকল্প বা ঘটনা পরম্পরা বর্ণনা করা থাকে এবং তার উপর চিন্তন দক্ষতার স্তর (জ্ঞান, অনুধাবন, প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতা) অনুযায়ী প্রশ্ন করা হয়। প্রথম প্রশ্নটি সহজ থাকে ও পরবর্তী প্রশ্নগুলো ক্রমশ কঠিন হয়।

কাঠামোবদ্ধ অভীক্ষা সাধারণত সরবরাহ ধরনের অভীক্ষা (Supply type items)। কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন দুই ধরনের হয়ে থাকে। যথা: সংক্ষিপ্ত-উত্তর অভীক্ষাপদ (Short answer item) এবং বিস্তৃত/দীর্ঘ উত্তর অভীক্ষাপদ (Extended response item)।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর জাতীয় প্রশ্ন এমনভাবে রচিত হয় যার উত্তর দিতে হয় সংক্ষেপে। এধরনের অভীক্ষাপদের উত্তর লেখার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর স্বাধীনতা অপেক্ষাকৃত কম থাকে। যেমন – পরিবারের প্রতি তোমার দুইটি কর্তব্য লিখ, গ্রীষ্মকালের পাঁচটি ফলের নাম লিখ ইত্যাদি। জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক শিখনফল পরিমাপে এ ধরনের প্রশ্নের ব্যবহার সর্বাধিক।

বিস্তৃত/দীর্ঘ উত্তর জাতীয় অভিক্ষাপদের উত্তর দিতে হয় বিশদ আকারে। এজন্য সময় ও নম্বর উভয়ই বেশি দেয়া হয়। এখানে শিক্ষার্থীরা লেখার ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত বেশি স্বাধীনতা পেয়ে থাকে। এ ধরনের অভীক্ষায় শিক্ষার্থী কীভাবে উত্তর শুরু করবে, সমস্যার প্রেক্ষিতে কোন পদ্ধতি ব্যবহার করে উত্তর প্রদান করবে, কোন ঘটনা সম্পৃক্ত তথ্য ব্যবহার করবে, উত্তর কীভাবে সংগঠিত করবে ইত্যাদি বিষয়াদির স্বাধীনতা একজন শিক্ষার্থীর থাকে। এ ধরনের অভীক্ষায় ক্রিয়াপদ হিসেবে বিশ্লেষণ কর, পার্থক্য কর, বর্ণনা কর ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়।

কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নের বৈশিষ্ট্য:

১. সুনির্দিষ্ট যোগ্যতার ভিত্তিতে কাঠামোবদ্ধ অভীক্ষাপদ প্রণয়ন করা হয় ।
২. প্রতিটি অভীক্ষাপদের উত্তর যথাযথ, প্রাসঙ্গিক ও সুনির্দিষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়।
৩. কাঠামোবদ্ধ অভীক্ষাপদ ও উত্তরগুলোর সুস্পষ্ট ও নির্ধারিত বিন্যাস থাকে। পরীক্ষার্থীদের নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে উত্তর দিতে হয়।
৪. প্রতিটি অভীক্ষাপদের জন্য নম্বর সুনির্দিষ্ট থাকে।
৫. প্রতিটি অভীক্ষাপদের উত্তর মূল্যায়নের জন্য মার্কিং স্কিম প্রণয়ন করা হয়।
৬. অভীক্ষাপদ অবশ্যই চিন্তন দক্ষতার বিভিন্ন ক্ষেত্রের (জ্ঞান, অনুধাবন, প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতা) উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়।
৭. এ অভীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর বিষয়জ্ঞান, অনুধাবন, বিশ্লেষণ, সংশ্লেষণ ও মূল্যায়ন ক্ষমতা পরিমাপ করা যায়।
৮. শিক্ষার্থীরা সৃজনশীলতা প্রকাশ করার সুযোগ পায়।
৯. শিক্ষার্থীর ভাষাজ্ঞান, বাক্যকাঠামো, রচনাশৈলী ও প্রকাশ ভঙ্গির পরিমাপ করা যায়।
১০. শিক্ষার্থীর চিন্তা শক্তি ও কল্পনা শক্তির পরিমাপ হয়।
১১. শিক্ষার্থীরা কোন বিষয়কে নিজের ভাষায় গুছিয়ে লেখার ক্ষমতা অর্জন করে।

কাঠামোবদ্ধ অভীক্ষা প্রণয়নের নিয়মাবলি:

১. কাঠামোবদ্ধ অভীক্ষাপদ হতে হবে সুস্পষ্ট। শিক্ষার্থী অভীক্ষাপদ পড়ে যেন দ্বিধান্বিত না হয়।
২. কাঠামোবদ্ধ অভীক্ষাপদ অবশ্যই শিখনফল/যোগ্যতাভিত্তিক হতে হবে।

৩. কাঠামোবদ্ধ অভীক্ষাপদ একটি নির্দিষ্ট শিখনক্ষেত্র (জ্ঞান, অনুধাবন, প্রয়োগ, উচ্চতর দক্ষতা) ভিত্তিক হতে হবে। একাধিক শিখন ক্ষেত্র সংমিশ্রণে অভীক্ষাপদ প্রণীত হলে নম্বর বিভাজন সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে।
৪. কাঠামোবদ্ধ অভীক্ষাপদ মূল্যায়নে নির্দেশিকা/মার্কিং স্কিম প্রণয়ন করতে হবে।
৫. এমন ধরনের অভীক্ষাপদ রচনা করতে হবে যেন তার উত্তর দিতে পরীক্ষার্থীকে চিন্তা করতে হয়। অর্থাৎ স্মৃতি থেকে লেখার সুযোগ যেন কম থাকে।
৬. যাহা জানো লিখ, নিজের কথায় ব্যক্ত কর, আলোচনা কর, এ সম্পর্কে চিন্তা কর, বিবেচনা কর, চিত্রায়িত কর ইত্যাদি ক্রিয়াপদ ব্যবহার করে কাঠামোবদ্ধ অভীক্ষাপদ তৈরি করা যাবে না।
৭. শিক্ষার্থীর বিষয়জ্ঞান, অনুধাবন, বিশ্লেষণ, সংশ্লেষণ ও মূল্যায়ন ক্ষমতা পরিমাপ করা যায় এমন অভীক্ষাপদ প্রণয়ন করতে হবে।
৮. বিকল্প অভীক্ষাপদ নির্বাচনের সুযোগ রহিত করে সকল অভীক্ষাপদের উত্তর দেওয়া বাধ্যতামূলক করতে হবে।

কর্মপত্র

নিম্নে প্রদত্ত অভীক্ষাপদগুলো নিয়মাবলির আলোকে গ্রহণীয়/পরিমার্জন প্রয়োজন তা সংশ্লিষ্ট অভীক্ষাপদের বিপরীতে টিক দিয়ে শনাক্ত করুন।

ক্রমিক নং	অভীক্ষাপদ	গ্রহণীয়	পরিমার্জন প্রয়োজন হলে যে ধরনের পরিমার্জন দরকার তা লিখুন
১	বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের শ্রেণি কার্যক্রমে ব্যবহৃত তিনটি কৌশলের নাম লিখুন।		
২	তোমার জানা প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির চারটি কর্ণারের নাম লিখুন।		
৩	উত্তম চর্চা বলতে আপনি কী বুঝেন? আপনার বিদ্যালয়ে অনুশীলন করার উপযোগী তিনটি উত্তম চর্চার উদাহরণ দিন? ৪		
৪	বায়ু দূষণের ফলে মানব দেহে কী ধরনের মারাত্মক রোগ হতে পারে। ৩		
৫	আপনার বিদ্যালয়ে ক্যাচমেন্ট এলাকার ভর্তিযোগ্য শতভাগ শিশুর ভর্তি নিশ্চিত করতে আপনার চারটি করণীয় লিখুন? ৪		
৬	শিক্ষক হিসেবে আপনি কেন পাঠ পরিকল্পনা করবেন- আলোচনা করুন? ৩		
৭	তোমার জানা মতে দৈনন্দিন জীবনে, শিক্ষায়, চিকিৎসায় যে যে প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয় তা অনুসন্ধান করে নিচের ছকে প্রযুক্তির নাম লিখ। <table><tr><td>দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত প্রযুক্তি</td><td>শিক্ষায় ব্যবহৃত প্রযুক্তি</td><td>চিকিৎসায় ব্যবহৃত প্রযুক্তি</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>		

অধিবেশন-২৬	নির্দেশক ছক

শিখনফল

এ অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

ক. নির্দেশক ছকের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
খ. নির্দেশক ছকের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
গ. নির্দেশক ছক প্রণয়ন করতে পারবেন।

সময়: ১.৩০ ঘন্টা

পদ্ধতি ও কৌশল: প্রশ্নোত্তর, আলোচনা, দলগত কাজ ও প্রদর্শন।

উপকরণ: পোস্টার পেপার, মার্কার, বিটিপিটি ম্যানুয়াল ও অন্যান্য।

কার্যাবলির বিবরণ

কাজ ক: নির্দেশক ছকের ধারণা **সময়: ১৫ মিনিট**

১. অংশগ্রহণকারীদের প্রশ্ন করুন-
নির্দেশক ছক কী?
২. অংশগ্রহণকারীদের উত্তর বোর্ডে লিখুন। সহায়ক তথ্যের আলোকে আলোচনার মাধ্যমে নির্দেশক ছকের ধারণা স্পষ্ট করুন।
৩. সহায়ক তথ্যে প্রদত্ত নমুনা ছক মাল্টিমিডিয়ায় প্রদর্শনের মাধ্যমে নির্দেশক ছকের বৈশিষ্ট্য সনাক্ত করতে সহায়তা করুন।

কাজ খ: নির্দেশক ছকের প্রয়োজনীয়তা **সময়: ১৫ মিনিট**

১. নির্দেশক ছক কেন প্রয়োজন প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশ্ন করুন।
২. অংশগ্রহণকারীদের উত্তর শুনুন ও বোর্ডে লিখুন। উত্তরের সূত্র ধরে বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে ধারণা স্পষ্ট করুন।

কাজ গ: নির্দেশক ছক প্রণয়ন **সময়: ৫০ মিনিট**

১. সহায়ক তথ্য থেকে পূরণকৃত নির্দেশক ছকটি প্রদর্শন করুন এবং সহায়ক তথ্যের আলোকে ছকের কাঠামো এবং পূরণ করার কৌশল সম্পর্কে আলোচনা করুন। কোনো ধরনের অস্পষ্টতা থাকলে সহায়তা করুন।
২. অংশগ্রহণকারীদের ৫টি দলে ভাগ করুন। নিম্নে প্রদত্ত ছক অনুযায়ী প্রত্যেক দলকে বিটিপিটি এর উপ-মডিউল এর আলোকে ২০ নম্বরের ২০ টি বহুনির্বাচনি অভীক্ষাপদ প্রণয়নের জন্য নির্দেশক ছক তৈরি করতে বলুন। নির্দেশক ছক প্রণয়নের ক্ষেত্রে ডোমেইন ভিত্তিক অভীক্ষাপদ বিভাজনের হার কেমন হবে তা জানিয়ে দিবেন। এ কাজের জন্য ২০ মিনিট সময় দিবেন।

দল নং	উপ-মডিউল	কাজ
১	১.৫	২০ নম্বরের ২০ টি বহুনির্বাচনি অভীক্ষার জন্য নির্দেশক ছক প্রণয়ন **ডোমেইন অনুযায়ী অভীক্ষার বিভাজন** জ্ঞান- ৪০% অনুধাবন- ৪০% প্রয়োগ- ২০%
২	২.১	
৩	৩.১	
৪	৩.৩	
৫	৩.৫	

৩. দলগত কাজ শেষে প্রতিটি দলের কাজ ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করতে দিন। উপস্থাপনের সময় প্রস্তুতকৃত নির্দেশক ছকে ডোমেইন ও অধিবেশনের প্রতিফলন ঠিক আছে কিনা তা যাচাই করুন। আলোচনা ও ফিডব্যাকের মাধ্যমে সঠিকভাবে নির্দেশক ছক পূরণে সক্ষমতা বৃদ্ধি করুন।

অধিবেশনের সারসংক্ষেপ **সময়: ১০ মিনিট**

১. অংশগ্রহণকারীগণকে এই অধিবেশন শেষে শেখা বিষয়গুলো তালিকা করতে বলুন।
২. নির্দেশক ছকের ধারণা, প্রয়োজনীয়তা এবং প্রণয়ন কৌশল বলতে বলুন।
৩. অংশগ্রহণকারীদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে অধিবেশন সমাপ্ত করুন।

সহায়ক তথ্য	অধিশেন-২৬: নির্দেশক ছক

ক: নির্দেশক ছক (Specification Table)

অভীক্ষাপত্র প্রণয়নের জন্য নির্দেশক ছক (Specification Table) অতীব গুরুত্বপূর্ণ। প্রত্যেক শিক্ষকের এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় জ্ঞান থাকা আবশ্যক। কোন অধ্যায় থেকে কতগুলো অভীক্ষাপদ এবং কোন দক্ষতাগুলো উক্ত অধ্যায় থেকে যাচাই করা হবে তা এই নির্দেশক ছকে স্পষ্টভাবে উপস্থাপিত হয়। মূলত নির্দেশক ছক অভীক্ষাপত্র প্রণয়নের একটি পূর্ব-পরিকল্পনা। তাছাড়া অভীক্ষাপত্রটি জাতীয় শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে কিনা তা ব্যবহৃত নির্দেশক ছক দেখেই বোঝা যায়। প্রাথমিক শিক্ষার প্রতিটি বিদ্যালয়ে অভ্যন্তরীণ পরীক্ষায় এই ছকটি ব্যবহার করার পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে। যে বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষকগণ এই ছক ব্যবহার করে বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ পরীক্ষা গ্রহণ করবেন সেসব বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রগতি সহজেই পরিমাপ করতে পারবেন। তবে এ কাজটি করার পূর্বে প্রত্যেক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সকল শিক্ষককে দক্ষতাভিত্তিক প্রশ্ন প্রণয়নের জন্য উৎসাহিত করবেন। বিটিপিটি এর আওতায় গাঠনিক ও সামষ্টিক মূল্যায়নের অভীক্ষাপত্র প্রণয়নের ক্ষেত্রেও নির্দেশক ছক ব্যবহার করা প্রয়োজন।

নির্দেশক ছকের বৈশিষ্ট্যসমূহ

১. অভীক্ষাপদসমূহ কোন অধ্যায় হতে সংযোজিত হবে এবং চিন্তন দক্ষতার কোন স্তরের নির্দেশক ছক তা স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে;
২. গঠনগত দিক দিয়ে নির্দেশক ছকের সারিতে (row) পাঠ্যপুস্তক/ম্যানুয়াল এর অধ্যায়/অধিবেশন এবং কলামে (column) দক্ষতার স্তর থাকে। তবে বিপরীতভাবেও সাজানো হতে পারে;
৩. অধ্যায় ও দক্ষতার স্তর অনুযায়ী অভীক্ষার ক্রমিক সংখ্যা উল্লেখ করে নির্দেশক ছকটি পূরণ করা হয়। অভীক্ষার ক্রমিক সংখ্যা ছকের মধ্যে প্রতিস্থাপন করা হয়;
৪. অভীক্ষাপত্রে বিষয়বস্তু এবং দক্ষতা কীভাবে বিন্যস্ত হবে তা টেবুলার ফরমেটে উপস্থাপন করা হয়;
৫. বিষয়বস্তুর গুরুত্ব অনুযায়ী অভীক্ষাপদের সংখ্যা নির্বাচন করা হয়।

নির্দেশক ছকের নমুনা

নির্দেশক ছক (Specification Table)

প্রাথমিক বিজ্ঞান/ বিটিপিটি মডিউল

[বহুনির্বাচনি অভীক্ষাপদের জন্য ব্যবহৃত]

দক্ষতা → অধ্যায় ↓	জ্ঞান (৩০%)	অনুধাবন (৩০%)	প্রয়োগ (২০%)	উচ্চতর দক্ষতা (২০%)	মোট
১	১	-	-	-	১ টি
২	-	-	৯	-	১ টি
৩	-	২	-	-	১ টি
৪	-			৬	১ টি
৫	৩	-	-	-	১ টি
৬	-	-	১০		১ টি
৭		২০			১ টি
৮	৪	-	-		১ টি
৯	৫	-	-		১ টি
১০	-	-	১৭		১ টি
১১	-	-		১৫	১ টি

১২	-	৭			১ টি
১৩	-	-	-	৮	১ টি
১৪	-	-	১৮		১ টি
১৫	১৯	-		-	১ টি
১৬	-	-	-	১৬	১ টি
১৭	-	১১	-	-	১ টি
১৮	-	১৪	-	-	১ টি
১৯	১২	-	-	-	১ টি
২০	-	১৩	-	-	১ টি
মোট	৬ টি	৬ টি	৪ টি	৪ টি	
সর্বমোট	২০				

২০ টি (কল্পিত) অভীক্ষাপদের বন্টন সারণিতে দেখানো হলো। সারণিতে অভীক্ষাপদের ক্রমিক নম্বর এবং কোন অধ্যায়ের কোন অভীক্ষাপদটি অভীক্ষাপত্রের কোথায় রয়েছে তা দেখানো হলো। এখানে জ্ঞানের অভীক্ষাপদ রয়েছে ৬টি, অনুধাবন ৬টি, প্রয়োগ ৪টি এবং উচ্চতর দক্ষতা ৪টি রয়েছে।

নমুনা ২ (বিটিপিটি এর ম্যানুয়ালের আলোকে)

[বহুনির্বাচনি অভীক্ষাপদের জন্য ব্যবহৃত]

দক্ষতা	**অধ্যায়/অধিবেশনসমূহ**						**মোট**
	১ম	**২য়**	**৩য়**	**৪র্থ**	**৫ম**	**৬ষ্ঠ**	
জ্ঞান	১	৫	৯	৮, ১৯	১৫	১৭	৭
অনুধাবন	৩	১২	৭	২০	১৮	৪	৬
প্রয়োগ	২	১১	৬	-	১০	১৪	৫
উচ্চতর দক্ষতা	-	১৩		১৬	-	-	২
মোট	**৩**	**৪**	**৩**	**৪**	**৩**	**৩**	**২০**

খ: নির্দেশক ছক ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা:

১. অভীক্ষাপত্রে বিষয়বস্তু এবং দক্ষতা কীভাবে বিন্যস্ত হবে তা টেবুলার ফরমেটে উপস্থাপন করার ফলে একনজরে সম্পূর্ণ অভীক্ষাপত্রের মান যাচাই করা যায়;

২. অভীক্ষাপত্রে শিক্ষাক্রমের মূল্যায়ন নির্দেশনা যথাযথভাবে প্রতিফলিত হবে কিনা তা নিশ্চিত হওয়া যায়;

৩. বিভিন্ন দক্ষতা স্তরের অভীক্ষার শতকরা বন্টন সম্পর্কে জানা যায়। ফলে, একই দক্ষতা স্তরের বিভিন্ন অভীক্ষার মধ্যে পুনরাবৃত্তি রোধ করা যায়। আবার, কোনো দক্ষতার স্তর কম/বাদ পরলো কিনা তাও নিশ্চিত হওয়া যায়।

৪. কোন কোন অধিবেশন/ অধ্যায় থেকে প্রশ্ন করা হবে তা খুব সহজে জানা যায়। ফলে অভীক্ষাপত্রে নির্ধারিত বিষয়বস্তুর সর্বোচ্চ প্রতিফলন ঘটানো সম্ভব হয়।

অধিবেশন-২৭	উপ-মডিউলভিত্তিক বিভাজিত নম্বরের আলোকে গাঠনিক মূল্যায়নের অভীক্ষাপদ প্রণয়ন

শিখনফল

এ অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

ক. গাঠনিক মূল্যায়নের অভীক্ষাপদ প্রণয়নে অভিন্ন কাঠামো ব্যাখ্যা করতে পারবেন;

খ. নির্দেশক সারণি ব্যবহার করে উপমডিউলভিত্তিক অভীক্ষাপদ প্রণয়নের অনুশীলন করতে পারবেন।

সময়: ১.৩০ ঘন্টা

পদ্ধতি ও কৌশল: আলোচনা, দলগত কাজ ও প্রদর্শন।

উপকরণ: মডিউল/সহায়ক তথ্য, পোস্টার পেপার, পাওয়ারপয়েন্ট স্লাইড, নমুনা অভীক্ষাপদ ও অন্যান্য।

কার্যাবলির বিবরণ

কাজ ক: উপ-মডিউলভিত্তিক অভীক্ষার কাঠামো সম্পর্কে ধারণা **সময়: ২৫ মিনিট**

১. অংশগ্রহণকারীগণকে শুভেচ্ছা জানিয়ে অধিবেশন শুরু করুন। পিটিআইতে উপ-মডিউলভিত্তিক গাঠনিক মূল্যায়ন কীভাবে সম্পন্ন করে থাকেন তা প্রশিক্ষণার্থীদেরকে জিজ্ঞাসা করুন।

২. গাঠনিক মূল্যায়নের অভীক্ষাপদ প্রণয়নের ক্ষেত্রে ইন্সট্রাক্টররা কী কী বিষয় বিবেচনা করেন তা জিজ্ঞাসা করুন ও উত্তর বোর্ডে লিখুন। পিটিআইভিত্তিক অভীক্ষাপদ প্রণয়নে ভিন্ন ভিন্ন চর্চা হয় তা এলিসিটেশন এর মাধ্যমে বের করে আনুন।

৩. পিটিআইতে গাঠনিক মূল্যায়ন প্রক্রিয়াকে কীভাবে একটি অভিন্ন কাঠামোতে আনা যায় তা আলোচনা করুন। সহায়ক তথ্যের আলোকে অভীক্ষাপদ প্রণয়নে অভিন্ন কাঠামো উপস্থাপন করুন। আলোচনার মাধ্যমে ধারণা সুস্পষ্ট করুন।

কাজ খ: উপ-মডিউলভিত্তিক অভীক্ষাপদ প্রণয়ন **সময়: ০১ ঘন্টা**

১. অংশগ্রহণকারীগণকে পাঁচটি দলে ভাগ করে দলগুলোকে যথাক্রমে পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, সুরমা, গোমতী নামকরণ করুন। প্রতিটি দলকে নিম্নে প্রদত্ত ছক অনুযায়ী নির্দিষ্ট উপ-মডিউল এর সহায়ক তথ্য দিন। উপ-মডিউলভিত্তিক বিভাজিত নম্বর অনুযায়ী তাদের নোটবুকে নির্দেশক ছক প্রণয়ন করতে বলুন।

দলের নাম	মডিউল নম্বর	উপ-মডিউল নম্বর	কাজ
পদ্মা	১	১.৫	নির্দেশক ছক ও কাঠামো অনুসরণ করে অভীক্ষাপদ প্রণয়ন
মেঘনা	২	২.১	
যমুনা	৩	৩.১	
সুরমা	৩	৩.৩	
গোমতী	৪	৪.১	

নির্দেশক ছক (Specification Table)

উপমডিউল নং

[বহুনির্বাচনি প্রশ্নের জন্য ব্যবহৃত]

দক্ষতা							
	অধিবেশনমূহ						প্রশ্ন সংখ্যা
জ্ঞান							
অনুধাবন							
প্রয়োগ							
উচ্চতর দক্ষতা							
মোট							

২. অংশগ্রহণকারীগণকে পোস্টার পেপার ও মার্কার সরবরাহ করুন। দলে তৈরিকৃত নির্দেশক ছক অনুযায়ী অভিন্ন কাঠামো ব্যবহার করে গাঠনিক মূল্যায়নের জন্য অভীক্ষাপদ প্রণয়ন করতে দিন। এই কাজে ৫০ মিনিট সময় দিন। দলের কাজ ঘুরে দেখুন ও প্রয়োজনে সহযোগিতা করুন। দলগত কাজ শেষে প্রত্যেক দল নির্ধারিত কাজ শেষ করেছে কিনা নিশ্চিত হোন।

৩. আলোচনা ও ফিডব্যাকের মাধ্যমে উপ-মডিউলভিত্তিক অভীক্ষাপদ প্রণয়নে অভিন্ন কাঠামো ব্যবহার কৌশল সম্পর্কে সকলের ধারণা স্পষ্ট করুন।

৪. প্রণয়নকৃত অভীক্ষাপদ সংরক্ষণ করুন।

অধিবেশনের সারসংক্ষেপ **সময় ০৫ মিনিট**

১. এই অধিবেশন শেষে পরবর্তী অধিবেশনে উপস্থাপনের নির্দেশনা দিন।

২. ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে অধিবেশন সমাপ্ত করুন।

সহায়ক তথ্য	অধিবেশন-২৭: উপ-মডিউলভিত্তিক বিভাজিত নম্বরের আলোকে গাঠনিক মূল্যায়নের অভীক্ষাপদ প্রণয়ন

উপমডিউলভিত্তিক গাঠনিক মূল্যায়নের অভীক্ষাপদের নম্বর বিভাজন

মডিউল	উপমডিউল	নম্বর	দক্ষতাভিত্তিক অভীক্ষাপদের নম্বর বিভাজন
মডিউল-১ বিদ্যালয় উন্নয়নে পেশাদারিত্ব, জবাবদিহিতা ও অঙ্গীকার	১.১: পেশাদারিত্ব ও অঙ্গীকার	০৭	বহুনির্বাচনি: অনুধাবন-১; শুন্যস্থান পূরণ-১; সত্য-মিথ্যা-১; সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন: প্রয়োগ-২, উচ্চতর দক্ষতা-২
	১.২: সরকারি চাকরি আইন ও বিধিবিধান	০৭	বহুনির্বাচনি: অনুধাবন-১; শুন্যস্থান পূরণ-১; সত্য-মিথ্যা-১; সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন: প্রয়োগ-২, উচ্চতর দক্ষতা-২
	১.৩: প্রতিফলনমূলক শিখন	০৭	বহুনির্বাচনি: অনুধাবন-১; শুন্যস্থান পূরণ-১; সত্য-মিথ্যা-১; সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন: প্রয়োগ-২, উচ্চতর দক্ষতা-২
	১.৪: নেতৃত্ব	০৫	বহুনির্বাচনি: অনুধাবন-১; সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন: প্রয়োগ-২, উচ্চতর দক্ষতা-২
	১.৫: বিদ্যালয় উন্নয়ন	০৯	বহুনির্বাচনি: অনুধাবন-১; শুন্যস্থান-১; সত্য-মিথ্যা-১; মিলকরন (২টি)-২; সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন: প্রয়োগ-২, উচ্চতর দক্ষতা-২
	উপমোট	**৩৫**	
মডিউল-২ শিক্ষার্থী উন্নয়ন	২.১: শিশুর বিকাশ ও শিখন আচরণ	১২	বহুনির্বাচনি: অনুধাবন (২টি)-২; শুন্যস্থান-১; সত্য-মিথ্যা -১; মিলকরণ-১; তথ্যছক পূরণ (২টি)-২; সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন: অনুধাবন-১, প্রয়োগ-২, উচ্চতর দক্ষতা- ২
	২.২: প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা	০৮	বহুনির্বাচনি: অনুধাবন-১; শুন্যস্থান-১; সত্য-মিথ্যা -১; সঠিকক্রমে সাজান -১; সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন: প্রয়োগ-২, উচ্চতর দক্ষতা-২
	২.৩: শিক্ষার্থী উন্নয়ন	০৭	বহুনির্বাচনি: অনুধাবন -১; শুন্যস্থান পূরণ-১; সত্য-মিথ্যা-১; সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন: প্রয়োগ -২, উচ্চতর দক্ষতা-২
	উপমোট	**২৭**	
মডিউল-৩ শিক্ষাক্রম, শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও মূল্যায়ন	৩.১: শিখনক্ষেত্র ও শিক্ষাক্রম এবং মূল্যায়ন: অভীক্ষাপদ	২০	বহুনির্বাচনি: অনুধাবন (২টি) -২, প্রয়োগ-১, উচ্চতর দক্ষতা (২টি)-২; শুন্যস্থান-১; সত্য-মিথ্যা -১ মিলকরণ-১; সঠিকক্রমে সাজানো (২টি) -২; সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন: অনুধাবন (২টি) -২, প্রয়োগ (২টি) -৪, উচ্চতর দক্ষতা (২টি) -৪
	৩.২: শিখন-শেখনো পদ্ধতি ও কৌশল	০৮	বহুনির্বাচনি: অনুধাবন (২টি)-২; শুন্যস্থান-১; সত্য-মিথ্যা-১; সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন: প্রয়োগ (১টি)-২, উচ্চতর দক্ষতা (১টি)-২
	৩.৩: বাংলা	১৮	বহুনির্বাচনি: অনুধাবন (২টি) -২; শুন্যস্থান-১; সত্য-মিথ্যা-১;

			সঠিকক্রমে সাজানো (২টি) -২; তথ্যছক পূরণ (২টি)-২; সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন: অনুধাবন (২টি)-২, প্রয়োগ (২টি)-৪, উচ্চতর দক্ষতা (২টি) -৪
	৩.৪: ইংরেজি	১৮	বহুনির্বাচনি: অনুধাবন (২টি) -২; শুন্যস্থান-১; সত্য-মিথ্যা-১; সঠিকক্রমে সাজানো (২টি) -২; তথ্যছক পূরণ (২টি)-২; সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন: অনুধাবন (২টি)-২, প্রয়োগ (২টি)-৪, উচ্চতর দক্ষতা (২টি) -৪
	৩.৫: গণিত	১৮	বহুনির্বাচনি: অনুধাবন (২টি)-২, প্রয়োগ-১, উচ্চতর দক্ষতা-১; শুন্যস্থান-১; সত্য-মিথ্যা-১; সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন: অনুধাবন (২টি)-৪, প্রয়োগ (২টি) -৪, উচ্চতর দক্ষতা (২টি)-৪
	৩.৬: প্রাথমিক বিজ্ঞান	১০	বহুনির্বাচনি: অনুধাবন-১, প্রয়োগ-১, উচ্চতর দক্ষতা-১; শুন্যস্থান-১; সত্য-মিথ্যা-১; মিলকরন-১; সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন: অনুধাবন-১, প্রয়োগ-১, উচ্চতর দক্ষতা -২
	৩.৭: সামাজিক বিজ্ঞান	০৫	বহুনির্বাচনি: অনুধাবন-১; শুন্যস্থান পূরণ-১; সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন: প্রয়োগ-১, উচ্চতর দক্ষতা-২
	৩.৮: ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা	০৫	বহুনির্বাচনি: অনুধাবন-১; শুন্যস্থান পূরণ-১; সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন: প্রয়োগ-১, উচ্চতর দক্ষতা-২
	৩.৯: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) এবং লাইব্রেরি	১৮	বহুনির্বাচনি: অনুধাবন (২টি) -২; শূন্যস্থান-২; সত্য-মিথ্যা -১ সঠিকক্রমে সাজানো -১; তথ্যছক পূরণ (২টি)-২ , সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন: অনুধাবন (২টি) -২, প্রয়োগ (২টি) -৪ , উচ্চতর দক্ষতা (২টি) -৪
	উপমোট	**১২০**	
মডিউল-৪ শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য শিক্ষা এবং শিল্পকলা	৪.১: শিল্পকলা	১০	বহুনির্বাচনি: অনুধাবন (২টি)-২; শুন্যস্থান-১; সত্য-মিথ্যা-১; মিলকরন-১ সঠিকক্রমে সাজান-১; সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন: অনুধাবন-১, প্রয়োগ-১, উচ্চতর দক্ষতা (১টি) -২।
	৪.২: শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য শিক্ষা	০৮	বহুনির্বাচনি: অনুধাবন (২টি)-২; শুন্যস্থান-১; সত্য-মিথ্যা-১; সঠিকক্রমে সাজান-১; সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন: প্রয়োগ-১, উচ্চতর দক্ষতা (১টি) -২
	উপমোট	**১৮**	
	সর্বমোট	**২০০**	

*** উপমডিউলভিত্তিক গাঠনিক মূল্যায়নের অভীক্ষাপদ প্রণয়নের ক্ষেত্রে উপরিউক্ত কাঠামো অনুসরণ করবেন। প্রয়োজনে, একটি নির্দিষ্ট উপমডিউলের অভীক্ষাপদ প্রণয়নে মোট নম্বর ঠিক রেখে অভীক্ষাপদের ধরন সমন্বয় করতে পারবেন।**

অধিবেশন ২৮	প্রণয়নকৃত গাঠনিক মূল্যায়নের অভীক্ষাপদ উপস্থাপন ও পরিমার্জন

শিখনফল

এ অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীবৃন্দ-

ক. উপ-মডিউলভিত্তিক গাঠনিক মূল্যায়নের অভীক্ষাপদ প্রণয়নের অনুশীলন করতে পারবেন।

সময়: ১.৩০ ঘন্টা

পদ্ধতি ও কৌশল: দলগত কাজ, প্রদর্শন, পর্যবেক্ষণ ও ফিডব্যাক প্রদান।

উপকরণ: মডিউল/সহায়ক তথ্য, পোস্টার পেপার, পাওয়ারপয়েন্ট স্লাইড ও অন্যান্য।

কার্যাবলির বিবরণ

কাজ ক: দলগত কাজ উপস্থাপন **সময়: ১ ঘণ্টা ২০ মিনিট**

১. অংশগ্রহণকারীগণকে শুভেচ্ছা জানিয়ে অধিবেশন শুরু করুন এবং অধিবেশনের প্রত্যাশিত শিখনফল পোস্টার পেপার/মাল্টিমিডিয়ায় প্রদর্শন করুন;
২. সংরক্ষিত অভীক্ষাপদ একটি দলের উপস্থাপনের সময় অন্যান্য দলসমূহকে পর্যবেক্ষণ করতে বলুন; প্রতি দলকে উপস্থাপনের জন্য ১৫ মিনিট এবং আলোচনার জন্য ২০ মিনিট সময় দিন;
৩. পর্যায়ক্রমে ১ ও ২ নং দলের কাজ উপস্থাপন করার নির্দেশনা প্রদান করুন;
৪. উপস্থাপন শেষে পর্যবেক্ষকগণের মন্তব্য শুনুন এবং প্রয়োজনে ফিডব্যাক প্রদান করুন।

অধিবেশনের সারসংক্ষেপ **সময়: ১০ মি□□□**

১. অধিবেশনে উপস্থাপিত অভীক্ষাপদসমূহের ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পর্কে দু/একজনকে জিজ্ঞাসা করুন।
২. ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে অধিবেশন সমাপ্ত করুন।

অধিবেশন ২৯	প্রণয়নকৃত গাঠনিক মূল্যায়নের অভীক্ষাপদ উপস্থাপন ও পরিমার্জন (চলমান)

শিখনফল

এ অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীবৃন্দ-

ক. উপমডিউলভিত্তিক গাঠনিক মূল্যায়নের অভীক্ষাপদ প্রণয়নের অনুশীলন করতে পারবেন।

সময়: ১.৩০ ঘন্টা

পদ্ধতি ও কৌশল: দলগত কাজ, প্রদর্শন, পর্যবেক্ষণ ও ফিডব্যাক প্রদান।

উপকরণ: ম্যানুয়াল/সহায়ক তথ্য, পোস্টার পেপার, মার্কার, পাওয়ারপয়েন্ট স্লাইড।

কার্যাবলির বিবরণ

কাজ ক: দলগত কাজ উপস্থাপন **সময়: ১ ঘণ্টা ২০ মিনিট**

১. অংশগ্রহণকারীগণকে শুভেচ্ছা জানিয়ে অধিবেশন শুরু করুন এবং অধিবেশনের প্রত্যাশিত শিখনফল পোস্টার পেপার/মাল্টিমিডিয়ায় প্রদর্শন করুন।
২. একটি দলের উপস্থাপেনের সময় অন্যান্য দলসমূহকে পর্যবেক্ষণ করতে বলুন;
৩. পর্যায়ক্রমে ৩, ৪ ও ৫ নং দলের কাজ উপস্থাপন করতে বলুন;
৪. দলগত কাজ উপস্থাপন শেষে সকলের মতামত শুনুন এবং প্রয়োজনে ফিডব্যাক প্রদান করুন।

অধিবেশনের সারসংক্ষেপ **সময়: ১০ মিনিট**

১. এই অধিবেশন এবং গত অধিবেশনের উপস্থাপনের আলোকে অংশগ্রহণকারীগণ কি কি জানতে পারলো তার একটি সারাংশ লিখতে বলুন এবং ২/১ জনের কাছ থেকে শুনুন।
২. ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে অধিবেশন সমাপ্ত করুন।

অধিবেশন-৩০	মডিউলভিত্তিক বিভাজিত নম্বরের আলোকে সামষ্টিক মূল্যায়নের অভীক্ষাপদ প্রণয়ন

শিখনফল

এ অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীবৃন্দ-

ক. বিটিপিটির আওতায় সামষ্টিক মূল্যায়নের অভীক্ষাপদ প্রণয়নে অভিন্ন কাঠামো ব্যাখ্যা করতে পারবেন;

খ. নির্দেশক সারণি ব্যবহার করে সামষ্টিক মূল্যায়নের অভীক্ষাপদ প্রণয়ন করতে পারবেন।

সময়: ১.৩০ ঘন্টা

পদ্ধতি ও কৌশল: আলোচনা, দলগত কাজ ও প্রদর্শন।

উপকরণ: মডিউল/সহায়ক তথ্য, পোস্টার পেপার, মার্কার, পাওয়ারপয়েন্ট স্লাইড, নমুনা অভীক্ষাপদ।

কার্যাবলির বিবরণ

কাজ ক: মডিউলভিত্তিক অভীক্ষার কাঠামো সম্পর্কে ধারণা **সময়: ২৫ মিনিট**

১. অংশগ্রহণকারীগণকে শুভেচ্ছা জানিয়ে অধিবেশন শুরু করুন। পিটিআইতে মডিউলভিত্তিক সামষ্টিক মূল্যায়ন কীভাবে সম্পন্ন করে থাকেন তা অংশগ্রহণকারীদের জিজ্ঞাসা করুন।

২. সামষ্টিক মূল্যায়নের অভীক্ষাপদ প্রণয়নের ক্ষেত্রে কী কী বিষয় বিবেচনা করা উচিত তা জিজ্ঞাসা করুন ও উত্তর বোর্ডে লিখুন। যেমন- নির্ভর যোগ্যতা, নৈর্ব্যক্তিকতা, আদর্শায়ন, পরিমিততা, গ্রহণযোগ্যতা, স্পষ্টতা ও সংক্ষিপ্ততা, শিখনফল ভিত্তিকতা, মূল্যায়ন নির্দেশিকা, প্রশ্নের ধরন ইত্যাদি।

৩. আলোচনার মাধ্যমে ধারণা সুস্পষ্ট করুন।

৪. সহায়ক তথ্যের আলোকে মাল্টিমিডিয়ায় সামষ্টিক মূল্যায়নের অভীক্ষাপদ প্রণয়নে অভিন্ন কাঠামো প্রদর্শন করে আলোচনার মাধ্যমে ধারণা স্পষ্ট করুন।

৫. সামষ্টিক মূল্যায়নের অভীক্ষাপদ প্রণয়নে অভিন্ন কাঠামো:

৬. পরীক্ষা	উপমডিউল	নম্বর	মন্তব্য
পরীক্ষা-১ (মডিউল-১ বিদ্যালয় উন্নয়নে পেশাদারিত্ব, জবাবদিহিতা ও অঙ্গীকার)	১.১: পেশাদারিত্ব ও অঙ্গীকার	১০	
	১.২: সরকারি চাকরি আইন ও বিধিবিধান	১০	
	১.৩: প্রতিফলনমূলক শিখন	১০	
	১.৪: নেতৃত্ব	০৬	
	১.৫: বিদ্যালয় উন্নয়ন	১৪	
	উপমোট	৫০	
পরীক্ষা-২ (মডিউল-২ শিক্ষার্থী উন্নয়ন মডিউল-৪ শিল্পকলা)	২.১: শিশুর বিকাশ ও শিখন আচরণ	১৪	
	২.২: প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা	১০	
	২.৩: শিক্ষার্থী উন্নয়ন	১০	
	৪.১ শিল্পকলা	১৬	
	উপমোট	৫০	
পরীক্ষা-৩	৩.১: শিখনক্ষেত্র ও শিক্ষাক্রম এবং মূল্যায়ন: অভীক্ষাপদ	২০	
	৩.২: শিখন-শেখনো পদ্ধতি ও কৌশল	১০	

(মডিউল-৩ শিক্ষাক্রম, শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও মূল্যায়ন)	৩.৩: বাংলা	২০	
	উপমোট	**৫০**	
পরীক্ষা-৪ (মডিউল-৩ শিক্ষাক্রম, শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও মূল্যায়ন ও মডিউল-৪ শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য শিক্ষা)	৩.৪: ইংরেজি	২০	
	৩.৯: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) এবং লাইব্রেরি	২০	
	৪.২: শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য শিক্ষা	১০	
	উপমোট	**৫০**	
পরীক্ষা-৫ (মডিউল-৩ শিক্ষাক্রম, শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও মূল্যায়ন)	৩.৫: গণিত	**২০**	
	৩.৬: প্রাথমিক বিজ্ঞান	**১৮**	
	৩.৭: সামাজিক বিজ্ঞান	**০৬**	
	৩.৮: ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা	**০৬**	
	উপমোট	**৫০**	
	সর্বমোট	**২৫০**	

কাজ খ: মডিউলভিত্তিক অভীক্ষাপদ প্রণয়ন **সময়: ০১ ঘন্টা**

১. অংশগ্রহণকারীগণকে দশটি দলে ভাগ করুন। প্রতি দলে ম্যানুয়ালে প্রদত্ত ছক-১ অনুযায়ী উপ-মডিউলভিত্তিক তথ্যপুস্তক সরবরাহ করুন। প্রথমে মডিউলভিত্তিক বিভাজিত নম্বর অনুযায়ী অভীক্ষাপত্র তৈরির জন্য নির্দেশক ছক প্রণয়ন করতে বলুন।

২. **প্রশ্ন কাঠামো (প্রশ্ন প্রণয়নকারীর জন্য)**

মডিউল	**উপমডিউল**	**সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন**				**বিস্তৃত উত্তর প্রশ্ন**				**উপমডিউল অনুযায়ী নম্বর**
		জ্ঞান (সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন)		**অনুধাবন (সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন)**		**প্রয়োগ (বিস্তৃত-উত্তর প্রশ্ন)**		**উচ্চতর দক্ষতা (বিস্তৃত-উত্তর প্রশ্ন)**		
		অভীক্ষাপদ	**নম্বর**	**অভীক্ষাপদ**	**নম্বর**	**অভীক্ষাপদ**	**নম্বর**	**অভীক্ষাপদ**	**নম্বর**	
	-.--------- ----------- --	-	-	**-- টি**	**---**	**---- টি**	**----**	-	-	
মডিউল --	-.--------- ----------- --	**-- টি**	-	**---- টি**	**---**	**--- টি**	**--**	-	-	
	-.--------- ----------- --	**--- টি**	-	**-- টি**	**---- -**	-	-	**--- টি**	-	
	-.--------- ----------- --	-	-	**--- টি**	**---- -**	**--- টি**	**--**	-	-	

	-.---------- --	-	-	----- টি	---- ---	-----টি	--- --	--- টি	--	
										৫০

৩. এবার বিটিপিটি সামষ্টিক মূল্যায়ন এর জন্য নির্ধারিত নম্বর বন্টন অনুযায়ী পরীক্ষা ১ থেকে ৫ পর্যন্ত প্রতিটি পরীক্ষার জন্য ২টি দলকে অভীক্ষাপত্র প্রণয়ন করতে বলুন। অংশগ্রহণকারীদের পোস্টার পেপার ও মার্কার সরবরাহ করুন। দলে তৈরিকৃত নির্দেশক ছক অনুযায়ী অভিন্ন কাঠামো ব্যবহার করে সামষ্টিক মূল্যায়নের জন্য অভীক্ষাপদ প্রণয়ন করতে দিন। এই কাজে ৫০ মিনিট সময় দিন। দলের কাজ ঘুরে দেখুন ও প্রয়োজনে সহযোগিতা করুন। দলগত কাজ শেষে প্রত্যেক দল নির্ধারিত কাজ শেষ করেছে কিনা নিশ্চিত হোন।

৪. আলোচনা ও ফিডব্যাকের মাধ্যমে উপ-মডিউলভিত্তিক অভীক্ষাপদ প্রণয়নে অভিন্ন কাঠামো ব্যবহার কৌশল সম্পর্কে সকলের ধারণা স্পষ্ট করুন।

ছক-১

দলর নাম	পরীক্ষা নম্বর	উপ-মডিউল নম্বর	কাজ
দল নং ১	১	১.১ থেকে ১.৫	নির্দেশক ছক ও কাঠামো অনুসরণ করে অভীক্ষাপদ প্রণয়ন নির্দেশক ছক ও কাঠামো অনুসরণ করে অভীক্ষাপদ প্রণয়ন
দল নং ২	২	২.১, ২.১, ২.৩, ৪.১	
দল নং ৩	৩	৩.১, ৩.২, ৩.৩	
দল নং ৪	৪	৩.৪, ৩.৯, ৪.২	
দল নং ৫	৫	৩.৫, ৩.৬, ৩.৭, ৩.৮	
দল নং ৬	১	১.১ থেকে ১.৫	
দল নং ৭	২	২.১, ২.১, ২.৩, ৪.১	
দল নং ৮	৩	৩.১, ৩.২, ৩.৩	
দল নং ৯	৪	৩.৪, ৩.৯, ৪.২	
দল নং ১০	৫	৩.৫, ৩.৬, ৩.৭, ৩.৮	

নির্দেশক ছক (Specification Table)

উপমডিউল নং

[বহনির্বাচনি প্রশ্নের জন্য ব্যবহৃত]

দক্ষতা	অধিবেশনসমূহ						প্রশ্ন সংখ্যা
জ্ঞান **-১০%**							
অনুধাবন **-২০%**							
প্রয়োগ **-৪০%**							
উচ্চতর দক্ষতা **-৩০%**							
মোট							

অধিবেশনের সারসংক্ষেপ **সময় ০৫ মিনিট**

১. এই অধিবেশনে কী কী কাজ করা হলো তা ২/১ জনকে জিজ্ঞাসা করুন।

২. পরবর্তী অধিবেশনে উপস্থাপনের নির্দেশনা দিন।

৩. ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে অধিবেশন সমাপ্ত করুন।

সহায়ক তথ্য	অধিবেশন ৩০: উপ-মডিউলভিত্তিক বিভাজিত নম্বরের আলোকে সামষ্টিক মূল্যায়নের অভীক্ষাপদ প্রণয়ন

ক. মডিউলিভিত্তিক সামষ্টিক মূল্যায়নের বিভাজিত নম্বরের কাঠামো

লিখিত পরীক্ষা-১ (১.১, ১.২, ১.৩, ১.৪, ১.৫)
মডিউল ০১: বিদ্যালয় উন্নয়নে পেশাদারিত্ব, জবাবদিহিতা ও অঙ্গীকার
পূর্ণমান-৫০ সময়: ২ঘন্টা ৩০ মিনিট
প্রশ্ন কাঠামো

উপমডিউল-১.১: পেশাদারিত্ব ও অঙ্গীকার

১। সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন (৪টি হতে যে কোন ২টি) ২×২=৪
(ক)
(খ)
(গ)
(ঘ)

২। বিস্তৃত উত্তর প্রশ্ন (৩টি হতে যে কোন ২টি) ৩×২=৬
(ক)
(খ)
(গ)

উপমডিউল-১.২: সরকারি চাকরি আইন ও বিধি-বিধান

৩। সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন (৫টি হতে যে কোন ৩টি) ২×৩=৬
(ক)
(খ)
(গ)
(ঘ)
(ঙ)

৪। বিস্তৃত উত্তর প্রশ্ন (২টি হতে যে কোন ১টি) ৪×১=৪
(ক)
(খ)

উপমডিউল-১.৩: প্রতিফলনমূলক শিখন

৫। সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন (৩টি হতে যে কোন ২টি) ২×২=৪
(ক)
(খ)
(গ)

৬। বিস্তৃত উত্তর প্রশ্ন (২টি হতে যে কোন ১টি) ৬×১=৬
(ক)
(খ)

উপমডিউল-১.৪: নেতৃত্ব

৭। সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন (২টি হতে যে কোন ১টি) ২×১=২
(ক)
(খ)

৮। বিস্তৃত উত্তর প্রশ্ন (২টি হতে যে কোন ১টি) **৪×১=৪**

(ক)

(খ)

উপমডিউল-১.৫: বিদ্যালয় উন্নয়ন

৯। সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন (৩টি হতে যে কোন ২টি)

২×২=৪

(ক)

(খ)

(গ)

১০। বিস্তৃত উত্তর প্রশ্ন (২টি হতে যে কোন ১টি) **৪×১=৪**

(ক)

(খ)

১১। বিস্তৃত উত্তর প্রশ্ন (২টি হতে যে কোন ১টি) **৬×১=৬**

(ক)

(খ)

লিখিত পরীক্ষা-১

বিষয়: মডিউল ০১: বিদ্যালয় উন্নয়নে পেশাদারিত্ব, জবাবদিহিতা ও অঙ্গীকার

পূর্ণমান-৫০ সময়: ২ ঘন্টা ৩০ মিনিট

প্রশ্ন কাঠামো

(প্রশ্ন প্রণয়নকারীর জন্য)

মডিউল	উপমডিউল	সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন		নম্বর	বিস্তৃত উত্তর প্রশ্ন				উপমডিউল অনুযায়ী নম্বর
		জ্ঞান (সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন)	অনুধাবন (সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন)		প্রয়োগ (বিস্তৃত-উত্তর জাতীয় প্রশ্ন)		উচ্চতর দক্ষতা (বিস্তৃত-উত্তর জাতীয় প্রশ্ন)		
		অভীক্ষা পদ	অভীক্ষাপদ		অভীক্ষা পদ	নম্বর	অভীক্ষাপদ	নম্বর	
	১.১ পেশাদারিত্ব ও অঙ্গীকার	-	৪টি	৪	৩টি	৬	-	-	১০
	১.২ সরকারি চাকরি আইন ও বিধি-বিধান	২টি	৩টি	৬	২টি	৪	-	-	১০

মডিউল ০১: বিদ্যালয় উন্নয়নে পেশাদারিত্ব, জবাবদিহিতা ও অঙ্গীকার	**১.৩ প্রতিফলনমূলক শিখন**	**১টি**	**২টি**	**৪**	-	-	২টি	৬	**১০**
	১.৪ নেতৃত্ব	-	২টি	২	২টি	৪	-	-	**৬**
	১.৫ বিদ্যালয় উন্নয়ন	-	**৩টি**	**৪**	**২টি**	**৪**	২টি	৬	**১৪**
									৫০

প্রশ্ন এমনভাবে সেট করতে হবে যাতে প্রতিটি বিষয় থেকে উত্তর দিতে হয়।

লিখিত পরীক্ষা-২ (২.১., ২.২, ২.৩, ৪.১)
মডিউল-০২: শিক্ষার্থী উন্নয়ন
মডিউল-০৪: শিল্পকলা
পূর্ণমান-৫০ সময়: ২ ঘন্টা ৩০ মিনিট
প্রশ্ন কাঠামো

উপমডিউল-২.১ শিশুর বিকাশ ও শিখন আচরণ

১। সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন (৩টি হতে যে কোন ২টি) **২×২=৪**
(ক)
(খ)
(গ)

২। বিস্তৃত উত্তর প্রশ্ন (২টি হতে যে কোন ১টি) **৪×১=৪**
(ক)
(খ)

৩। বিস্তৃত উত্তর প্রশ্ন (২টি হতে যে কোন ১টি) **৬×১=৬**
(ক)
(খ)

উপমডিউল-২.২: প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা

৪। সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন (৩টি হতে যে কোন ২টি) **২×২=৪**
(ক)
(খ)
(গ)

৫। বিস্তৃত উত্তর প্রশ্ন (৩টি হতে যে কোন ২টি) **৩×২=৬**
(ক)
(খ)
(গ)

উপমডিউল-২.৩: শিক্ষার্থী উন্নয়ন

৬। সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন (৩টি হতে যে কোন ২টি) **২×২=৪**

(ক)
(খ)
(গ)
৭। বিস্তৃত উত্তর প্রশ্ন (৩টি হতে যে কোন ২টি) ৩×২=৬
(ক)
(খ)
(গ)

উপমডিউল-৪.১: শিল্পকলা

৮। সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন (৩টি হতে যে কোন ২টি) ২×২=৪
(ক)
(খ)
(গ)
৯। বিস্তৃত উত্তর প্রশ্ন (৩টি হতে যে কোন ২টি) ৩×২=৬
(ক)
(খ)
(গ)
১০। বিস্তৃত উত্তর প্রশ্ন (২টি হতে যে কোন ১টি) ৬×১=৬
(ক)
(খ)

লিখিত পরীক্ষা-২
মডিউল-০২: শিক্ষার্থী উন্নয়ন
মডিউল-০৪: শিল্পকলা

পূর্ণমান-৫০ **সময়: ২ঘন্টা ৩০মিনিট**

প্রশ্ন কাঠামো
(প্রশ্ন প্রনয়নকারীর জন্য)

মডিউল	উপমডিউল	**সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন**				**বিস্তৃত উত্তর প্রশ্ন**				উপমডিউল অনুযায়ী নম্বর
		জ্ঞান (সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন)		অনুধাবন (সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন)		প্রয়োগ (বিস্তৃত-উত্তর প্রশ্ন)		উচ্চতর দক্ষতা (বিস্তৃত-উত্তর প্রশ্ন)		
		অভীক্ষাপদ	নম্বর	অভীক্ষাপদ	নম্বর	অভীক্ষাপদ	নম্বর	অভীক্ষাপদ	নম্বর	
মডিউল-০২: শিক্ষার্থী উন্নয়ন	২.১ শিশুর বিকাশ ও শিখন আচরণ	-	-	**৩ টি**	৪	২ টি	**৪**	২ টি	৬	**১৪**
	২.২ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা	-	-	**৩ টি**	**৪**	**৩ টি**	**৬**	-	-	**১০**
	২.৩ শিক্ষার্থী উন্নয়ন	-	-	**৩ টি**	**৪**	**৩ টি**	**৬**	-	-	**১০**
	৪.১ শিল্পকলা	-	-	**৩ টি**	**৪**	**৩ টি**	**৬**	২ টি	৬	**১৬**
										৫০

লিখিত পরীক্ষা-৩ (৩.১, ৩.২, ৩.৩)
বিষয়: মডিউল-০৩: শিক্ষাক্রম, শিখন-শেখানো পদ্ধতি এবং মূল্যায়ন
পূর্ণমান-৫০ **সময়: ২ঘন্টা ৩০ মিনিট**
প্রশ্ন কাঠামো

উপমডিউল-৩.১ শিখনক্ষেত্র ও শিক্ষাক্রম এবং মূল্যায়ন: অভীক্ষাপদ

১। সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন (৫টি হতে যে কোন ৩টি) **২×৩=৬**

(ক)
(খ)
(গ)
(ঘ)
(ঙ)

২। বিস্তৃত উত্তর প্রশ্ন (৩টি হতে যে কোন ২টি) **৪×২=৮**

(ক)
(খ)

(গ)

৩। বিস্তৃত উত্তর প্রশ্ন (২টি হতে যে কোন ১টি) ৬×১=৬

(ক)

(খ)

উপমডিউল- ৩.২ শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল

৪। সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন (৪টি হতে যে কোন ২টি) ২×২=৪

(ক)

(খ)

(গ)

(ঘ)

৫। বিস্তৃত উত্তর প্রশ্ন (২টি হতে যে কোন ১টি) ৬×১=৬

(ক)

(খ)

উপমডিউল- ৩.৩ বাংলা

৬। সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন (৪টি হতে যে কোন ৩টি) ২×৩=৬

(ক)

(খ)

(গ)

৭। বিস্তৃত উত্তর প্রশ্ন (৩টি হতে যে কোন ২টি) ৪×২=৮

(ক)

(খ)

(গ)

৮। বিস্তৃত উত্তর প্রশ্ন (২টি হতে যে কোন ১টি) ৬×১=৬

(ক)

(খ)

লিখিতপরীক্ষা-৩

বিষয়: মড্যুল-০৩: শিক্ষাক্রম, শিখন-শেখানো পদ্ধতি এবং মূল্যায়ন

পূর্ণমান-৫০ সময়: ২ঘন্টা ৩০ মিনিট

প্রশ্ন কাঠামো

(প্রশ্ন প্রণয়নকারীর জন্য)

মডিউল	উপমডিউল	সংক্ষিপ্তউত্তরপ্রশ্ন		নম্বর	বিস্তৃতউত্তরপ্রশ্ন				উপমডিউল অনুযায়ী নম্বর
		জ্ঞান (সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন)	অনুধাবন (সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন)		প্রয়োগ (বিস্তৃত-উত্তর প্রশ্ন)		উচ্চতর দক্ষতা (বিস্তৃত-উত্তর প্রশ্ন)		
		অভীক্ষাপদ	অভীক্ষাপদ		অভীক্ষাপদ	নম্বর	অভীক্ষাপদ	নম্বর	
মড্যুল-০৩: শিক্ষাক্রম, শিখন-শেখানো পদ্ধতি এবং মূল্যায়ন	**৩.১ শিখনক্ষেত্র ও শিক্ষাক্রম এবং মূল্যায়ন**	**২টি**	**৩ টি**	**৬**	**৩ টি**	৮	**২ টি**	৬	**২০**
	৩.২ শিখন শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল	-	**৪ টি**	**৬**	-	-	**২টি**	**৬**	**১০**
	৩.৩ বাংলা	-	**৪ টি**	**৬**	**৩ টি**	**৮**	**২ টি**	৬	**২০**
									৫০

লিখিত পরীক্ষা-৪ (৩.৪,৩.৯, ৪.২)

মডিউল-০৩: শিক্ষাক্রম, শিখন-শেখানোপদ্ধতি এবং মূল্যায়ন

মডিউল-০৪: শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য শিক্ষা

পূর্ণমান-৫০ সময়: ২ঘন্টা ৩০ মিনিট

প্রশ্নকাঠামো

উপমডিউল-৩.৪ ইংরেজি

১। সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন (৫টি হতে যে কোন ৩টি)

২×৩=৬

(ক)

(খ)

(গ)

(গ)

(ঙ)

২। বিস্তৃত উত্তর প্রশ্ন (৩টি হতে যে কোন ২টি)

৪×২=৮

(ক)

(খ)

(গ)

৩। বিস্তৃত উত্তর প্রশ্ন (২টি হতে যে কোন ১টি)
৬×১=৬
(ক)
(খ)

উপমডিউল- ৩.৯ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) এবং লাইব্রেরি

৪। সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন (৫টি হতে যে কোন ৩টি)
২×৩=৬
(ক)
(খ)
(গ)
(ঘ)
(ঙ)
৫। বিস্তৃত উত্তর প্রশ্ন (৩টি হতে যে কোন ২টি)
৪×২=৮
(ক)
(খ)
(গ)
৬। বিস্তৃত উত্তর প্রশ্ন (২টি হতে যে কোন ১টি)
৬×১=৬
(ক)
(খ)

উপমডিউল- ৪.২ শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য শিক্ষা

৬। সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন (৩টি হতে যে কোন ২টি) **২×২=৪**
(ক)
(খ)
(গ)

৭। বিস্তৃত উত্তর প্রশ্ন (৩টি হতে যে কোন ২টি)
৩×২=৬
(ক)
(খ)
(গ)

লিখিত পরীক্ষা-৪

মডিউল-০৩: শিক্ষাক্রম, শিখন-শেখানো পদ্ধতি এবং মূল্যায়ন
মডিউল-০৪: শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য শিক্ষা এবং শিল্পকলা

পূর্ণমান-৫০ **সময়: ২ঘন্টা ৩০ মিনিট**

প্রশ্ন কাঠামো
(প্রশ্ন প্রণয়নকারীর জন্য)

মডিউল	উপমডিউল	সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন				বিস্তৃত উত্তর প্রশ্ন				উপমডিউল অনুযায়ী নম্বর
		জ্ঞান (সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন)		অনুধাবন (সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন)		প্রয়োগ (বিস্তৃত-উত্তর প্রশ্ন)		উচ্চতর দক্ষতা (বিস্তৃত-উত্তর প্রশ্ন)		
		অভীক্ষাপদ	নম্বর	অভীক্ষাপদ	নম্বর	অভীক্ষাপদ	নম্বর	অভীক্ষাপদ	নম্বর	
মডিউল-০৩: শিক্ষাক্রম, শিখন-শেখানো পদ্ধতি এবং মূল্যায়ন এবং মডিউল-০৪: শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য শিক্ষা এবং শিল্পকলা	**৩.৪ ইংরেজি**	-	-	**৫ টি**	**৬**	**৩ টি**	**৮**	২ টি	৬	**২০**
	৩.৯ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) এবং লাইব্রেরি	-	-	**৫ টি**	**৬**	**৩ টি**	**৮**	২ টি	৬	**২০**
	৪.২ শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য শিক্ষা	-	-	**৩ টি**	**৪**	২ টি	৬	-	-	**১০**
										৫০

লিখিত পরীক্ষা-৫ (৩.৫, ৩.৬, ৩.৭, ৩.৮)

বিষয়: মডিউল-০৩: শিক্ষাক্রম, শিখন-শেখানো পদ্ধতি এবং মূল্যায়ন
মডিউল-০৪: শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য শিক্ষা এবং শিল্পকলা
পূর্ণমান-৫০ **সময়: ২ঘন্টা ৩০ মিনিট**

উপমডিউল- ৩.৫ গণিত

১। সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন (৫টি হতে যে কোন ৩টি)
২×৩=৬

(ক)
(খ)
(গ)
(ঘ)
(ঙ)

২। বিস্তৃত উত্তর প্রশ্ন (৩টি হতে যে কোন ২টি)
৪×২=৮
(ক)
(খ)
(গ)
৩। বিস্তৃত উত্তর প্রশ্ন (২টি হতে যে কোন ১টি)
৬×১=৬
(ক)
(খ)

উপমডিউল- ৩.৬ প্রাথমিক বিজ্ঞান

৪। সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন (৩টি হতে যে কোন ২টি)
২×২=৪
(ক)
(খ)
(গ)
৫। বিস্তৃত উত্তর প্রশ্ন (৩টি হতে যে কোন ২টি)
৪×২=৮
(ক)
(খ)
(গ)
৬। বিস্তৃত উত্তর প্রশ্ন (২টি হতে যে কোন ১টি)
৬×১=৬
(ক)
(খ)

উপমডিউল- ৩.৭ সামাজিক বিজ্ঞান

৭। সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন (২টি হতে যে কোন ১টি)
২×১=২
(ক)
(খ)
৮। বিস্তৃত উত্তর প্রশ্ন (২টি হতে যে কোন ১টি)
৪×১=৪
(ক)
(খ)

উপমডিউল- ৩.৮ ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা

৯। সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন (২টি হতে যে কোন ১টি)
২×১=২
(ক)
(খ)
১০। বিস্তৃত উত্তর প্রশ্ন (২টি হতে যে কোন ১টি)
৪×১=৪
(ক)
(খ)

লিখিতপরীক্ষা-৫

মডিউল-০৩: শিক্ষাক্রম, শিখন-শেখানো পদ্ধতি এবং মূল্যায়ন

মডিউল-০৪: শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য শিক্ষা এবং শিল্পকলা

পূর্ণমান-৫০ সময়: ২ঘন্টা ৩০ মিনিট

প্রশ্ন কাঠামো

(প্রশ্ন প্রণয়নকারীর জন্য)

মডিউল	উপমডিউল	**সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন**				**বিস্তৃত উত্তর প্রশ্ন**				উপমডিউল অনুযায়ী নম্বর
		জ্ঞান (সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন)		অনুধাবন (সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন)		প্রয়োগ (বিস্তৃত-উত্তর প্রশ্ন)		উচ্চতর দক্ষতা (বিস্তৃত-উত্তর প্রশ্ন)		
		অভীক্ষাপদ	নম্বর	অভীক্ষাপদ	নম্বর	অভীক্ষাপদ	নম্বর	অভীক্ষাপদ	নম্বর	
মডিউল-০৩: শিক্ষাক্রম, শিখন-শেখানো পদ্ধতি এবং মূল্যায়ন এবং মডিউল-০৪: শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য শিক্ষা এবং শিল্পকলা	**৩.৫ গণিত**	-	-	**৫টি**	**৬**	**৩ টি**	**৮**	**২ টি**	৬	**২০**
	৩.৬ প্রাথমিক বিজ্ঞান	-	-	**৩টি**	**৪**	**৩ টি**	**৮**	**২ টি**	৬	**১৮**
	৩.৭ সামাজিক বিজ্ঞান	-	-	**২ টি**	**২**	**১ টি**	৪	-	-	**৬**
	৩.৮ ধর্ম ও নৈতিক	-	-	**২ টি**	**২**	**১ টি**	৪	-	-	**৬**
										৫০

অধিবেশন-৩১	মডিউলভিত্তিক বিভাজিত নম্বরের আলোকে সামষ্টিক মূল্যায়নের অভীক্ষাপদ প্রণয়ন (চলমান)

শিখনফল

এ অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীবৃন্দ-

ক. নির্দেশক সারণি ব্যবহার করে সামষ্টিক মূল্যায়নের অভীক্ষাপদ প্রণয়ন করতে পারবেন।

সময়: ১.৩০ ঘন্টা

পদ্ধতি ও কৌশল: দলগত কাজ, আলোচনা।

উপকরণ: বিটিপিটি উপমডিউলসমূহ, পোস্টার পেপার/পাওয়ারপয়েন্ট স্লাইড।

কার্যাবলির বিবরণ

কাজ ক: মডিউলভিত্তিক অভীক্ষাপদ প্রণয়ন **সময়: ০১ ঘন্টা ২৫ মিনিট**

১. অধিবেশনে সবাইকে স্বাগত জানান। পূর্বের ১০ টি দল হতে ৫ টি দল গঠন করুন। একই মডিউলের অভীক্ষাপদ প্রণয়নকারী ২ টি দল নিয়ে ১ টি দল হবে । এবার নতুন দলগুলোকে তাদের পূর্ববর্তী অধিবেশনে প্রণীত অভীক্ষাপদসমূহ পরিমার্জন করতে বলুন। দলে পোস্টার পেপার ও মার্কার সরবরাহ করুন। দলগত কাজ পর্যবেক্ষণ করে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করুন। কাজটি সম্পন্ন করতে ২৫ মিনিট সময় দিন।
২. প্রতিটি দলের কাজ পোস্টার পেপারে/মাল্টিমিডিয়ায় সহায়তায় উপস্থাপন করতে বলুন। অন্যদের মতামতের আলোকে অভীক্ষাপদসমূহ চূড়ান্ত করুন।

অধিবেশনের সারসংক্ষেপ **সময়: ০৫ মিনিট**

১. অংশগ্রহণকারীদের সহায়তায় অধিবেশনের সারসংক্ষেপ করুন।
২. সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে অধিবেশন সমাপ্ত করুন।

অধিবেশন-৩২	প্রণয়নকৃত সামষ্টিক মূল্যায়নের অভীক্ষাপদ উপস্থাপন ও পরিমার্জন

শিখনফল

এ অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীবৃন্দ-

ক. মডিউলভিত্তিক সামষ্টিক মূল্যায়নের অভীক্ষাপদ প্রণয়ন করতে পারবেন।

সময়: ১.৩০ ঘন্টা

পদ্ধতি ও কৌশল: দলগত কাজ, প্রদর্শন, পর্যবেক্ষণ ও ফিডব্যাক প্রদান।

উপকরণ: মডিউল/সহায়ক তথ্য, পোস্টার পেপার, পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইড।

কার্যাবলির বিবরণ

কাজ ক: দলগত কাজ উপস্থাপন **সময়: ৮০ মিনিট**

১. প্রশিক্ষণার্থীদের শুভেচ্ছা জানিয়ে অধিবেশন শুরু করুন এবং অধিবেশনের প্রত্যাশিত শিখনফল পোস্টার পেপার/মাল্টিমিডিয়ায় প্রদর্শন করুন;
২. দলগত কাজ পর্যায়ক্রমে উপস্থাপন করতে বলুন। দলের উপস্থাপনের সময় অন্যান্য দলসমূহকে পর্যবেক্ষণ করতে বলুন। প্রতি দল উপস্থাপনের জন্য ১৫ মিনিট এবং আলোচনার জন্য ১৫ মিনিট সময় পাবেন।
৩. উপস্থাপন শেষে বাকি দলের মন্তব্য শুনুন এবং প্রয়োজনে ফিডব্যাক আদান প্রদানের মাধ্যমে সামষ্টিক মূল্যায়নে অভীক্ষাপদ প্রণয়নের ধারণা স্পষ্ট করুন।

অধিবেশনের সারসংক্ষেপ **সময়: ১০ মিনিট**

১. এই অধিবেশন শেষে পরবর্তী অধিবেশনে বাকীদলসমূহের উপস্থাপনের নির্দেশনা দিন।
২. ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে অধিবেশন সমাপ্ত করুন।

অধিবেশন ৩৩	প্রণয়নকৃত সামষ্টিক মূল্যায়নের অভীক্ষাপদ উপস্থাপন ও পরিমার্জন (চলমান)

শিখনফল

এ অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীবৃন্দ-

ক. মডিউলভিত্তিক সামষ্টিক মূল্যায়নের অভীক্ষাপদ প্রণয়ন করতে পারবেন।

সময়: ১.৩০ ঘন্টা

পদ্ধতি ও কৌশল: দলগত কাজ প্রদর্শন, পর্যবেক্ষণ ও ফিডব্যাক প্রদান।

উপকরণ: মডিউল/সহায়ক তথ্য, পোস্টার পেপার, পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইড।

কার্যাবলির বিবরণ

কাজ ক: দলগত কাজ উপস্থাপন **সময়: ১ ঘণ্টা ২৫ মিনিট**

১। অংশগ্রহণকারীগণকে শুভেচ্ছা জানিয়ে অধিবেশন শুরু করুন এবং অধিবেশনের প্রত্যাশিত শিখনফল পোস্টার পেপার/মাল্টিমিডিয়ায় প্রদর্শন করুন;

২। একটি দলের উপস্থাপনের সময় অন্যান্য দলসমূহকে পর্যবেক্ষণ করতে বলুন। প্রতি দল উপস্থাপনা এবং আলোচনার জন্য ২৫ মিনিট সময় পাবেন।

৪। উপস্থাপন শেষে পর্যবেক্ষকগণের মন্তব্য শুনুন এবং প্রয়োজনে ফিডব্যাক প্রদান করুন।

অধিবেশনের সারসংক্ষেপ **সময়: ০৫ মি□□□**

১। এই অধিবেশনে উপস্থাপিত অভীক্ষাপদসমূহের আলোকে মূল্যায়নের অভীক্ষাপদ প্রণয়নে কী কী বিবেচ্য তা দৈবচয়ন ভিত্তিতে ২/১ জনকে জিজ্ঞাসা করুন।

২। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে অধিবেশন সমাপ্ত করুন।

অধিবেশন-৩৪	মার্কিং স্কিম গাইডলাইন

শিখনফল

এ অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীবৃন্দ-

ক. উত্তরপত্র মূল্যায়নের ক্ষেত্রে মার্কিং স্কিমের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
খ. বিস্তৃত উত্তর অভীক্ষাপদের সম্ভাব্য উত্তর তৈরি করতে পারবেন;
গ. বিস্তৃত উত্তর অভীক্ষাপদের উত্তর মূল্যায়নের জন্য মার্কিং স্কিম প্রণয়ন করতে পারবেন।

সময়: ১.৩০ ঘন্টা

উপকরণ: কর্মপত্র (নমুনা উত্তরপত্র), তথ্যপত্র, মাল্টিমিডিয়া, ফ্লিপচার্ট, পোস্টার পেপার, মার্কার।

পদ্ধতি ও কৌশল: মিথস্ক্রিয়া, প্রদর্শন, প্রশ্নোত্তোর আলোচনা, প্লেনারি আলোচনা ইত্যাদি।

কার্যাবলির বিবরণ

কাজ ক: মার্কিং স্কিমের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করা **সময়: ৩০ মিনিট**

১. অংশগ্রহণকারীগণকে শুভেচ্ছা জানিয়ে অধিবেশন শুরু করবেন। শিখনফলসমূহ পোস্টার পেপার/মাল্টিমিডিয়ায় প্রদর্শন করবেন। উত্তরপত্র মূল্যায়নের অভিজ্ঞতা বিনিময়ের সুযোগ দিবেন এবং উত্তরপত্র মূল্যায়নে কী কী সমস্যা হয় তা আলোচনা করবেন।
২. অংশগ্রহণকারীদের ৫টি দলে ভাগ করবেন। প্রত্যেক দলে সহায়ক তথ্যের উপমডিউলভিত্তিক অভিন্ন একটি প্রশ্নের উত্তরপত্রের কপি সরবরাহ করবেন (নমুনা উত্তর নিজে তৈরি করে নিবেন অথবা তথ্যপত্রেরটি ব্যবহার করবেন) এবং দলে আলোচনা করে মূল্যায়ন করতে বলবেন। মূল্যায়নকৃত নম্বর বোর্ডে লিখবেন।
৩. দলগতভাবে মূল্যায়নকৃত উত্তরপত্রের নম্বর সমূহের মধ্যে পার্থক্য উল্লেখ করবেন।
৪. উত্তরপত্র মূল্যায়নে বিভিন্ন পরীক্ষকের ভিন্নতার কারণ জিজ্ঞাসা করবেন এবং প্রয়োজনে সহায়ক তথ্যের সহায়তা নিবেন।
৫. অংশগ্রহণকারীগণের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করবেন ---
   - ➢ মার্কিং স্কিম কী?
৫. অংশগ্রহণকারীগণের কাছ থেকে উত্তর নিয়ে বোর্ডে/ফ্লিপচার্টে লিখবেন।
৬. সহায়ক তথ্য মাল্টিমিডিয়ায় উপস্থাপনের মাধ্যমে মার্কিং স্কিমের ধারণা স্পষ্ট করবেন।
   - ➢ মার্কিং স্কিম প্রণয়নের যৌক্তিকতা কী?
৭. অংশগ্রহণকারীগণের কাছ থেকে উত্তর নিয়ে বোর্ডে/ফ্লিপচার্টে লিখবেন।
৮. সহায়ক তথ্য মাল্টিমিডিয়ায় উপস্থাপনের মাধ্যমে মার্কিং স্কিম প্রণয়নের যৌক্তিকতা স্পষ্ট করবেন।

কাজ খ বিস্তৃত উত্তর অভীক্ষাপদ প্রণয়ন ও সম্ভাব্য উত্তর তৈরিকরণ **সময়: ২৫ মিনিট**

১. এবার অংশগ্রহণকারীদের পূর্ববর্তী দলে কাজ করতে বলবেন। প্রত্যেক দলে আলোচনা করে উপমডিউলভিত্তিক একটি অভীক্ষাপদ তৈরি করে পূর্ণ নম্বর পাওয়ার জন্য উক্ত অভীক্ষাপদের সঠিক উত্তর লিখতে বলবেন। দলে কাজ করার জন্য ২০ মিনিট সময় দিবেন। দলগত কাজ মনিটরিং করবেন।
২. দলগত কাজ শেষ হলে উপস্থাপন করতে বলুন এবং আলোচনার মাধ্যমে বিষয়টি স্পষ্ট করবেন।

কাজ গ: বিস্তৃত উত্তর অভীক্ষাপদের উত্তর মূল্যায়নের জন্য মার্কিং স্কিম প্রণয়নকরণ **সময়: ৩০ মিনিট**

১. প্রতি দলকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের মার্কিং স্কিম প্রণয়নের জন্য কী কী বিষয় বিবেচনায় রাখতে হয় তা চিন্তা করে বলতে বলবেন।
২. সহায়ক তথ্যে উল্লিখিত মার্কিং স্কিম দেখিয়ে কীভাবে মার্কিং স্কিম প্রণয়ন করতে হয় তা ব্যাখ্যা করবেন।
৩. পূর্বের দলে প্রণয়নকৃত অভীক্ষার উত্তরপত্রের জন্য মার্কিং স্কিম প্রণয়ন করতে বলবেন। এজন্য নিম্নের ছক ব্যবহার করতে বলবেন। দলীয় কাজের জন্য ১৫ মিনিট সময় দিবেন।

ক্রমিক নম্বর	উপশিরোনাম ও নম্বর	মূল্যায়ন নির্দেশনা
১		
২		
৩		
৪		

৩. দলগত কাজ মনিটরিং করবেন।
৪. পর্যায়ক্রমে প্রত্যেক দলের একজন প্রতিনিধিকে দলগত কাজ উপস্থাপন করতে দিবেন। অন্যান্য দলের সকলকে আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করবেন।
৫. মার্কিং স্কীম অনুসরণে বিটিপিটি প্রশিক্ষণার্থীদের উত্তরপত্র মূল্যায়ন কৌশল সর্ম্পকে আলোচনার মাধ্যমে সকলের ধারণা সুস্পষ্ট করবেন।

অধিবেশনের সারসংক্ষেপ **সময়: ০৫ মিনিট**

১. মার্কিং স্কিম কী সেসম্পর্কে দু-একজন প্রশিক্ষণার্থীর কাছে জানতে চান।
২. মূল্যায়নের ক্ষেত্রে মার্কিং স্কিম এর গুরুত্ব কী সে সম্পর্কে দু-একজন অংশগ্রহণকারীগণের কাছে জানতে চাওয়ার মধ্য দিয়ে অধিবেশনের সারসংক্ষেপ তুলে ধরবেন।
৩. সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশন শেষ করবেন।

সহায়ক তথ্য	**অধিবেশন-৩৪: মার্কিং স্কিম গাইডলাইন**

প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করা যেমন কঠিন কাজ অপরদিকে প্রশ্নের উত্তর মূল্যায়ন করাও কঠিন কাজ। আমাদের দেশে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রশ্নের উত্তর মূল্যায়নের ক্ষেত্রে পরীক্ষকদের মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। প্রশ্নের চাহিদামাফিক কী উত্তর দেওয়া উচিত এবং উত্তর অনুযায়ী কী নম্বর প্রদান করতে হবে সে সম্পর্কে অনেক পরীক্ষকের মধ্যেই সিদ্ধান্তহীনতা পরিলক্ষিত হয়।

অভীক্ষা ১। সাবলীল পাঠক তৈরি করার জন্য কী কী করা প্রয়োজন? দশটি কৌশল লিখুন। নম্বর ১০ (নমুনা)

১ নং প্রশ্নের সম্ভাব্য উত্তর:

সাবলীল পাঠক তৈরি করতে যা যা করতে হয় তা নিম্নে দেওয়া হলো-

১. শুদ্ধ ও সঠিকভাবে প্রমিত উচ্চারণে পড়া শিখতে হবে।
২. যতি চিহ্নের ব্যবহার করতে পারা।
৩. সঠিকভাবে উচ্চারণ করতে পারা।
৪. শব্দজ্ঞান ও বর্ণজ্ঞান সম্পর্কে ধারণা থাকা।
৫. শিক্ষার্থীকে বেশি বেশি করে পড়তে দেওয়া।
৬. খবরের কাগজ পড়তে দেয়া।
৭. বেশি বেশি করে প্রশ্ন করার ও উত্তর দেওয়ার সুযোগ দেওয়া।
৮. বক্তব্য শুনতে দেওয়া।
৯. উপস্থাপন করার সুযোগ দেয়া।
১০. ধ্বনি সচেতনতা তৈরি করা।

পরিশেষে বলা যায় শব্দ জ্ঞান, বর্ণ জ্ঞান, ধ্বনি সচেতনতা, পঠন সাবলীলতা, বোধগম্যতা একজন ব্যক্তিকে সাবলীল পাঠকে পরিণত করে।

বিভিন্ন পরীক্ষকগণ কর্তৃক প্রদত্ত নম্বরের মধ্যে পার্থক্য হবার কারণ:

১. প্রশ্নপত্রে সুঅভীক্ষার বৈশিষ্ট্য বজায় না থাকা;
২. পরীক্ষকগণকে কোন মার্কিং স্কিম সরবরাহ না করা;
৩. পরীক্ষকগণের ভিন্ন মানসিকতা;
৪. পরীক্ষকগণের বিষয়বস্তু সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা না থাকা;
৫. পরীক্ষক কর্তৃক নির্দেশনা বোঝার ক্ষেত্রে অস্পষ্টতা;
৬. উত্তরপত্র মূল্যায়নের জন্য বরাদ্দকৃত সময়ের স্বল্পতা;
৭. উত্তরপত্র মূল্যায়নকারী নির্বাচনের ত্রুটিজনিত কারণে সুযোগ্য পরীক্ষক নির্বাচিত না হওয়া।

মার্কিং স্কিম

একজন পরীক্ষকের/মূল্যায়নকারীর অন্যতম প্রধান কাজ হলো উত্তরদাতার উত্তর যথাযথভাবে মূল্যায়ন করা। এক্ষেত্রে পরীক্ষকের ব্যক্তিগত রাগ, অনুরাগ কোনটিই মূল্যায়নের উপর প্রভাব ফেলা সমীচীন নয়। এছাড়াও ক্ষেত্র বিশেষে সকল পরীক্ষকের উত্তরপত্র মূল্যায়ন একই রকম হওয়া গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য উত্তরপত্র মূল্যায়নের ক্ষেত্রে মার্কিং স্কিম প্রণয়ন ও ব্যবহার খুবই গুরুত্বপূর্ণ। Marking scheme is a guideline or a plan of giving marks for assessing students' answers. A marking scheme is a document which explains how students' answers will be evaluated.

মার্কিং স্কিম হলো প্রতি বিষয়ের প্রতি প্রশ্ন ও তার সম্ভাব্য উত্তর মূল্যায়ন নির্দেশিকা অর্থাৎ শিক্ষার্থী কর্তৃক লিখিত প্রতিটি প্রশ্নের উত্তরের প্রেক্ষিতে কত নম্বর পাবে তার সুস্পষ্ট নির্দেশনা ও নিয়মাবলি সম্বলিত ডকুমেন্ট।

মার্কিং স্কিম প্রণয়নের যৌক্তিকতা:

- মার্কিং স্কিম একটি সুস্পষ্ট মূল্যায়ন নির্দেশিকা এর মাধ্যমে মূল্যায়ন যথার্থ হয়।
- মূল্যায়ন নিরপেক্ষ হয়।
- উত্তরপত্র মূল্যায়ন সহজ হয়।
- মূল্যায়ন পক্ষপাতহীন হয়।
- মূল্যায়নকারীদের নম্বর প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ সহজ হয়।
- কোনো শিক্ষার্থী অধিক সুবিধা পাবে না এবং কোনো শিক্ষার্থী বঞ্চিতও হবে না।

কাজ-গ

মার্কিং স্কিম এর নম্বর বিভাজনের উদাহরণ (নমুনা):

ক) অভীক্ষাপদ: সাবলীল পাঠক তৈরি করার জন্য কী করা প্রয়োজন? নম্বর: ৬

ক্রমিক নং	উপশিরোনাম ও নম্বর	মূল্যায়ন নির্দেশনা
১.	ভূমিকা – ০.৫	ভূমিকা লেখার জন্য ০.৫ নম্বর পাবেন।
২.	সাবলীল পাঠক কারা – ০.৫	সাবলীল পাঠক কারা তা লেখার জন্য ০.৫ নম্বর পাবে ।
৩.	সাবলীল পাঠকের ৬টি কৌশল – ৩	প্রাসঙ্গিক উদাহরণসহ ৬টি কৌশলের প্রতিটি ব্যাখ্যা করার জন্য ০.৫ করে মোট ৩ নম্বর পাবেন।
৪.	উপসংহার – ১	উপসংহারে সাবলীল পাঠক সম্পর্কে নিজস্ব মতামত তুলে ধরার জন্য ০.৫ পাবেন।
৫.	শব্দ চয়ন এবং যথাযথ ব্যবহার - ১	বিষয় সংশ্লিষ্ট শব্দ চয়ন এবং যথাযথ ব্যবহার করে উত্তর লেখার জন্য ১ নম্বর পাবেন।
	মোট নম্বর - ০৬	**মোট নম্বর – ০৬**

খ) ১৮০-২০০ শব্দের মধ্যে রচনা লিখুন: মাতৃভাষা দিবস: (পটভূমি, তাৎপর্য, উদযাপন প্রক্রিয়া, উপসংহার)

ক্রমিক নং	**উপশিরোনাম ও নম্বর**	**মূল্যায়ন নির্দেশনা**
১.	পটভূমি – ১	পটভূমি লেখার জন্য ১ নম্বর পাবেন।
২.	তাৎপর্য – ২	তাৎপর্য কী লেখার জন্য ২ নম্বর পাবেন।
৩.	উদযাপন প্রক্রিয়া – ২	কীভাবে উদযাপন করা হয় তা লেখার জন্য ২ নম্বর নম্বর পাবেন।
৪.	উপসংহার – ১	উপসংহারে মাতৃভাষা সম্পর্কে নিজস্ব মতামত তুলে ধরার জন্য ১ নম্বর পাবেন।
৫.	দৈর্ঘ্য - ১	সম্পূর্ণ রচনায় কমপক্ষে ১৮০-২০০টি শব্দ থাকলে ১ নম্বর পাবেন
৬.	প্রাসঙ্গিকতা – ১	উত্তর বিষয় সংশ্লিষ্ট/প্রাসঙ্গিক হলে ১ নম্বর পাবেন ।
৭.	শব্দ চয়ন যথাযথ ব্যবহার - ১	বিষয় সংশ্লিষ্ট শব্দ ব্যবহৃত করে উত্তর লিখিত হলে ১ নম্বর দেয়া যাবে।
৮.	বানান - ১	নূন্যতম ৫টি বানান ভুল লেখার কারনে যদি উত্তরের অর্থ বিকৃতি ঘটে বা প্রসঙ্গিকতার ব্যতয় ঘটে তবে ১ নম্বর কর্তন হবে।
	মোট নম্বর-১০	**মোট নম্বর-১০**

অধিবেশন-৩৫	মূল্যায়নে চেকলিস্ট এর ব্যবহার ও অনুশীলন

শিখনফল

এ অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীবৃন্দ-

ক. বিটিপিটি এর বিভিন্ন কার্যক্রম মূল্যায়নে চেকলিস্টের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
খ. বিটিপিটি এর বিভিন্ন কার্যক্রম মূল্যায়নের ক্ষেত্রে চেকলিস্ট এর ব্যবহার চিহ্নিত করতে পারবেন;
গ. বিটিপিটি এর বিভিন্ন কার্যক্রম মূল্যায়নের জন্য চেকলিস্ট তৈরি করতে পারবেন;
ঘ. বিটিপিটি এর বিভিন্ন কার্যক্রম মূল্যায়নে চেকলিস্টের ব্যবহার কৌশল ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

সময়: ১.৩০ ঘণ্টা

সহায়ক সামগ্রী: তথ্যপত্র, পোস্টার পেপার, মার্কার, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর।

পদ্ধতি ও কৌশল: জোড়ায় কাজ, দলগত কাজ, প্রদর্শন, প্রশ্নোত্তর, আলোচনা ইত্যাদি।

কাজ-ক বিটিপিটি এর বিভিন্ন কার্যক্রম মূল্যায়নে চেকলিস্টের গুরুত্ব **সময়: ২৫ মিনিট**

১. অংশগ্রহণকারীগণকে শুভেচ্ছা জানিয়ে অধিবেশন শুরু করুন। ইন্সট্রাক্টরগণ বিটিপিটি প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে মূল্যায়ন সংক্রান্ত কী কী কাজ করেন তা আলোচনা করে বোর্ডে লিখুন।
২. অংশগ্রহণকারীগণের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করুন- 'চেকলিস্ট কী?'
৩. কয়েকজন অংশগ্রহণকারীর উত্তর শুনুন । সহায়ক তথ্যের আলোকে চেকলিস্টের ধারণা স্পষ্ট করুন।
৪. 'বিটিপিটি প্রশিক্ষণার্থীদের বিভিন্ন কার্যক্রম মূল্যায়নে চেকলিস্ট ব্যবহার করলে কী সুবিধা হবে?'- প্রশ্নটি করবেন। অংশগ্রহণকারীগণের নিকট থেকে প্রাপ্ত উত্তর বোর্ডে লিখুন। সহায়ক তথ্যের আলোকে আলোচনার মাধ্যমে বিটিপিটি এর বিভিন্ন কার্যক্রম মূল্যায়নে চেকলিস্টের গুরুত্ব বুঝতে সহায়তা করুন।

কাজ খ: বিটিপিটি এর বিভিন্ন কার্যক্রম মূল্যায়নে চেকলিস্ট ব্যবহারের ক্ষেত্র চিহ্নিতকরণ **সময়: ১৫ মিনিট**

১. অংশগ্রহণকারীগণকে ৫ টি দলে ভাগ করে প্রতি দলে বিটিপিটি মূল্যায়ন নির্দেশিকা ২০২৫ সরবরাহ করুন। দলে পোস্টার পেপার, মার্কার সরবরাহ করবেন। দলে আলোচনা করে চেকলিস্‌ট ব্যবহার করে মূল্যায়নের ক্ষেত্র চিহ্নিত করে পোস্টার পেপারে লিখতে বলুন।
২. দৈবচয়নের মাধ্যমে যেকোনো একটি দলের কাজ সকলের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করতে দিন। অন্যান্য দলকে তাদের কাজ মিলিয়ে নিতে বলুন। অন্যান্য দলের ভিন্নরকম ক্ষেত্র থাকলে তাও উপস্থাপন করতে দিন এবং তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করুন। যৌক্তিক আলোচনার সুযোগ দিয়ে তালিকা চূড়ান্ত করুন।

কাজ গ: বিটিপিটি এর বিভিন্ন কার্যক্রম মূল্যায়নের জন্য চেকলিস্ট তৈরি **সময়: ৩০ মিনিট**

১. অংশগ্রহণকারীদের পূর্বের দলে কাজ করতে বলুন। প্রত্যেক দলকে পূর্বে তৈরি করা তালিকা থেকে ১টি করে ক্ষেত্র বিভাজন করে দিন এবং মূল্যায়ন চেকলিস্ট তৈরি করতে বলুন। প্রয়োজনে সহায়ক তথ্যের পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট মাল্টিমিডিয়ায় উপস্থাপন ও আলোচনা করে এ সম্পর্কে তাদের ধারণা সুস্পষ্ট করুন। চেকলিস্ট প্রণয়নের জন্য ১৫ মিনিট সময় নির্ধারণ করে দিন। দলের কাজ ঘুরে ঘুরে পর্যবেক্ষণ করুন এবং প্রয়োজনে সহায়তা করুন।
২. দলের কাজ মার্কেট প্লেসে উপস্থাপন করতে দিন। প্রত্যেক দলে একজন প্রতিনিধি রেখে বাকি সবাইকে ভিন্ন দলের কাজ ঘুরে ঘুরে পর্যবেক্ষণ করতে বলুন এবং প্রশ্ন বা অসঙ্গতি থাকলে তা নোট করতে বলুন।
৩. পর্যবেক্ষণ শেষে তৈরিকৃত প্রত্যেকটি চেকলিস্ট নিয়ে আলোচনা করুন এবং সবার সম্মতিতে তা চূড়ান্ত করুন।
৪. সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে পরবর্তী কাজের সূচনা করুন।

কাজ ঘ: বিটিপিটি এর বিভিন্ন কার্যক্রম মূল্যায়নে চেকলিস্টের ব্যবহার কৌশল **সময়: ১৫ মিনিট**

১. প্রণয়নকৃত চেকলিস্টের কার্যকর ব্যবহারের জন্য কী করুন তা চিন্তা করে নোট করতে বলুন।
২. পাশাপাশি বসা দুইজনকে জোড়ায় আলোচনা করে একটি কৌশল নির্ধারণ করতে বলুন।
৩. প্রত্যেক জোড়ার মতামত সকলের উদ্দেশ্যে বলতে দিন।
৪. আলোচনার মাধ্যমে চেকলিস্ট ব্যবহার করে বিটিপিটি এর বিভিন্ন কার্যক্রম মূল্যায়নের কৌশল সম্পর্কে সকলের ধারণা সুস্পষ্ট করুন।

অধিবেশনের সারসংক্ষেপ **সময়: ০৫ মিনিট**

১. অধিবেশন থেকে অংশগ্রহণকারীগণ মূল্যায়নের ক্ষেত্রে চেকলিস্ট ব্যবহারের গুরুত্ব সম্পর্কে কী জানতে পেরেছে তা কয়েকজনকে জিজ্ঞাসা করুন।
২. সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশন শেষ করুন।

চেকলিস্ট

চেকলিস্ট হলো কোনো কাজ সম্পাদনের আবশ্যকীয় উপাদানগুলো বা প্রয়োজনীয় দক্ষতা উপস্থিত আছে কিনা তা যাচাই করার একটি সরল তালিকা। একটি বিশেষ গুণ বা দক্ষতা পরিমাপের ক্ষেত্রে চেকলিস্ট খুবই প্রয়োজন। এক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণ প্রয়োজন হয়। পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে চেকলিস্ট পূরণ করা হয়। এক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট সময় ধরে একটি বিশেষ গুণ বা বৈশিষ্ট্য পর্যবেক্ষণ করা হয়।

চেকলিস্টের সুবিধা

১. ব্যবহার করা সহজ।
২. বিশেষ গুণের তথ্য প্রদান করে।
৩. কাজের ত্রুটি কমাতে সহায়তা করে।
৪. কাজ সম্পাদনে সম্পূর্ণতা অর্জনে সহায়তা করে।
৫. একজন শিক্ষার্থী/প্রশিক্ষণার্থী কীভাবে শিখছে, কতটুকু শিখছে তা জানা যায়।

পাঠ পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট (নমুনা)

পর্যবেক্ষণের তারিখ: বিষয়: শ্রেণি:
পাঠের শিরোনাম:

ক্রমিক	নির্দেশক	হ্যাঁ	না
১	পাঠের শুরুতে শিশুদের আবেগ সৃষ্টি করা হয়েছিল কি?		
২	পিটিআই শিক্ষার্থী পাঠকে শিশুদের জীবন অভিজ্ঞতার সাথে সম্পৃক্ত করেছেন কি?		
৩	পাঠের শিখনফল অর্জিত হয়েছে বলে মনে করেন কি?		
৪	পাঠ পরিকল্পনায় সকল শিক্ষার্থীর শিখন নিশ্চিত করার বিষয়টি প্রতিফলিত হয়েছে কি?		
৫	বাস্তবভিত্তিক কাজ ছিল কি?		
৬	ব্যবহৃত শিক্ষা উপকরণ পাঠ উপযোগী ছিল কি?		
৭	তিনি ক্লাসে প্রশ্ন করেছেন কি?		
৮	শিক্ষার্থীদের চিন্তামূলক/সৃজনশীল প্রশ্ন করা হয়েছিল কি?		
৯	দলগত কাজ দিয়েছেন কি?		
১০	দলগত কাজের সময় শিশুরা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে অংশগ্রহণ করেছে কি?		

পর্যবেক্ষকের স্বাক্ষর ও সীল

ঘ. চেকলিস্ট ব্যবহার কৌশল:

১. মূল্যায়নের পূর্বেই চেকলিস্টের সূচকগুলো সম্পর্কে ভালোভাবে জেনে নেওয়া।
২. মূল্যায়নের পূর্বেই সূচকগুলো সম্পর্কে প্রশিক্ষণার্থীদের অবহিত করা।
৩. যাকে মূল্যায়ন করা হবে তার কাজে কোনো বিঘ্ন সৃষ্টি না করা।
৪. এটি ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিশেষ মনোযোগী ও আন্তরিক হওয়া।

অধিবেশন-৩৬	**মূল্যায়নে রেটিং স্কেল এর ব্যবহার ও অনুশীলন**

শিখনফল: এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

ক. বিটিপিটি এর বিভিন্ন কার্যক্রম মূল্যায়নে রেটিং স্কেল ব্যবহারের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
খ. বিটিপিটি এর বিভিন্ন কার্যক্রম মূল্যায়নের ক্ষেত্রে রেটিং স্কেল এর ব্যবহার চিহ্নিত করতে পারবেন;
গ. বিটিপিটি এর বিভিন্ন কার্যক্রম মূল্যায়নের জন্য রেটিং স্কেল প্রণয়ন করতে পারবেন;
ঘ. বিটিপিটি এর বিভিন্ন কার্যক্রম মূল্যায়নে রেটিং স্কেল ব্যবহার কৌশল ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

সময়: ১.৩০ ঘন্টা

উপকরণ: কর্মপত্র, তথ্যপত্র, মাল্টিমিডিয়া, ফ্লিপচার্ট, পোস্টার পেপার, মার্কার।

পদ্ধতি ও কৌশল: মিথস্ক্রিয়া, প্রদর্শন, প্রশ্নোত্তোর আলোচনা, মার্কেট প্লেস, প্লেনারি আলোচনা □□□□□□□□।

কার্যাবলির বিবরণ

কাজ-ক বিটিপিটি এর বিভিন্ন কার্যক্রম মূল্যায়নে রেটিং স্কেলের গুরুত্ব **সময়: ২০ মিনিট**

১. বিটিপিটি এর বিভিন্ন কার্যক্রম যথাযথভাবে সম্পন্ন করার জন্য মূল্যায়ন নির্দেশনা অনুযায়ী কী কী করেন, তা জিজ্ঞাসা করুন। অংশগ্রহণকারীগণের উত্তর বোর্ডে লিখবেন। এক্ষেত্রে তারা কী কী সমস্যার সম্মুখীন হন তা বলতে দিবেন।

২. অংশগ্রহণকারীগণের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করুন- রেটিং স্কেল কী? রেটিং স্কেল কী কী ধরনের হতে পারে? অংশগ্রহণকারীগণের উত্তর বোর্ডে/ফ্লিপচার্টে লিখুন। সহায়ক তথ্যের আলোকে রেটিং স্কেলের ধারণা ও ধরন আলোচনা করুন।

৩. বিটিপিটি এর বিভিন্ন কার্যক্রম মূল্যায়নের জন্য রেটিং স্কেল ব্যবহার করলে কী সুবিধা হবে? সহায়ক তথ্যের আলোকে বিটিপিটি এর বিভিন্ন কার্যক্রম মূল্যায়নে রেটিং স্কেল এর গুরুত্ব বুঝতে সহায়তা করুন।

কাজ-খ বিটিপিটি এর বিভিন্ন কার্যক্রম মূল্যায়নে রেটিং স্কেল ব্যবহারের ক্ষেত্র **সময়:২০ মিনিট**

১. পূর্বের অধিবেশনে তৈরি করা বিটিপিটি প্রশিক্ষণের বিভিন্ন কার্যক্রমের তালিকা দেখতে বলবেন। প্রয়োজনে পূর্বে তৈরি করা চূড়ান্ত তালিকা বোর্ডে প্রদর্শন করুন।

২. অংশগ্রহণকারীদের ০৫ টি দলে ভাগ করুন। **প্রত্যেক দলে 'বিটিপিটি মূল্যায়ন নির্দেশিকা ২০২৫' সরবরাহ করুন।**

৩. পূর্বের তালিকা অনুযায়ী দলে আলোচনার মাধ্যমে রেটিং স্কেল ব্যবহার করে মূল্যায়নের ক্ষেত্র চিহ্নিত করে পোস্টার পেপারে লিখতে বলুন। দলে পোস্টার পেপার, মার্কার সরবরাহ করবেন। এজন্য ১০ মিনিট সময় নির্ধারণ করে দিন।

৪. দৈবচয়নের মাধ্যমে যেকোনো একটি দলের কাজ সকলের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করতে দিন। অন্যান্য দলকে তাদের কাজ মিলিয়ে নিতে বলুন। অন্যান্য দলের ভিন্ন রকম ক্ষেত্র থাকলে তাও উপস্থাপন করতে দিন এবং তালিকায় অন্তর্ভূক্ত করুন। যৌক্তিক আলোচনার সুযোগ দিয়ে তালিকা চূড়ান্ত করুন।

কাজ-গ বিটিপিটি এর বিভিন্ন কার্যক্রম মূল্যায়নের জন্য রেটিং স্কেল প্রণয়ন সময়: ৩৫মিনিট

১. সহায়ক তথ্য থেকে যেকোনো একটি কার্যক্রম মূল্যায়নের জন্য নমুনা রেটিং স্কেল মাল্টিমিডিয়ায় উপস্থাপন করে রেটিং স্কেল প্রণয়ন সম্পর্কে সকলের ধারণা সুস্পষ্ট করুন।
২. অংশগ্রহণকারীদের পূর্বের দলে কাজ করতে বলুন। প্রত্যেক দলকে পূর্বে তৈরি করা তালিকা থেকে ২টি করে ক্ষেত্র বিভাজন করে দিন এবং মূল্যায়নের জন্য রেটিং স্কেল তৈরি করতে বলুন। এর জন্য ২০ মিনিট সময় নির্ধারণ করে দিন। দলের কাজ ঘুরে ঘুরে পর্যবেক্ষণ করুন এবং প্রয়োজনে সহায়তা করুন।
৩. দলের কাজ মার্কেট প্লেসে উপস্থাপন করতে দিন। প্রত্যেক দলে একজন প্রতিনিধি রেখে বাকি সবাইকে ভিন্ন দলের কাজ ঘুরে ঘুরে পর্যবেক্ষণ করতে বলুন এবং প্রশ্ন বা অসঙ্গতি থাকলে তা নোট করতে বলুন।
৪. পর্যবেক্ষণ শেষে সবাইকে নিয়ে তৈরিকৃত প্রত্যেকটি রেটিং স্কেল নিয়ে আলোচনা করুন এবং সবার সম্মতিতে তা চূড়ান্ত করুন।
৫. সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে পরবর্তী কাজের সূচনা করুন।

কাজ ঘ: বিটিপিটি এর বিভিন্ন কার্যক্রম মূল্যায়নে রেটিং স্কেলের ব্যবহার কৌশল সময়: ১০ মিনিট

১. প্রণয়নকৃত রেটিং স্কেলের কার্যকর ব্যবহারের জন্য কী করবেন তা চিন্তা করে নোট করতে বলুন।
২. পাশাপাশি বসা দুইজনকে জোড়ায় আলোচনা করে একটি কৌশল নির্ধারণ করতে বলুন।
৩. জোড়ার মতামত সকলের উদ্দেশ্যে বলতে দিন।
৪. রেটিং স্কেলের মাধ্যমে বিটিপিটি এর বিভিন্ন কার্যক্রম মূল্যায়নের কৌশল সম্পর্কে সকলের ধারণা স্পষ্ট করুন।

অধিবেশনের সারসংক্ষেপ সময়: ০৫ মিনিট

১. অধিবেশন থেকে অংশগ্রহণকারীদের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে রেটিং স্কেলের ব্যবহারের গুরুত্ব সম্পর্কে কী জানতে পেরেছে তা দু-একজনকে জিজ্ঞাসা করুন।
২. দৈবচয়নে দু-একজন অংশগ্রহণকারীদেরকে রেটিং স্কেল ব্যবহারের কয়েকটি কৌশল জিজ্ঞাসা করুন;
৩. সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশন শেষ করুন।

অধিবেশন-৩৭	মূল্যায়নে রুব্রিক্সের এর ব্যবহার ও অনুশীলন

শিখনফল: এই অধিবেশন শেষে-

ক. ধারাবাহিক মূল্যায়নে রুব্রিক্সের ধারণা ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন;

খ. রুব্রিক্সের প্রকারভেদ র্বণনা করতে পারবেন;

গ. মূল্যায়নে রুব্রিক্সের ব্যবহার কৌশল ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

পদ্ধতি ও কৌশল: জোড়ায় কাজ, দলগত কাজ, প্রশ্নোত্তর , প্রদর্শন, আলোচনা ইত্যাদি।

উপকরণ: পোস্টার পেপার, পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইড, তথ্যপত্র ও অন্যান্য।

কার্যাবলির বিবরণ

কাজ-ক: মূল্যায়নে রুব্রিক্সের ধারণা ও গুরুত্ব **২০ মিনিট**

১. অংশগ্রহণকারীদেরকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করুন। বোর্ডে রুব্রিক্স শব্দটি লিখুন। জিজ্ঞাসা করুন রুব্রিক্স সম্পর্কে তারা কী জানেন। অংশগ্রহণকারীদেরকে স্বাধীনভাবে মতামত দিতে বলুন। সহায়ক তথ্যের আলোকে নমুনা ছকসহ রুব্রিকের ধারণা প্রদান করুন।
২. অংশগ্রহণকারীদেরকে প্রশ্ন করুন মূল্যায়নে রুব্রিক্স কেন গুরুত্বর্পূণ। তাদের উত্তরগুলো বোর্ডে লিখুন এবং সহায়ক তথ্যের আলোকে রুব্রিক্সের গুরুত্ব স্পষ্ট করুন।

কাজ-খ রুব্রিক্সের প্রকারভেদ **২০ মিনিট**

১. অংশগ্রহণকারীদেরকে সহায়ক তথ্যের আলোকে রুব্রিক্সগুলো পড়তে বলুন। জোড়ায় আলোচনার মাধ্যমে রুব্রিক্সগুলো কোনটি কী ধরনের নির্ধারণ করতে বলুন।
২. কোন রুব্রিক্সটি কোন ধরনের মূল্যায়নের জন্য ব্যবহার করা যায় তা জোড়ায় আলোচনা করে উপস্থাপন করতে বলুন। কয়েকজনের আলোচনা শুনে শিখন দৃঢ় করুন।

কাজ-গ রুব্রিক্সের ব্যবহার **৪৫ মিনিট**

১. অংশগ্রণকারীদেরকে বলুন একটি কবিতা আবৃত্তি করা হবে এবং তাঁরা সেটি শুনে আবৃত্তিকারীকে একটি চেকলিস্টের মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন। মূল্যায়নের জন্যে অংশগ্রহণকারীদেরকে চেকলিস্ট ও রুব্রিক্স সরবরাহ করে ভালোভাবে পড়ে নিতে এক মিনিট সময় দিন। এই চেকলিস্ট ও রুব্রিক্স অনুযায়ী মূল্যায়নের কাজটি সম্পন্ন করতে বলুন।
২. অংশগ্রহণকারীবৃন্দের মধ্যে কাউকে মনোনীত করে তাঁকে সামনে এসে কবিতাটি আবৃত্তি করতে বলুন। অংশগ্রহণকারীবৃন্দকে চেকলিস্ট ও রুব্রিক্স ব্যবহার করে তাঁকে মূল্যায়ন করতে বলুন।

সংকল্প

কাজী নজরুল ইসলাম

থাকব নাকো বদ্ধ ঘরে
দেখব এবার জগৎটাকে,-
কেমন করে ঘুরছে মানুষ
যুগান্তরের ঘুর্ণিপাকে।
দেশ হতে দেশ দেশান্তরে
ছুটছে তারা কেমন করে,
কিসের নেশায় কেমন করে
মরছে যে বীর লাখে লাখে,
কিসের আশায় করছে তারা
বরণ মরণ-যন্ত্রণাকে।।

হাউই চড়ে চায় যেতে কে
চন্দ্রলোকের অচিনপুরে;
শুনব আমি, ইঙ্গিত কোন্
মঙ্গল হতে আসছে উড়ে।।
পাতাল ফেড়ে নামব নিচে
উঠবো আবার আকাশ ফুঁড়ে;
বিশ্ব-জগৎ দেখব আমি
আপন হাতের মুঠোয় পুরে।।

চেকলিস্ট

ক্রম	মানদন্ড	হ্যাঁ	না
১	কবিতার লাইনগুলো ঠিকভাবে আবৃত্তি করতে পেরেছে		
২	অধিকাংশ শব্দের উচ্চারণ সঠিক ছিলো		
৩	স্বরের উঠানামা (Intonation) যথাযথ ছিল		
৪	স্বরাঘাত (stress) ঠিক মতো দিতে পেরেছে		
৫	বিরামচিহ্ন মেনে আবৃত্তি করতে পেরেছে		

৩. সহায়ক তথ্যের আলোকে চেকলিস্ট ব্যবহার করে মূল্যায়ন করতে বলুন। উন্মুক্ত প্লেনারিতে অংশগ্রহণকারীদের কাছ থেকে তাঁদের মূল্যায়নের ফলাফল জেনে নিন।

রুব্রিক্স-১ (হোলিস্টিক রুব্রিক্স)

স্তর	**বর্ণনা**
৪ (উত্তম)	শিক্ষার্থী আত্মবিশ্বাসের সাথে আবৃতি করে, উপযুক্ত ভঙ্গিমা, উচ্চারণ ও আবেগ প্রকাশ করে। কণ্ঠস্বর স্পষ্ট, ছন্দ ও তালের যথাযথ মেলবন্ধন রয়েছে। শ্রোতাদের মনোযোগ ধরে রাখতে সক্ষম।
৩ (ভালো)	শিক্ষার্থী আত্মবিশ্বাসী, মাঝে মাঝে সামান্য জড়তা বা উচ্চারণ সমস্যা থাকতে পারে। আবৃত্তিতে ছন্দ ও আবেগ মোটামুটি বজায় থাকে। শ্রোতারা মোটামুটি আগ্রহ ধরে রাখতে পারে।
২ (মধ্যম)	আবৃত্তিতে আত্মবিশ্বাসের অভাব, উচ্চারণে অস্পষ্টতা রয়েছে। ছন্দ ও আবেগ অনুপস্থিত বা দুর্বল। শ্রোতাদের মনোযোগ ধরে রাখতে সমস্যা হয়।
১ (দুর্বল)	শিক্ষার্থী খুব অনিশ্চিত, কণ্ঠস্বর অস্পষ্ট ও আবেগহীন। ছন্দ, তাল ও উপস্থাপনা অনুপস্থিত। শ্রোতারা আগ্রহ হারায়

রুব্রিক্স-২ (এনালাইটিক্যাল রব্রিক্স)

মানদন্ড	**৫ = উৎকৃষ্ট**	**৪ = ভাল**	**৩ = মধ্যম**	**২ = দুর্বল**	**১ = খুব দুর্বল**
উচ্চারণ ও শুদ্ধতা	সম্পূর্ণ শুদ্ধ ও স্পষ্ট উচ্চারণ	সামান্য ভুল, কিন্তু অর্থ বুঝতে সমস্যা হয়নি	কয়েকটি ভুল রয়েছে, বুঝতে কিছুটা অসুবিধা	অনেক ভুল রয়েছে, বোঝা কষ্টকর	স্পষ্ট নয়, ভুলে ভরা
তাল ও ছন্দ	চমৎকার তাল ও ছন্দ বজায় রেখেছে	মোটামুটি তাল ঠিক ছিল	কিছু ছন্দ ও তালের বিচ্যুতি রয়েছে	তাল বা ছন্দ প্রায় অনুপস্থিত	কোন তাল বা ছন্দ নেই
আবেগ ও ভাবপ্রকাশ	সুন্দরভাবে আবেগ প্রকাশ করেছে	আবেগ প্রকাশ মোটামুটি ছিল	কিছু আবেগ প্রকাশ পেয়েছে	আবেগ প্রকাশ দুর্বল ছিল	একদম আবেগহীন ছিল

মঞ্চ উপস্থিতি আত্মবিশ্বাসী	দৃষ্টি যোগাযোগ ও অঙ্গভঙ্গি চমৎকার	ভালো মঞ্চ উপস্থিতি,	সামান্য সংশয় কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ততা দেখা	আত্মবিশ্বাসের ঘাটতি ছিল	খুবই দ্বিধাগ্রস্ত ও অনমনীয়
মোট মুখস্থ ও স্মরণশক্তি	পুরো কবিতা নির্ভুলভাবে মুখস্থ	১-২টি লাইন ভুল বা বাদ পড়েছে	মাঝেমধ্যে থেমেছে বা ভুল করেছে	বারবার থেমেছে বা সাহায্য নিয়েছে	পুরোপুরি নির্ভর করেছে সাহায্যের উপর

৪. সহায়ক তথ্যের আলোকে রুব্রিক্স ব্যবহার করে মূল্যায়ন করতে বলুন। উন্মুক্ত প্লেনারিতে অংশগ্রহণকারীদের কাছ থেকে তাঁদের মূল্যায়নের ফলাফল জেনে নিন।

৫. এবার অংশগ্রহণকারীকে কবিতা থেকে কিছু প্রশ্ন সরবরাহ করুন।

প্রশ্ন

ক) তাঁরা কোথায় ছুটছে?

খ) কবিতায় কে বদ্ধ ঘরে থাকতে চায় না?

গ) কিসের নেশায় লাখো লাখো বীর মরছে?

ঘ) কবিতায় কবি কী কী সংকল্প করেছেন?

ঙ) কবিতা পড়ে তোমার তিনটি সংকল্প লিখ ।

৬. এবার ৫/৬ টি দল গঠন করুন। প্রত্যেক দলে উপরিল্লিখিত প্রশ্নগলো সরবরাহ করুন। তাদেরকে দলে আলোচনা করে প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখতে বলুন।

৭. প্রত্যেকে দলে প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখবে এবং তাদের উত্তরগুলো পাশাপাশি দলগুলোর মধ্যে শেয়ার করতে বলুন। এবার দলে রুব্রিক্স ছাড়া মুল্যায়ন করতে বলুন এবং সহায়ক তথ্যের আলোকে অংশগ্রহণকারীগণকে রুব্রিক্স সরবরাহ করুন ও রুব্রিক্স অনুসারে মুল্যায়ন করতে বলুন । প্রত্যকে দলে উপস্থাপন করতে বলুন। মূল্যায়নে রুব্রিক্স এর গুরুত্ব অনুধাবনের মাধ্যমে কিভাবে মুল্যায়ন করতে হয় তা আলোচনার করে ধারণা স্পস্ট করুন।

রুব্রিক্স

ক্রম	মানদণ্ড	নির্দেশক	স্কোর
১	প্রশ্নের উত্তর	পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর সঠিক হয়েছে	৫
		অন্তত তিনটি প্রশ্নের উত্তর সঠিক হয়েছে	৩
		অন্তত দুটি প্রশ্নের উত্তর সঠিক হয়েছে	২
২	বানান	কোনো বানান ভুল যায়নি	৫
		দুই একটি বানান ভুল হয়েছে	৪
		অনেক বানান ভুল	৩
		বেশিরভাগ বানানই ভুল	২

অধিবেশনের সারসংক্ষেপ **সময়: ০৫ মিনিট**

১. অধিবেশন শেষে দৈবচয়ন পদ্ধতিতে ২/১ জন অংশগ্রহণকারিকে রুব্রিক্সের প্রকারভেদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করুন এবং চেকলিস্ট ও রুব্রিক্স এর ২ টি পার্থক্য বলতে বলুন।

২. সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশন শেষ করুন।

সহায়ক তথ্য	অধিবেশন-৩৮: মূল্যায়নে রুব্রিক্স এর ব্যবহার ও অনুশীলন

রুব্রিক্স (Rubrics) হলো একটি মূল্যায়ন টুলস বা নির্দেশিকা/গাইড, যা দিয়ে কোনো কাজ বা পারদর্শিতা মূল্যায়ন করা হয়। সহজভাবে বললে, রুব্রিক্স হলো এমন এক ধরনের টেবিল বা তালিকা, যেখানে স্পষ্ট করে বলা থাকে:

- কী কী দিক দেখে মূল্যায়ন করা হবে (যেমন: ভাষার ব্যবহার, বিষয়বস্তুর গভীরতা, সৃজনশীলতা ইত্যাদি),
- প্রতিটি দিকের মাত্রা কী হবে (যেমন: খুব ভালো, ভালো, মাঝারি, দুর্বল অথবা বর্ণনামূলকও হতে পারে),
- কীভাবে নম্বর বা গ্রেড দেয়া হবে।

রুবিক্সের মাধ্যমে শিক্ষার্থী বা অংশগ্রহণকারী বুঝতে পারে তাদের কাজ কেমন মানের হচ্ছে এবং শিক্ষক বা মূল্যায়নকারীও খুব সুস্পষ্ট ও নিরপেক্ষভাবে নম্বর বা ফিডব্যাক দিতে পারেন।

রুব্রিক্সের গুরুত্ব:

১. রুব্রিক্স ব্যবহারের মাধ্যমে মূল্যায়নকে নৈর্ব্যক্তিক বা অবজেকটিভ করা সম্ভব।
২. এর মাধ্যমে ধারণাগত মূল্যায়ন পরিহার করা যায়।
৩. এটি ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষক আগে থেকেই জানেন যে তিনি কী মূল্যায়ন করছেন।
৪. চেকলিস্ট ব্যবহার করে কাঙ্খিত উত্তরটি আছে কিনা সেটি দেখা যায়। অন্যদিকে রুব্রক্সি ব্যবহার করে কোন একটি উত্তর কী মাত্রায় আছে সেটি নিরুপণ করা সম্ভব।
৫. মূল্যায়ন নির্ভরযোগ্য করার জন্য ব্যবহার করা হয়।
৬. বিভিন্ন মূল্যায়নকারীর যাচাই প্রক্রিয়া প্রায় একই রকম হয়।
৭. নির্দিষ্ট দক্ষতা মূল্যায়ন করা যায়।
৮. শিক্ষকের জন্য মূল্যায়নের দিক নির্দেশনা প্রদান করে।
৯. গ্রেড প্রদানের কাজ সহজ ও দ্রুত করতে সহায়তা করে।
১০. বিস্তারিত ও গঠনমূলক ফলাবর্তন প্রদানে সহায়তা করে।

খ। **রুবিক্সের প্রকারভেদ**

ক। সামগ্রিক (Holistical)

হোলিস্টিক স্কেল: এই স্কেলে একটি মূল্যায়ন ক্ষেত্রকে সামগ্রিকভাবে মূল্যায়ন করা হয়। তবে এধরনের মূল্যায়নে একাধিক বিষয় একটি বান্ডেলে থাকার কারণে ঐ বান্ডেলের একটি অনুপস্থিত থাকলে নম্বর প্রদানের ক্ষেত্রে কী হবে সেটি নিয়ে বিভ্রান্তি তৈরি হয়। এতে করে নম্বরের মূল্যায়নের বিশ্বস্ততা নষ্ট হবার সম্ভাবনা থাকে

খ) বিশ্লেষণধর্মী (Analitical)

এনালিটিক্যাল স্কেল: মূল্যায়নের বিষয়টিকে কয়েকটি মানদণ্ডে ভাগ করে প্রতিটি মানদণ্ডে পারদর্শিতার মাত্রা নির্ধারণ করা হয়। এতে মার্কিং বা নম্বর প্রদান করা সহজতর এবং মূল্যায়নের বিশ্বস্ততা অটুট থাকে।

রুব্রিক্স-১ (হোলিস্টিক রুব্রিক্স)

স্তর	বর্ণনা

৪ (উত্তম)	শিক্ষার্থী আত্মবিশ্বাসের সাথে আবৃতি করে, উপযুক্ত ভঙ্গিমা, উচ্চারণ ও আবেগ প্রকাশ করে। কণ্ঠস্বর স্পষ্ট, ছন্দ ও তালের যথাযথ মেলবন্ধন রয়েছে। শ্রোতাদের মনোযোগ ধরে রাখতে সক্ষম।
৩ (ভালো)	শিক্ষার্থী আত্মবিশ্বাসী, মাঝে মাঝে সামান্য জড়তা বা উচ্চারণ সমস্যা থাকতে পারে। আবৃত্তিতে ছন্দ ও আবেগ মোটামুটি বজায় থাকে। শ্রোতারা মোটামুটি আগ্রহ ধরে রাখতে পারে।
২ (মধ্যম)	আবৃত্তিতে আত্মবিশ্বাসের কিছুটা অভাব, উচ্চারণে অস্পষ্টতা রয়েছে। ছন্দ ও আবেগ অনুপস্থিত বা দুর্বল। শ্রোতাদের মনোযোগ ধরে রাখতে সমস্যা হয়।
১ (দুর্বল)	শিক্ষার্থী খুব অনিশ্চিত, কণ্ঠস্বর অস্পষ্ট ও আবেগহীন। ছন্দ, তাল ও উপস্থাপনা অনুপস্থিত। শ্রোতারা আগ্রহ হারায়

রুব্রিক্স-২ (এনালাইটিক্যাল রব্রিক্স)

মানদন্ড	**৫ = উৎকৃষ্ট**	**৪ = ভাল**	**৩ = মধ্যম**	**২ = দুর্বল**	**১ = খুব দুর্বল**
উচ্চারণ ও শুদ্ধতা	সম্পূর্ণ শুদ্ধ ও স্পষ্ট উচ্চারণ	সামান্য ভুল, কিন্তু অর্থ বুঝতে সমস্যা হয়নি	কয়েকটি ভুল রয়েছে, বুঝতে কিছুটা অসুবিধা	অনেক ভুল রয়েছে, বোঝা কষ্টকর	স্পষ্ট নয়, ভুলে ভরা
তাল ও ছন্দ	চমৎকার তাল ও ছন্দ বজায় রেখেছে	মোটামুটি তাল ঠিক ছিল	কিছু ছন্দ ও তালের বিচ্যুতি রয়েছে	তাল বা ছন্দ প্রায় অনুপস্থিত	কোন তাল বা ছন্দ নেই
আবেগ ও ভাবপ্রকাশ	সুন্দরভাবে আবেগ প্রকাশ করেছে	আবেগ প্রকাশ মোটামুটি ছিল	কিছু আবেগ প্রকাশ পেয়েছে	আবেগ প্রকাশ দুর্বল ছিল	একদম আবেগহীন ছিল
মঞ্চ উপস্থিতি আত্মবিশ্বাসী	দৃষ্টি যোগাযোগ ও অঙ্গভঙ্গি	ভালো মঞ্চ উপস্থিতি,	সামান্য সংশয় কিছুটা	আত্মবিশ্বাসের ঘাটতি ছিল	খুবই দ্বিধাগ্রস্ত ও অনমনীয়

	চমৎকার		দ্বিধাগ্রস্ততা দেখা		
মোট মুখস্থ ও স্মরণশক্তি	পুরো কবিতা নির্ভুলভাবে মুখস্থ	১-২টি লাইন ভুল বা বাদ পড়েছে	মাঝেমধ্যে থেমেছে বা ভুল করেছে	বারবার থেমেছে বা সাহায্য নিয়েছে	পুরোপুরি নির্ভর করেছে সাহায্যের উপর

রুব্রিক্স -৩; **সামগ্রিক (Holistical)**

৪	**চমৎকার:** ধারণা স্পষ্ট, গোছানো এবং সুসঙ্গত, বাক্য গঠন বৈচিত্রময়, সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকলেও সেগুলো বোধগম্যতার জন্য বাধা সৃষ্ঠি করেনি; শব্দভান্ডার বৈচিত্রময়।
৩	**ভালো:** বোঝা যায়; ধারণা বেশ গোছানো এবং সুসঙ্গত; বাক্য গঠনে বেশ ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকলেও সেগুলি বোধগম্যতার জন্য বাধা সৃষ্ঠি করেনি; শব্দভান্ডার সীমিত।
২	**গ্রহণযোগ্য:** মোটামুটি বোঝা যায়; ধারণা সুসঙ্গত নয়; মৌলিক ব্যকরণ জানা থাকলেও পরিসর সীমিত এবং বেশ কিছু জায়গায় বড়সড় ত্রুটি আছে যার জন্য বুঝতে কষ্ট হয়: শব্দভান্ডার অত্যন্ত সীমিত।
১	**দূর্বল:** কষ্ট করে বুঝতে হয়; ধারণা অস্পষ্ট ও অসমন্বিত, বাক্য গঠনে প্রচুর ত্রুটি আছে যার জন্য প্রায়ই বুঝতে কষ্ট হয়: শব্দভান্ডার অত্যন্ত দূর্বল।

রুব্রিক্স -৪; **বিশ্লেষণধর্মী (Analitical)**

যোগাযোগ/communication

৫ = শিক্ষার্থীকে যতটুকু সময় দেয়া হয়েছিলো সেটুকু সময় সে সাবলীলভাবে কথা বলেছে।
৪ = শিক্ষার্থীকে যতটুকু সময় দেয়া হয়েছিলো তার প্রায় সবটা সময় সে সাবলীলভাবে কথা বলেছে। তবে কয়েকবার কথা হারিয়ে ফেলেছে এবং আগের পয়েন্ট ভুলে গিয়ে নতুন পয়েন্ট এসেছে।
৩ = শিক্ষার্থীকে যতটুকু সময় দেয়া হয়েছিলো সেটুকুর প্রায় অর্ধেকটা সময় সে মোটামুটি সাবলীলভাবে কথা বলেছে। তবে মাঝে মাঝে কথা হারিয়ে ফেলেছে এবং আগের পয়েন্ট ভুলে গিয়ে নতুন পয়েন্ট এসেছে।
২ = শিক্ষার্থীর সাবলীলভাবে কথা বলতে সমস্যা হয়েছে। প্রায়ই সে কথা হারিয়ে ফেলেছে এবং বেশ কয়েকবার বাক্য শেষ করতে পারেনি।
১ = শিক্ষার্থীর সাবলীলভাবে কথা বলতে প্রচুর সমস্যা হয়। তার কথা কষ্ট করে বুঝতে হয়েছে।

যথার্থতা/accurecy

৫ = বাক্য গঠন নির্ভুল।

৪ = বাক্য গঠনে দু-একবার ভুল হয়েছে।

৩ = বাক্য গঠনে প্রায়ই ভুল হয়েছে।

২ = অধিকাংশ বাক্য গঠনে ভুল ছিলো।

১ = সামান্য কয়েকটি বাক্য ব্যতীত সকল বাক্যই ভুল ছিলো।

উচ্চারণ/pronunciation

৫ = সঠিক স্বরাঘাতসহ নির্ভুল উচ্চারণ।

৪ = সঠিক স্বরাঘাতসহ প্রায় নির্ভুল উচ্চারণ।

৩ = উচ্চারণ স্পষ্ট এবং বুঝতে বেশী কষ্ট পেতে হয়না

২ = উচ্চারণ আঞ্চলিকতা দোষে দুষ্ট।

১ = উচ্চারণ বুঝতে পারা কষ্টকর।

শব্দের ব্যবহার/vocabulary

৫ = শব্দ ব্যবহার বৈচিত্রময় এবং যথার্থ।

৪ = শব্দ ব্যবহার সন্তোষজনকভাবে বৈচিত্রময় এবং যথার্থ।

৩ = শব্দ ব্যবহার মোটামুটি বৈচিত্রময় তবে দু'চার জায়গায় শব্দের ব্যবহার ত্রুটিময়।

২ = শব্দ ব্যবহারে বৈচিত্রতা সীমিত।

১ = শব্দ ব্যবহারে বৈচিত্র□□ নেই এবং মাঝেমাঝে শব্দ বাবহার ত্রুটিযুক্ত।

পাঠ পরিকল্পনা ও ভিডিও ধারনকৃত পাঠ বিশ্লেষণের জন্য গ্রেডিং স্কেল

ক্যাটাগরি	স্কোর (নিম্নের ১ থেকে ৫এর বর্ণনা থেকে যে কোন একটি বাছাই করুন)				
	১	২	৩	৪	৫
A. পাঠের অভিপ্রেত শিখনফল এবং (প্রকৃতপক্ষে) অর্জিত শিখনফলের মধ্যে সম্পর্ক	সংগতিহীন শিখনফল নির্ধারণ এবং অভিপ্রেত শিখন ফল অর্জন ছাড়াই পাঠ পরিকল্পনা/পরিচালনা করা। অভিপ্রেত শিখনফলের সাথে সংগতিবিহীন শিখনফল অর্জন করা বা কোন শিখনফলই অর্জন না করা।	বোধগম্য শিখনফল নির্ধারণ করা। অভিপ্রেত শিখনফল কিছুটা বিবেচনায় নিয়ে পাঠ পরিকল্পনা/পরিচালনা করা। অভিপ্রেত শিখনফলের সাথে আংশিক সংগতিপূর্ণ শিখনফল অর্জন করা।	পরিষ্কার শিখনফল নির্ধারণ করা। অভিপ্রেত শিখনফল অনুসরণে পাঠ পরিকল্পনা/পরিচালনা করা। অভিপ্রেত শিখনফলের সাথে গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে সংগতিপূর্ণ শিখনফল অর্জন করা।	পরিষ্কার শিখনফল নির্ধারণ করা। অভিপ্রেত শিখনফল অনুসরণে পাঠ পরিকল্পনা/পরিচালনা করা। অভিপ্রেত শিখনফলের সাথে সম্পূর্ণ সংগতিপূর্ণ শিখনফল অর্জন করা।	পরিষ্কার, বাস্তব এবং অর্জনযোগ্য শিখনফল নির্ধারণ করা। অভিপ্রেত শিখনফল অর্জনের লক্ষ্যে যথাযথ পাঠ পরিকল্পনা/পরিচালনা করা। অভিপ্রেত শিখনফলের সাথে উচুমাত্রায় সংগতিপূর্ণ শিখনফল অর্জন করা।
	১	২	৩	৪	৫
B. শিখন প্রক্রিয়া (ধাপসমূহের মধ্যে সংযোগ এবং শিখন কার্যক্রম নির্বাচন)	ধাপসমূহের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের বিষয়ে মনোযোগ না দেওয়া। শিখন প্রক্রিয়ায় অধিকাংশ শিক্ষার্থীকে সম্পৃক্ত করতে না পারা।	ধাপসমূহের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের বিষয়ে কিছুটা মনোযোগ দেওয়া। শিক্ষার্থীরা কীভাবে শেখে -এ বিষয়টিই কদাচিৎ বিবেচনায় আনা। শিখন প্রক্রিয়া থেকে কিছু শিক্ষার্থীকে বাহিরে রাখা।	ধাপসমূহের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের বিষয়ে পর্যাপ্ত মনোযোগ দেওয়া। শিক্ষার্থীরা কীভাবে শেখে - এ বিষয়টি বিবেচনায় আনা। শ্রেণীর অধিকাংশ শিক্ষার্থীর শিখন নিশ্চিত করা।	এক ধাপ থেকে অন্য ধাপে যথাযথভাবে পরিগমন। প্রত্যাশিত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শিখনে শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করা। সকল শিক্ষার্থীদের শিখনে সম্পৃক্ত করতে সবরকম প্রচেষ্টা গ্রহণ করা।	এক ধাপ থেকে অন্য ধাপে স্বাভাবিকভাবে পরিগমন। সযত্নে পরিকল্পিত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শিখনে শিক্ষার্থীদের প্রণোদিত করা। শিখনে সকল শিক্ষার্থীর সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করা।
	১	২	৩	৪	৫
C. শিক্ষার্থীর চিন্তন ও শিখনের সুযোগ	শিক্ষক কর্তৃক বিষয়বস্তুর ব্যাখ্যাতেই বেশিরভাগ সময় ব্যয় করা। শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের ধারণা শব্দ এবং পদাবলি পড়তে এবং/অথবা মুখস্ত করতে দেওয়া। শিক্ষার্থীদের কোন সমস্যা নিয়ে কদাচিৎ চিন্তা করার সুযোগ দেওয়া।	শিক্ষার্থীদের নিজস্ব জ্ঞান ও ধারণা প্রকাশের সামান্য সুযোগ দেওয়া। পাঠে যা কিছু শেখানো হয়েছে শিক্ষার্থীদের তা মুখস্ত করতে দেওয়া। শিক্ষার্থীদের কিছু পরিমাণ কাজ দেওয়া যা শেখানো বা পরিচিত কোন পদ্ধতি (procedure) অনুসরণে সম্পন্ন করা যায়।	শিক্ষার্থীদের নিজস্ব জ্ঞান ও ধারণা প্রকাশের কিছু পরিমাণ সুযোগ দেওয়া। শিক্ষার্থীদের এমন কাজ দেওয়া যার সমাধান করা তাদের জন্য কঠিন (challenging) হলেও তাদের সামর্থ্যের মধ্যে।	শিক্ষার্থীদের অপরিচিত, কঠিন (challenging) প্রশ্ন সমাধান করতে দেওয়া। শিক্ষার্থীদের প্রদত্ত প্রশ্নের সমাধানের ক্ষেত্রে পরিকল্পনা প্রণয়নে বা পরিকল্পনা অনুসরণে বা উপসংহারে পৌঁছতে সাহায্য করা।	শিক্ষার্থীদের একক এবং/বা যৌথ উদ্যোগে কোন প্রশ্ন তৈরী করতে, সে প্রশ্নের উত্তরের পরিকল্পনা প্রণয়নে, পরিকল্পনা অনুসরণে বা উপসংহারে পৌঁছাতে সহায়তা করা।
	১	২	৩	৪	৫
[শুধুমাত্র সি-ইন-এড প্রশিক্ষণ] D. প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠের মান উন্নয়নে অবদানের মাত্রা	বর্তমান পাঠ এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠের মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে সামান্য মনোযোগ দেওয়া।	বর্তমান পাঠ এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠের মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে কিছু পরিমাণ মনোযোগ দেওয়া।	প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিখন শেখানোর ক্ষেত্রে এই পাঠের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সচেতন করা।	প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিখন শেখানোর ক্ষেত্রে এই পাঠের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের প্রায়োগিক উপলব্ধি অর্জনের সুযোগ দেওয়া।	উন্নয়নের বলিষ্ঠ ব্রত নিয়ে, শিখন শেখানোর ক্ষেত্রে (প্রাথমিক বিদ্যালয়ের) এই পাঠের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে পরিষ্কার নির্দেশনা দেওয়া।

অধিবেশন-৩৮	**বিটিপিটি এর গাঠনিক মূল্যায়ন**

শিখনফল: এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

ক. বিটিপিটিতে ব্যবহৃত গাঠনিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
খ. গাঠনিক মূল্যায়ন প্রয়োগ কৌশলসমূহের সীমাবদ্ধতাসমূহ চিহ্নিত করে উত্তরণের উপায় বর্ণনা করতে পারবেন;
গ. বিদ্যমান গাঠনিক মূল্যায়নের টুলসসমূহ ব্যবহার করে গাঠনিক মূল্যায়ন করতে পারবেন।

সময়: ১.৩০ ঘন্টা

পদ্ধতি ও কৌশল: জোড়ায় কাজ, দলগত কাজ, প্রদর্শন, নীরব পাঠ, প্রশ্নোত্তর ও আলোচনা।

উপকরণ: পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইড, পোস্টার পেপার, বিটিপিটি মূল্যায়ন নির্দেশিকা এবং অন্যান্য।

কার্যাবলির বিবরণ

কাজ -ক বিদ্যমান গাঠনিক মূল্যায়ন ক্ষেত্রসমূহ ২০ মিনিট

১. সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে আজকের অধিবেশন শুরু করুন। **অধিবেশনের প্রত্যাশিত শিখনফল মাল্টিমিডিয়ায় প্রদর্শন করুন।**
২. একটি সমবেত সঙ্গীতের মাধ্যমে উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করুন।
৩. বিটিপিটি কোর্সে কোন কোন ক্ষেত্রে মূল্যায়ন করা হয় জানতে চান। সকলের উত্তর শুনুন এবং বোর্ডে তালিকা তৈরি করুন।
৪. এই প্রশিক্ষণে আমরা এতদিন কোন কোন ক্ষেত্রের মূল্যায়নের জন্য টুলস তৈরি করেছি তা জানতে চান। বোর্ডে লিখিত উত্তর হতে সেগুলো মার্ক করুন।
৫. যে ক্ষেত্রগুলো নিয়ে আলোচনা হয়নি তা জিজ্ঞাসা করুন।
৬. এই সকল ক্ষেত্রের মূল্যায়ন করার জন্য কী কী টুলস প্রয়োজন হয় তা জানতে চান। সকলের উত্তর শুনুন।
৭. আলোচনায় সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য সকলকে ধন্যবাদ দিয়ে ক অংশের কাজ শেষ করুন।

কাজ খ বিদ্যমান মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় চ্যালেঞ্জ / সীমাবদ্ধতা ৩০ মিনিট

১. অংশগ্রহণকারীদের ৫ টি দলে ভাগ করুন। নিচের ছকটি পিপিটিতে প্রদর্শন করুন।

ক্রমিক	বিদ্যমান মূল্যায়নের ক্ষেত্রে প্রয়োগের সীমাবদ্ধতা/চ্যালেঞ্জ	উত্তরণের সম্ভাব্য উপায়	মন্তব্য
১।		ক) খ)	

২।			
৩।			

২. কাজ – ক অংশে যে সকল মূল্যায়ন ক্ষেত্র নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, সেগুলো বোর্ডে লেখা আছে, সেদিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করুন।
৩. দলে আলোচনার মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীগণ তাদের অভিজ্ঞতার আলোকে এবং পিটিআই এর বিদ্যমান অবস্থা বিবেচনা করে এসকল কৌশল বাস্তবায়নে কী কী সীমাবদ্ধতা আছে, এবং তারা কীভাবে সেগুলো সমাধান করেন তা নিয়ে আলোচনা করে ছকটি পূরণ করতে বলুন।
৪. ২০ মিনিট সময় বরাদ্দ করুন। কাজ শেষে প্লেনারিতে প্রত্যেক দলের কাজ উপস্থাপন করতে বলুন।
৫. প্রতিদলের উপস্থাপনা শেষে সকলের ফিডব্যাক নিন।
৬. অংশগ্রহণকারীদের আর কোন প্রশ্ন না থাকলে সকলকে ধন্যবাদ দিয়ে এই অংশের কাজ সমাপ্ত করুন।

কাজ – গ গাঠনিক মূল্যায়ন- অ্যাসাইনমেন্ট ৩০ মিনিট

১। অংশগ্রহণকারীদের পিটিআইতে বিটিপিটি কোর্সের অ্যাসাইনমেন্ট বিষয়ে ২টি শিরোনাম নির্ধারণ করতে বলুন। এর জন্য ১০ মিনিট সময় বরাদ্দ করুন ।

২। প্লেনারীতে আলোচনা করে অ্যাসাইনমেন্ট হিসেবে কোন কোন টপিক বা শিরোনাম উপযুক্ত এবং কোনগুলো পরিমার্জন প্রয়োজন তা স্পষ্ট করুন। প্রয়োজনে তথ্যপত্রের আলোকে সকলের ধারণা স্পষ্ট করুন।

শিক্ষামূলক অ্যাসাইনমেন্ট এর শিরোনাম লেখার জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম রয়েছে, যেগুলি মানলে শিরোনামটি আরও পরিষ্কার এবং প্রাসঙ্গিক হবে। নিচে কিছু মূল নিয়ম দেওয়া হলো:

১. **স্পষ্টতা**: শিরোনামটি যেন স্পষ্ট এবং বোধগম্য হয়, যাতে অ্যাসাইনমেন্ট এর বিষয় সম্পর্কে পাঠক বা শিক্ষক বুঝতে পারে।

উদাহরণ: "বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস"

২. **সংক্ষিপ্ততা**: শিরোনামটি ছোট এবং সংক্ষিপ্ত হওয়া উচিত। অতিরিক্ত শব্দ ব্যবহার থেকে বিরত থাকা ভালো।

উদাহরণ: "জীববিজ্ঞান: পরিপাক প্রক্রিয়া"

৩. **প্রাসঙ্গিকতা**: শিরোনাম এবং বিষয়বস্তুর মধ্যে সম্পর্ক থাকতে হবে যেন বিষয়টির মূল ভাবনা বা উদ্দেশ্য শিরোনামকে প্রতিফলিত করে।

উদাহরণ: "গণতন্ত্রের মৌলিক নীতিসমূহ"

৪. **বিষয়ের নাম ও বিশেষত্ব**: যদি বিষয়টি কোন নির্দিষ্ট ক্ষেত্র বা ধারণার উপর ভিত্তি করে হয়, তবে সেটি উল্লেখ করুন।

উদাহরণ: "নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনায় তথ্যপ্রযুক্তির ভূমিকা"

৫. ব্যাকরণ ও বানান সঠিকতা: শিরোনামের বানান এবং ব্যাকরণ সঠিক হওয়া প্রয়োজন, যাতে পাঠক কোন বিভ্রান্তিতে না পড়েন।

৬. পূর্ব নির্ধারিত কাঠামো অনুসরণ: অনেকসময় অ্যাসাইনমেন্ট এর শিরোনাম নির্দিষ্ট কাঠামো অনুসরণ করতে হয়। যেমন, "বিষয়: (বিষয়ের নাম)" এই রকম ফরম্যাট।

উদাহরণ: "বিষয়: পরিবেশ রক্ষা ও তার প্রয়োজনীয়তা"

৭. অনুপ্রেরণা বা প্রশ্নের মাধ্যমে শিরোনাম তৈরি: অনেক সময় শিরোনাম একটি প্রশ্ন বা অনুপ্রেরণামূলক বাক্য হতে পারে, যা বিষয়টি সম্পর্কে আগ্রহ সৃষ্টি করে।

উদাহরণ: "কেন শিক্ষা জীবন আমাদের ভবিষ্যৎ গড়তে সাহায্য করে?"

কাজ – ঘ অধিবেশনের সারসংক্ষেপ সময় : **১০ মিনিট**

১। অংশগ্রহণকারীদের কয়েকজনকে আজকের সেশনে আলোচ্য বিষয়গুলো স্মরণ করতে বলুন।

২। কোন প্রশ্ন বা অস্পষ্টতা থাকলে প্রশ্ন করতে বলুন। প্রশ্নসমূহের উত্তর প্লেনারিতে আলোচনার মাধ্যমে সকলের ধারণা স্পষ্ট করুন।

৩। সক্রিয় অংশগ্রহণ করার জন্য সকলকে ধন্যবাদ দিয়ে এই সেশনের কাজ সমাপ্ত করুন।

সহায়ক তথ্য	অধিবেশন-৩৮ : বিটিপিটি গাঠনিক মূল্যায়ন

ক) বিটিপিটিতে বিদ্যমান গাঠনিক মূল্যায়ন

বিটিপিটিতে বিদ্যমান গাঠনিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রসমূহ

১. উপমডিউল ভিত্তিক গাঠনিক মূল্যায়ন
২. অ্যাসাইনমেন্ট
৩. সিমুলেশন
৪. উপস্থিতি ও আচরণ
৫. বিতর্ক
৬. উপস্থাপনা (বাংলা)
৭. উপস্থাপনা (ইংরেজি)
৮. দেয়ালিকা
৯. শরীরচর্চা ও খেলাধুলা
১০. কাব স্কাউটিং
১১. উপকরণ প্রদর্শনি
১২. শিক্ষাসফর
১৩. পরিবেশ উন্নয়ন
১৪. পুস্তক পর্যালোচনা
১৫. বিজ্ঞান ব্যবহারিক
১৬. আইসিটি ব্যবহারিক
১৭. সাংস্কৃতিক কার্যক্রম
১৮. প্রশিক্ষণ বিদ্যালয় কার্যক্রম
১৯. সামস্টিক মূল্যায়ন
২০. প্রশিক্ষণলব্ধ অভিজ্ঞতা বিনিময়
২১. মৌখিক মূল্যায়ন

খ) বিদ্যমান গাঠনিক মূল্যায়নের চ্যালেঞ্জ/সীমাবদ্ধতাসমূহ

১. শ্রেণিকক্ষের আলোচনার সময় ও বিষয়বস্তুর সাথে প্রদানকৃত অ্যাসাইনমেন্ট মধ্যে অসামঞ্জস্যতা।
২. দেয়ালিকা তৈরির রুব্রিক্স অনুযায়ী সকলকে মূল্যায়ন করা সম্ভব হয়না।
৩. সাংস্কৃতিক কার্যক্রম দুটি মাত্র সেশনে সম্পন্ন করা সম্ভব হয় না।
৪. বিজ্ঞান ব্যবহারিক কাজের ক্ষেত্রে সকল শিক্ষার্থীর হাতে কলমে কাজ করার জন্য সময় অপর্যাপ্ত।
৫. পিটিআইগুলোতে ভৌত সুবিধার অপর্যাপ্ততা ও খেলার মাঠ অনুপযোগি।
৬. সিমুলেশন সেশন পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রজেক্টর, পর্যাপ্ত পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষক সহায়িকার স্বল্পতা।
৭. একই শিক্ষার্থীকে অনেকগুলো মূল্যায়ন কৌশল এর মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। তাই সমগ্র মূল্যায়ন প্রক্রিয়া তাদের জন্য একটি ভীতিকর বিষয় হিসেবে কাজ করে।

৮. উপস্থিতি ও আচরণ মুল্যায়নে রুব্রিক্স অনুসরণ করা সময় সাপেক্ষ।

উপরে উল্লিখিত সীমাবদ্ধতা/চ্যালেঞ্জসমূহ পিটিআইভিত্তিতে ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে।

গ) গাঠনিক মূল্যায়ন কৌশল প্রয়োগ

অ্যাসাইনমেন্ট

অ্যাসাইনমেন্ট হলো কোর্সের অংশ হিসাবে আরোপিত একটি কাজ। অ্যাসাইনমেন্ট এর মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীর ভাষাজ্ঞান, চিন্তাশক্তি, সৃজনশীলতা, উপলব্ধি, পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন কৌশল এবং বিষয়টি সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ পায়।

অ্যাসাইনমেন্ট লেখার নিয়ম বা প্রক্রিয়া যথাযথভাবে অনুসরণ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি আপনার চিন্তা গবেষণার ফলাফলকে পরিষ্কারভাবে উপস্থাপন করতে সাহায্য করে। একটি অ্যাসাইনমেন্টের উদ্দেশ্য সাধারণত একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের ওপর গবেষণা বা বিশ্লেষণ করে প্রাসঙ্গিক তথ্য উপস্থাপন করা। অ্যাসাইনমেন্টের জন্য একটি উপযুক্ত শিরোনাম নির্বাচন করতে হয়। শিরোনামটি বিষয়বস্তুর সঙ্গে সম্পর্কিত এবং স্পষ্ট হওয়া উচিত যাতে শিরোনাম থেকে বিষয়টি কী হবে তা সহজেই অনুমান করা যায়।তবে অ্যাসাইনমেন্টের বিষয় নির্ধারণ আমাদের শিক্ষকদের মেধার মাপকাঠির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া বাঞ্ছনীয়।এমন কোনো বিষয় বা শিরোনাম দেওয়া ঠিক নয়, যা একজন শিক্ষার্থীর বুঝতে সমস্যা হয়।

কয়েকটি অ্যাসাইনমেন্টের নমুনা;

"প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধই উত্তম" বিভিন্ন ধরনের রোগের ক্ষেত্রে প্রবাদটির যৌক্তিকতা।	জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে 'টেকসই উন্নয়ন নীতি'র ভুমিকা।
শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞানমনস্ক ও বৈজ্ঞানিক সাক্ষর করতে বর্তমান প্রাথমিক বিজ্ঞান পাঠ্যপুস্তকের ভূমিকা ।	উদ্ভিদ ও প্রাণীর দশটি অমিল শনাক্ত করে সচিত্র প্রতিবেদন তৈরিকরণ।
বর্তমান প্রাথমিক বিজ্ঞান পাঠ্যপুস্তকের বিভিন্ন বিষয়বস্তুতে/পাঠে গঠনবাদী শিখনতত্ত্বের প্রতিফলন।	পরিবেশ সংরক্ষণ ও সংরক্ষণের বিভিন্ন কৌশল।
বর্তমান প্রাথমিক বিজ্ঞান পাঠ্যপুস্তকের বিভিন্ন বিষয়বস্তুতে/পাঠে অনুসন্ধানমূলক কাজের প্রতিফলন।	উদ্ভিদ ও প্রাণী উভয়ই জীব হলেও এদের অনেক বৈশিষ্ট্য এবং শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া ভিন্ন হয় ।

শিক্ষামূলক অ্যাসাইনমেন্ট এর শিরোনাম লেখার জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম রয়েছে, যেগুলি মানলে শিরোনামটি আরও পরিষ্কার এবং প্রাসঙ্গিক হবে। নিচে কিছু মূল নিয়ম দেওয়া হলো:

১. **স্পষ্টতা**: শিরোনামটি যেন স্পষ্ট এবং বোধগম্য হয়, যাতে অ্যাসাইনমেন্ট এর বিষয় সম্পর্কে পাঠক বা শিক্ষক বুঝতে পারে।

উদাহরণ: "বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস"

২. **সংক্ষিপ্ততা**: শিরোনামে অতিরিক্ত শব্দ ব্যবহার না করে ছোট এবং সংক্ষিপ্ত করা উচিত।

উদাহরণ: "জীববিজ্ঞান: পরিপাক প্রক্রিয়া"

৩. **প্রাসঙ্গিকতা**: শিরোনাম এবং বিষয়বস্তুর মধ্যে সম্পর্ক থাকতে হবে যেন বিষয়টির মূল ভাবনা বা উদ্দেশ্য শিরোনামকে প্রতিফলিত করে।

উদাহরণ: "গণতন্ত্রের মৌলিক নীতিসমূহ"

৪. **বিষয়ের নাম ও বিশেষত্ব**: যদি বিষয়টি কোন নির্দিষ্ট ক্ষেত্র বা ধারণার উপর ভিত্তি করে হয়, তবে সেটি উল্লেখ করুন।

উদাহরণ: "নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনায় তথ্যপ্রযুক্তির ভূমিকা"

৫. ব্যাকরণ ও বানান সঠিকতা: শিরোনামের বানান এবং ব্যাকরণ সঠিক হওয়া প্রয়োজন, যাতে পাঠক কোন বিভ্রান্তিতে না পড়েন।

৬. পূর্ব নির্ধারিত কাঠামো অনুসরণ: অনেকসময় অ্যাসাইনমেন্ট এর শিরোনাম নির্দিষ্ট কাঠামো অনুসরণ করতে হয়। যেমন, "বিষয়: (বিষয়ের নাম)" এই রকম ফরম্যাট।

উদাহরণ: "বিষয়: পরিবেশ রক্ষা ও তার প্রয়োজনীয়তা"

৭. অনুপ্রেরণা বা প্রশ্নের মাধ্যমে শিরোনাম তৈরি: অনেক সময় শিরোনাম একটি প্রশ্ন বা অনুপ্রেরণামূলক বাক্য হতে পারে, যা বিষয়টি সম্পর্কে আগ্রহ সৃষ্টি করে।

উদাহরণ: " শিক্ষা জীবন/ছাত্র জীবন কীভাবে আমাদের ভবিষ্যৎ গড়তে সাহায্য করে?"

৩. সিমুলেশন (শিখন শেখানো কার্যক্রম)

শ্রেণিকক্ষের বাস্তব অবস্থার কাছাকাছি একটি কৃত্রিম পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থী/শিক্ষকদের প্রকৃত ধারণা প্রদানের চেষ্টা করাকে ছদ্মশিক্ষণ বা সাদৃশ্যমূলক শিক্ষণ বা সিমুলেশন বলে। সিমুলেশন হলো এমন একটি শিখন শেখানো প্রক্রিয়া বা পদ্ধতি যা একটি নিয়ন্ত্রিত ও নিরাপদ পরিবেশে বাস্তব শ্রেণিকক্ষের অভিজঙতাকে অনুকরণ করে উপস্থাপনা করে। বিটিপিটি প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে সিমুলেশন শ্রেণিপাঠদানের মূল কার্যক্রমের অনুরূপ একটি ভূমিকাভিনয়। যেখানে শ্রেণি কার্যক্রমে সবগুলো পর্যায় অনুসরণ করে শিখন-শেখানো কাজ পরিচালিত হয়।

নির্ধারিত দিনে/অধিবেশনে প্রশিক্ষণার্থী কর্তৃক সিমুলেশন পরিচালনা করবেন। কোন কোন দিক বিবেচনা করে মূল্যায়ন করা হবে দায়িত্বপ্রাপ্ত ইন্সট্রাক্টর সে সম্পর্কে প্রশিক্ষণার্থীকে পূর্বেই লিখিত অথবা মৌখিকভাবে অবহিত করবেন। সিমুলেশন মূল্যায়নের নমুনা নির্দেশক অনুসরণ করে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত ইনস্ট্রাক্টর বিষয়ভিত্তিক সিমুলেশন

কার্যক্রম মূল্যায়ন করবেন। মূল্যায়ন শেষে মূল্যায়নের নম্বর ফর্দ/রেকর্ড সহকারী সুপারিনটেনডেন্টে এর কাছে জমা দিবেন।

৪। উপস্থিতি ও আচরণ

প্রশিক্ষণার্থীগণের প্রশিক্ষণকালীন প্রাতিষ্ঠানিক সময়ের সকল কার্যক্রম প্রশিক্ষণের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে। প্রশিক্ষণার্থীদের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ, মূল্যায়ন ও রেকর্ড সংরক্ষণের জন্য সুপারিনটেনডেন্ট ইনস্ট্রাক্টরগণকে দায়িত্ব প্রদান করবেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত ইন্সট্রাক্টরগণ এই সময়ে প্রশিক্ষণার্থীগণের সকল কার্যক্রম মূল্যায়নের নির্দেশক অনুসারে পর্যবেক্ষণ করবেন এবং উন্নয়নের পরামর্শ ও নির্দেশনা প্রদান করবেন। এ ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত ইন্সট্রাক্টরগণ প্রশিক্ষণার্থীগণকে তাদের প্রশিক্ষণকালীন প্রাতিষ্ঠানিক সময়ের সকল কার্যক্রম যে মূল্যায়নের অন্তর্ভুক্ত তা লিখিত বা মৌখিকভাবে জানিয়ে দিবেন। একজন প্রশিক্ষণার্থীর উপস্থিতি ও আচরণ মূল্যায়নের জন্য মোট নম্বর ২০।

৫. বিতর্ক

সাধারণভাবে বিতর্ক বলতে কোনো বিষয় বা ধারণা সম্পর্কে নিজ নিজ যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করার প্রক্রিয়াকে বোঝায়। বিতর্ক বলতে একটি আনুষ্ঠানিক প্রতিযোগিতার ধারণাকে বুঝায় যেখানে একক বিষয়ে পরস্পর বিরোধী দর্শনের দুটি গোষ্ঠী/দল বিচারককে তাদের সাথে একমত হওয়ার জন্য মডারেটর বা মধ্যস্থতাকারীর মাধ্যমে প্ররোচিত করার চেষ্টা করে। বিতর্কের জন্য বরাদ্ধকৃত মোট নম্বর ১০।

৬. উপস্থাপনা (বাংলা এবং ইংরেজি)

উপস্থাপনা বলতে সাধারণত বক্তার নিকট হতে শ্রোতার কাছে কার্যকরভাবে কোনো বার্তা পৌঁছানোর প্রক্রিয়াকে বোঝায়। উপস্থাপনা একটি কার্যকর যোগাযোগ কৌশল হিসেবে জনপ্রিয়। এর মাধ্যমে বক্তা যেমন নিজের যোগাযোগ দক্ষতার উন্নয়ন ঘটাতে সমর্থ হন, শ্রোতাও তেমনি বক্তার নিকট থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য জেনে সমৃদ্ধ হয়ে থাকেন। উপস্থাপন (বাংলা ও ইংরেজি) এর জন্য বরাদ্ধকৃত মোট নম্বর ১৫ এবং ১৫।

৮. দেয়ালিকা

দেয়ালিকা সৃজনশীলতা প্রকাশের অন্যতম মাধ্যম। প্রশিক্ষণার্থীরা এর মাধ্যমে নিজেদের চারপাশের পরিবেশ, প্রতিবেশ, মনোজগতের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার বহিঃপ্রকাশ ঘটানোর সুযোগ পায়।

দেয়ালিকার বিষয়বস্তু ও উপস্থাপনা নানা ধরনের হতে পারে। প্রশিক্ষণার্থীরা এর লেখক, প্রতিবেদক, সম্পাদক ও নকশাকার। কখনো কখনো দেয়াল পত্রিকায় নিজেদের গল্প, কবিতা, ছড়া, ইতিহাস, ঐতিহ্য ইত্যাদি নানা বিষয় প্রকাশিত হয়। প্রশিক্ষণার্থীরা এর মাধ্যমে নিজেদের প্রতিভা বিকাশের সুযোগ পায়। প্রতিটি শাখায়/ব্যাচে কমপক্ষে একটি দেয়ালিকা রুটিনে নির্ধারিত সময়ে প্রকাশ করবেন। দেয়ালিকায় প্রতি প্রশিক্ষার্থীর জন্য নম্বর ১০।

৯. শরীরচর্চা ও খেলাধুলা

নিয়মিত শরীরচর্চা ও খেলাধুলা সুস্থতার অন্যতম নিয়ামক। প্রশিক্ষণার্থীদের সুশৃংখল জীবনযাপন ও সামগ্রিক সুস্থতা নিশ্চিতকরণের পাশাপাশি বিদ্যালয়ে শরীরচর্চা ও খেলাধুলা কার্যক্রম যথাযথভাবে পরিচালনার উপযোগী হয়ে গড়ে উঠতে নির্ধারিত সময়ে নিয়মিত শরীরচর্চা ও খেলাধুলা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করবেন। শরীরচর্চা ও খেলাধুলা অনেকগুলো অংশ নিয়ে গঠিত। এর জন্য মোট নম্বর বরাদ্ধ ৩০।

১০. কাব স্কাউটিং

পিটিআই কার্যক্রমের সময় প্রশিক্ষণার্থীগণ নির্ধারিত সময়ে স্কাউটিং বিষয়ক ১দিনের ওরিয়েন্টশন ও ৫দিনের বেসিক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করবেন। সনদ জমাদান সাপেক্ষে নির্ধারিত নম্বর প্রদান করা হবে। ইন্সট্রাক্টর (শারীরিক শিক্ষা) সনদ যাচাইপূর্বক মূল্যায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করবেন। মূল্যায়ন শেষে মূল্যায়নের নম্বর সহকারী সুপারিনটেনডেন্টের কাছে জমা দেবেন। কাব স্কাউটিং জন্য মোট নম্বর ১০।

১১. উপকরণ প্রদর্শনী

এই প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষণার্থীদের মানসম্মত শিক্ষক তৈরি করতে ও শ্রেণির শিখন-শেখানো কার্যক্রম দক্ষভাবে পরিচালনা করতে উপকরণের ব্যবহার অত্যন্ত জরুরী। ইন্সট্রাক্টর (চারু ও কারুকলা)/দায়িত্বপ্রাপ্ত ইন্সট্রাক্টরগণ প্রশিক্ষার্থীগণের সকল উপকরণ (অধিবেশন পরিচালনাকালীন, সিমুলেশন, পিটিআইকালীন অন্যান্য কার্যক্রম এবং প্রশিক্ষণ বিদ্যালয় কার্যক্রম চলাকালীন) যথাযথভাবে তৈরি, ব্যবহার ও সংরক্ষণ করার নির্দেশনা প্রদান করবেন এবং উপকরণ প্রদর্শনের মূল্যায়ন প্রক্রিয়া সম্পর্কে অবহিত করবেন। উপকরণ প্রদর্শনের জন্য মোট নম্বর ২০।

১২. শিক্ষা সফর

ভ্রমণ নতুন কিছু জানার সুযোগ তৈরি করে দেয়। প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণে বৈচিত্র্য আনয়ন করা ও ভ্রমণের মাধ্যমে শিখন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন দর্শনীয় ও ঐতিহাসিক স্থানে শিক্ষা সফরের আয়োজন করা হয়। পিটিআই সুপারিনটেনডেন্ট রুটিনে বর্ণিত দিন তারিখ মোতাবেক একটি শিক্ষা সফর আয়োজনের নির্দেশনা প্রদান করবেন। নিজ নিজ শাখা ইনচার্জগণের তত্ত্বাবধানে প্রশিক্ষণার্থীগণ শিক্ষা সফরের বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করবেন। শিক্ষা সফর কার্যক্রমের জন্য বরাদ্ধকৃত নম্বর ১০।

১৩. পরিবেশ উন্নয়ন

নিজ নিজ কর্মপরিবেশ উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণার্থীদের সামাজিক কাজে উৎসাহিত করা প্রয়োজন। উন্নত, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যসম্মত কর্ম পরিবেশ বজায় রাখায় স্বার্থে সংশ্লিষ্ট শাখার ইনচার্জ পিটিআই কার্যক্রমের শুরুতেই প্রশিক্ষণার্থীদের সামাজিক কাজে উৎসাহ ও প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করবেন। সুপারিনটেনডেন্ট এর সাথে পরামর্শ করে প্রশিক্ষণার্থীগণকে কৃষিকাজ/বৃক্ষরোপণ/বাগান পরিচর্যা/পরিচ্ছন্নতা {(ক)নিজ নিজ শ্রেণিকক্ষ এবং হোস্টেল কক্ষ পরিষ্কার ও সজ্জিতকরণ এবং থাকার কক্ষ (খ) খেলার মাঠ (গ) চলাচলের পথ} কার্যক্রমের জন্য উৎসাহিত করবেন। পরিবেশ উন্নয়ন কাজ মূল্যায়নের জন্য নম্বর ১৫।

১৪. পুস্তক পর্যালোচনা প্রতিবেদন

এই প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষণার্থীগণকে পঠনমুখী করতে পুস্তক পর্যালোচনা কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। পিটিআই কার্যক্রমের প্রথম মাসের মধ্যে লাইব্রেরির দায়িত্বপ্রাপ্ত ইন্সট্রাক্টর/সহকারী লাইব্রেরিয়ান লাইব্রেরিতে থাকা প্রাথমিক স্তরের নির্ধারিত পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষক সহায়িকা ও অন্যান্য শিক্ষামূলক পুস্তকের মধ্য হতে পুস্তক পর্যালোচনার নিমিত্ত প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীর জন্য একটি পুস্তুক প্রদান ও পর্যালোচনার প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করবেন। পুস্তক পর্যালোচনার জন্য নম্বর ১৫।

১৫। বিজ্ঞান ব্যবহারিক

বিজ্ঞানের ব্যবহারিক কাজ বলতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বিভিন্ন শ্রেণির প্রাথমিক বিজ্ঞান বিষয়ের সে সকল কাজকে বোঝাবে যেগুলো শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের হাতে কলমে করে দেখাতে হয়। বিজ্ঞান ব্যবহারিক কাজ দেয়ার ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণার্থীগণ যাতে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়াকরণ দক্ষতাগুলো (পূর্বানুমান, পর্যবেক্ষণ, পরিমাপকরণ, শ্রেণিকরণ, পরীক্ষণ, ব্যাখ্যাকরণ, অনুমিতকরণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ) অনুসরণ করে বিজ্ঞান ব্যবহারিক কাজ উপস্থাপন করেন তা বিষয় ইন্সট্রাক্টর প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীদের নির্দিষ্ট কাজ অর্পন করে দিয়ে নির্ধারিত অধিবেশনে সেগুলো উপস্থাপনের সুযোগ করে দিবেন। বিজ্ঞান ব্যবহারিক কাজের জন্য নম্বর ১৫।

১৬. ব্যবহারিক কাজ (আইসিটি)

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) প্রশিক্ষণ উপমডিউলটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের হাতে-কলমে শিখন শেখানোর কার্যকর কৌশলে অভ্যস্ত হতে সহায়তা করার লক্ষ্যে প্রণয়ন করা হয়েছে। আইসিটির তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক অনুশীলনের সুযোগ রাখা হয়েছে। আইসিটি অধিবেশনে বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট অধিবেশন পরিচালনাকারী ইনস্ট্রাক্টর (কম্পিউটার সায়েন্স)/দায়িত্বপ্রাপ্ত ইন্সট্রাক্টর দক্ষতা মূল্যায়ন করবেন। আইসিটি ব্যবহারিক কাজের জন্য নম্বর ১৫।

১৭. সাংস্কৃতিক কার্যক্রম

সাংস্কৃতিক কার্যক্রম শিখন-শেখানো পরিবেশ আনন্দদায়ক করার পাশাপাশি প্রশিক্ষণার্থীদের নিজ নিজ প্রতিভা বিকাশ ও নান্দনিকতার উৎকর্ষ সাধনের সুযোগ সৃষ্টি করে। প্রশিক্ষণার্থীগণ সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের অংশ হিসেবে সংগীত (আধুনিক, আঞ্চলিক, নজরুল, রবীন্দ্র, ধর্মীয় ইত্যাদি), নৃত্য, আবৃত্তি, অভিনয়, অঙ্কন, অনুষ্ঠান উপস্থাপনা এর মধ্যে যেকোনো একটি বিষয় উপস্থাপন করবেন। সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের জন্য নম্বর ১০।

২১. মৌখিক মূল্যায়ন

বিটিপিটি কোর্সের শেষ ০৫ দিনে প্রশিক্ষণার্থীগণের সামগ্রিক শিখন ও পারদর্শিতা যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে ৯০ নম্বরের মৌখিক মূল্যায়ন কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হবে। প্রশিক্ষণার্থীগণ নির্ধারিত দিনে পিটিআইতে দুই ধরনের (অভ্যন্তরীণ মৌখিক মূল্যায়ন বোর্ড- ৪৫ ও বহিঃ মৌখিক মূল্যায়ন বোর্ড- ৪৫) মৌখিক মূল্যায়ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করবেন।

অভ্যন্তরীণ মৌখিক মূল্যায়নের জন্য মডিউলভিত্তিক ৪টি বোর্ড গঠন ও নম্বর বিভাজনের ব্যবস্থা থাকবে। মডিউল ১, ২ ও ৪-এর প্রতিটির জন্য ১০ নম্বর ও মডিউল ৩-এর জন্য ১৫ নম্বর নির্ধারিত থাকবে। পিটিআই সুপারিনটেনডেন্ট মূল্যায়ন কার্যক্রম শুরুর পূর্বেই সংশ্লিষ্ট ইন্সট্রাক্টরগণের সমন্বয়ে মডিউলভিত্তিক বোর্ড গঠনপূর্বক প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করবেন। প্রশিক্ষণার্থীগণ ধারাবাহিকভাবে মডিউলভিত্তিক মৌখিক মূল্যায়ন বোর্ডসমূহে উপস্থিত হয়ে মূল্যায়ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করবেন।

অধিবেশন-৩৯	বিটিপিটি গাঠনিক মূল্যায়ন (...চলমান)

শিখনফল-

ক। বিদ্যমান গাঠনিক মূল্যায়নের টুলসসমূহ ব্যবহার করে গাঠনিক মূল্যায়ন করতে পারবেন।

সময়: ১.৩০ ঘন্টা

পদ্ধতি ও কৌশল: দলগত কাজ, প্রদর্শন, প্রশ্নোত্তর ও আলোচনা।

উপকরণ: বিটিপিটি মূল্যায়ন নির্দেশিকা, পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইড, পোস্টার পেপার ও অন্যান্য।

কাজ- ক বিদ্যমান গাঠনিক মূল্যায়ন এর ক্ষেত্রসমূহ ১০ মিনিট

১. সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে অধিবেশন শুরু করুন। অধিবেশন এর শিখনফল প্রদর্শন করে সকলকে অবহিত করুন।
২. একটি আনন্দদায়ক কাজের মাধ্যমে (গান/ ছড়া গান/ কবিতা) উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করুন।
৩. আগের সেশনের আলোচ্য বিষয়গুলো অংশগ্রহণকারীদের মনে আছে কি-না জিজ্ঞাসা করুন।
৪. আগের সেশনের গাঠনিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রগুলো পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে পরবর্তী সেশনের জন্য তাদের মানসিকভাবে প্রস্তুত করুন।
৫. সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে এই সেশনের কাজ শেষ করুন।

কাজ -খ গাঠনিক মূল্যায়নের টুলস ব্যবহার ৭০ মিনিট

১. অংশগ্রহণকারীদের ৫ টি দলে ভাগ করুন। প্রতি দলে লটারির মাধ্যমে নিচের মূল্যায়ন ক্ষেত্রগুলো বিতরণ করুন।

   ক) সিমুলেশন খ) বিতর্ক গ) উপস্থাপনা (বাংলা/ইংরেজি) ঘ) সাংস্কৃতিক কার্যক্রম
   ঙ) প্রশিক্ষণ বিদ্যালয় কার্যক্রম (১৫০ নম্বর মূল্যায়ন ছক পূরণ)

২. দলে প্রাপ্ত মূল্যায়ন কৌশল কীভাবে পিটিআইতে কার্যকর করা হয় তা রোল প্লের মাধ্যমে উপস্থাপনের জন্য ১০ মিনিট প্রস্তুতির সময় দিন।
৩. প্রতি দলে রোল প্লের জন্য সর্বোচ্চ ১০ মিনিট করে সময় দিন।
৪. প্রতি দলের উপস্থাপনার শেষে প্লেনারিতে আলোচনার মাধ্যমে কাজের ফিডব্যাক দিন।
৫. সকল দলের উপস্থাপনা শেষে সকলকে সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য ধন্যবাদ দিয়ে এই অংশের কাজ শেষ করুন।

কাজ – গ অধিবেশনের সারসংক্ষেপ ১০ মিনিট

১। আলোচ্য বিষয়গুলো নিয়ে অংশগ্রহণকারীদের কোন প্রশ্ন বা অস্পষ্টতা আছে কি না জানতে চান।

২। কোন প্রশ্ন থাকলে বা কোন বিষয়ে কারও অস্পষ্টতা থাকলে বিষয়গুলো আলোচনা করুন। প্রয়োজনে তথ্যপত্র প্রদর্শন/সরবরাহ করুন।

৩। সকলকে ধন্যবাদ দিয়ে এই সেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করুন।

অধিবেশন-৪০	**মুক্ত আলোচনা এবং সমাপনী**

ঘ) পোস্ট-টেস্ট

পিটিআই ইন্সট্রাক্টরগণের অভীক্ষাপদ প্রণয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ

পোস্ট-টেস্ট

নাম- রেজিস্টেশন নম্বর-

১। একটি বহুনির্বাচনী অভীক্ষার বিভিন্ন অংশের নাম লিখুন।

২। চেকলিস্ট ও রুব্রিক্সের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য কী?

৩। "বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে আমাদের কী করা উচিত?"- এটি কোন বুদ্ধিবৃত্তিক স্তরের প্রশ্ন?

৪। আপনি এমন একটি অভীক্ষা তৈরি করলেন, একজন শিক্ষার্থীও এর সঠিক উত্তর দিতে পারেনি। তাহলে আপনার প্রস্তুতকৃত অভীক্ষাপদে কোন বৈশিষ্ট্যটি প্রতিফলিত হয়নি?

৫। বিটিপিটির উপমডিউলভিত্তিক গাঠনিক মূল্যায়নের মোট নম্বর কত?

৬। গাঠনিক মূল্যায়নের ২টি কৌশল লিখুন।

i)

ii)

৭। নির্দেশক ছক ব্যবহার করার ২টি কারণ লিখুন।

i)

ii)

৮। সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন প্রণয়নের ২টি নিয়ম লিখুন।

i)

ii)

৯। রচনামূলক অভীক্ষার নৈর্ব্যক্তিকতা বৃদ্ধি করার ২টি উপায় লিখুন।

i)

ii)

১০। সরবরাহধর্মী দুই ধরনের অভীক্ষার নাম লিখুন।

i)

ii)

বহুনির্বাচনি:

১১। প্রয়োগ দক্ষতার স্তর চিহ্নিত করুন-

ক) স্যালাইন কীভাবে বানাতে হয় বলতে পারবে খ) স্যালাইন বানাতে কী উপকরণ প্রয়োজন তা শনাক্ত করতে পারবে

গ) কখন স্যালাইন ব্যবহার করতে ব্যাখ্যা পারবে ঘ) প্রয়োজনীয় উপকরণ ব্যবহার করে স্যালাইন তৈরি করতে পারবে

১২। সত্য-মিথ্যা অভীক্ষাপদে "সর্বদা", "কখনও", "কোনটাই নয়" শব্দ ব্যবহারের মূল সমস্যা কী?

ক) প্রশ্ন সহজ হয়ে যায় খ) শিক্ষার্থীরা অনুমানভিত্তিক উত্তর দেয়

গ) সত্য বা মিথ্যার দিকে পক্ষপাত সৃষ্টি হয় ঘ) শিক্ষার্থীদের বিভ্রান্ত করা হয়

১৩। ব্যবহারিক দক্ষতা পরিমাপের জন্য কোন মূল্যায়ন পদ্ধতিটি সর্বোত্তম?

ক) বহুনির্বাচনি পরীক্ষা খ) পর্যবেক্ষণ ও কর্মক্ষমতা যাচাই

গ) রচনাধর্মী পরীক্ষা ঘ) স্ব-মূল্যায়ন জরিপ

১৪। সঠিক ক্রম সাজানো অভীক্ষায় শিক্ষার্থীর কোন দক্ষতা মূলত মূল্যায়িত হয়?

ক) শুধুমাত্র মুখস্থ দক্ষতা খ) বিশ্লেষণ ও বোধগম্যতা দক্ষতা

গ) অনুমান করার ক্ষমতা ঘ) অনুকরণ করার ক্ষমতা

১৫. দাগ টেনে মিল করুন

ডায়াগনোষ্টিক মূল্যায়ন	শেখার সময়

গাঠনিক মূল্যায়ন	শিক্ষাকাল শেষে
	শিক্ষণের আগে